ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৯ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 29 June, 2023 ■ আগরতলা ২৯ জুন ২০২৩ ইং ■ ১৩ আষাঢ় ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

কুমারঘাটে উল্টো রথে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে মৃত্যু সাত

গুরুতর আহত ১৬

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুন।। উল্টো রথে হৃদয়বিদারক ঘটনার সাক্ষী রইল ত্রিপুরা। ইসকনের রথ ৩৩ কেভি বিদ্যুৎ পরিবাহী তারের সংস্পর্শে দুই শিশু সহ সাত জনের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। তাঁদের মধ্যে বাবা ও ছেলে রয়েছেন। আহত হয়েছেন অন্তত ২৭ জন। তাঁদের মধ্যে ছয় জনে অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় সকলকে আগরতলায় জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। পরিস্থিতি সরিজমিনে পর্যবেক্ষণে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক(ডা.) মানিক সাহা রেলে চেপে ইতিমধ্যে কুমারঘাটের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছেন। ত্রিপুরা সরকারের তরফে নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানানো হয়েছে। আহতদের চিকিৎসায় সমস্ত রকম সহায়তার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

নিহতদের তালিকা :- ১. সীমা পাল (৩৩) স্বামী : কাজল পাল। শিবতলি। ২. সুস্মিতা বৈশ্য (৩০) স্বামী: অপু বৈশ্য শিব মন্দির। ৩. রূপক দাস (৪০) পিতা: সান্ত দাস। ইয়ং স্টার ক্লাব। ৪. সোমা বিশ্বাস (২৮) স্বামী: সুকান্ত বিশ্বাস। নেতাজীপল্লী। ৫. রুহন দাস (৯) পিতা: রূপক দাস। ইয়ং স্টার ক্লাব। ৬. শান মালাকার (৯) পিতা: পিঙ্কু মালাকার। উত্তর পাবিয়াছড়া। ৭. দিয়া ঘোষ (০৯) পিতা: গৌতম ঘোষ। কুমারঘাট।

আহতদের তালিকা:-১. বিভাষ চন্দ্র নাথ(৪৫) পিতা: কে.সি নাথ। রাতিয়াবাড়ি। ২. বীরবল নাথ (১১) পিতা: বিভাস চন্দ্রনাথ। রাতিয়াবাড়ী।

৩. কামাক্ষা দে (৬৩) পিতা: বৈকুণ্ঠ দে।পূর্বকাঞ্চন বাড়ি। ৪. রাজদীপ দাস পিতা: রবি দাস মাটর স্ট্যান্ড। ৫. ডি ঘোষ (০৪) পিতা: গৌতম ঘোষ। কুমারঘাট। ৬. রুমা ঘোষ (৩০) পিতা: গৌতম ঘোষ। কুমারঘাট। ৭. দ্রৌপদী মালাকার (২৭) পিতা: রিন্টু মালাকার। কুমারঘাট। ৮. রত্না রানি ধর (৪৯) স্বামী: প্রানেশ ধর। কুমারঘাট। ৯. রোহন দাস (১০) পিতা: প্রদীপ দাস। কুমারঘাট। ১০. শিপ্রা দেবনাথ (২৮) ১১. সঙ্গিতা দাস (৩৬) ১২. মমতা দাস (২৭) পিতা: মনমোহন দাস। কুমারঘাট।

প্রসঙ্গত, উৎসবে মাতোয়ারা ত্রিপুরাবাসী আজ এমন একটি মর্মস্পর্শী ঘটনার সাক্ষী হবেন, হয়তো কেউ কল্পনা করেননি। সকাল থেকেই সারা ত্রিপুরায় বৃষ্টি হচ্ছে। আজ ছিল প্রভু জগন্নাথের ঘরে ফেরার পালা। যথারীতি ত্রিপুরার বিভিন্ন প্রান্তে উল্টো রথের আয়োজন হয়েছে। কুমারঘাটে এই প্রথম ইসকন বড় আকারে রথের আয়োজন করেছে। স্বাভাবিকভাবেই উল্টো রথে মানুষের উপচে পড়া ভীড় ছিল দেখার মতো। জানা গেছে, লোহার পাইপ দিয়ে ইসকনের রথের চূড়া বানানো হয়েছিল। তেমনি রথের চারিপাশ এবং এবং সিঁড়ি লোহার পাইপ দিয়ে বানানো ছিল। দেখতে গেলে খুবই শক্ত রথ বানিয়েছিল ইসকন। সেই রথে চেপে অনেক পুণ্যার্থী অনায়াসে যেতে পারবেন।

বুধবার কুমারঘাটে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়েছে উল্টোরথ।

আজ ঝিরঝিরে বৃষ্টি শেষে উল্টো রথ নিয়ে বের হয় ইসকন। সামনে এবং পেছনে ছিল প্রচুর শ্রদ্ধালু মানুষের ভীড়। সেই রথ ফিরে আসার সময় কুমারঘাট ব্লক চৌমুহনী এলাকায় ১১ কেভি বিদ্যুৎ পরিবাহী তারের সংস্পর্শে চলে। রথের চূড়া ওই তারে লেগে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে রথের সিঁড়িতে থাকা মানুষ বিদ্যুৎপৃষ্ঠ হন। মুহুর্তের মধ্যেই সেখানে আগুন ধরে যায়। তাতে, দুই শিশু সহ ছয় জনের ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়। সেখানে উপস্থিত মানুষের চিৎকারে চারিদিকে হইচই শুরু হয়ে যায়। চোখের আপনজনের আগুনে ঝলসে যাওয়ার দৃশ্য দেখে মানুষ আর্তনাদে ফেঁটে পড়েন।

খবর পেয়ে ওই এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ ছিন্ন করা হয় ঠিকই। কিন্তু তার আগেই ছয় জনের মৃত্যু এবং প্রায় ২৭ জন গুরুতর আহত হয়। খবর পেয়ে দমকল বাহিনী ঘটনাস্থলে ছুটে এসে আগুন নেভাতে এগিয়ে যান। এরপর সকলকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেছেন দমকল কর্মীরা। ওই ঘটনায় সীমা পাল(৩৩), সুস্মিতা বৈশ্য(৩০), রূপক দাস(৪০), সোমা বিশ্বাস(২৮), রোহন দাস(৯), শান মালাকার(৯)-র মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। তাঁদের মধ্যে রূপক দাস এবং রোহন দাস সম্পর্কে বাবা-ছেলে হন। এদিকে, আহতদের মধ্যে ৯ জনকে ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে এবং ১৮ জনকে কুমারঘাট মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে ছয় জনকে ঊনকোটি জেলা হাসপাতাল থেকে আগরতলায় জি বি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে বলে জেলা হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক জানিয়েছেন। এ-বিষয়ে ঊনকোটি বিজেপির জেলা সম্পাদক দীপঙ্কর গোস্বামী জানিয়েছেন, এই প্রথম কুমারঘাটে বড় আকারে ইসকনের রথের আয়োজন করা হয়েছিল। কিন্তু, ব্লক চৌমুহনী ওই রথের যাওয়ার সূচী ছিল না। ফলে, কার নির্দেশে রথের গতিপথ পরিবর্তন হয়েছে তা ত্রিপুরা সরকার তদন্ত করে দেখবে বলে তিনি দাবি করেছেন।

এই ঘটনায় বিদ্যুৎ মন্ত্রী সামাজিক মাধ্যমে এক বার্তায় জানিয়েছেন, কুমারঘাটে উল্টো রথ টানতে গিয়ে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যের নানা জায়গায় রাস্তাঘাটের বেহাল অবস্থা, হেলদোল নেই দপ্তরের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুন।। রাস্তা সংস্কারের দাবিতে নেতাজি স্কুল সংলগ্ন এলাকায় টায়ার জালিয়ে পথ অবরোধ করে কাছরঘাট এলাকার বাসিন্দারা। গত ১০-১২ দিন ধরে কৈলাসহর পৌরপরিষদের চার ও পাঁচ নং ওয়ার্ডের রাস্তা বেহাল অবস্থায় পরিণত। প্রতিদিন দুর্ঘটনা ঘটছে ওই এলাকায়। এলাকাবাসীদের পক্ষ থেকে দফায় দফায় প্রশাসনকে জানানোর পরেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি।

তাই আজ এক প্রকার বাধ্য হয়ে নেতাজি স্কুলের সামনে পথ অবরোধ করে কাচরঘাট এলাকার বাসিন্দারা। যার ফলে রাস্তার দুপাশে স্কুল ছাত্ররা থেকে শুরু করে পথচারীরা আটকে পড়ে। যার ফলে যানজটের সৃষ্টি হয়। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে কৈলাশহর অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা। পাশাপাশি ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে আসে কৈলাসহর থানার পুলিশ। দীর্ঘ প্রায় দু ঘন্টা পথ অবরোধ চলার পর স্থানীয় কাউন্সিলর জয়দীপ দাসের আশ্বাসে পথ অবরোধ মুক্ত করে এলাকাবাসী। কাউন্সিলর জয়দেব দাস বলেন আগামী দুজনের ভিতরে রাস্তা সংস্কার করা হবে এই বলে তিনি আশ্বস্ত করেন এলাকাবাসীদের।

বিশালগড় থেকে বক্সনগর যাওয়ার রাস্তাটি সংস্কারের অভাবে চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। বিশালগড় থেকে বক্সনগর যাওয়ার পথে রঘুনাথপুর এলাকায় ২৫ বছর ধরে রাস্তার বেহাল দশা। এলাকাবাসীর অভিযোগ, হালকা বৃষ্টি হলেই রাস্তায় হাটু সমান জল জমে যায়। কিছু দুষ্ট লোকের কারণে রাস্তাটি পরিবর্তন হচ্ছে না। এদিকে, বিশালগড় নেতাজীনগরেও একই অবস্থা। বুধবার সকাল থেকে নেতাজীনগরের রাস্তা জলমগ্ন হয়ে আছে। কিন্তু বিশালগড় পুর পরিষদের কোনও হেলদোল নেই। জটিল সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন ওই এলাকায় বসবাসকারী ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

উল্টো রথে মৃত্যু প্রধানমন্ত্রীর শোক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুন।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার কুমারঘাটে উল্টো রথে মৃত্যুর ঘটনায় গভীর শোক ব্যাক্ত করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন।

মৃতদের প্রত্যেকের পরিবারকে দুই লক্ষ টাকা এবং আহতদের ৫০০০০ টাকা আর্থিক ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। প্রধানমন্ত্রী এই ঘটনায় গভীর শোক ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেছেন এই ঘটনা খুবই বেদনাদায়ক। মৃতদের পরিবার-পরিজনদের প্রতি গভীর মনোবেদনা জ্ঞাপন করেছেন প্রধানমন্ত্রী।প্রশাসন এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বলেও শোক বার্তায় জানান তিনি।

এগিকে,সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদিকা শ্রীমতি প্রিয়াঙ্কা গান্ধীজি কুমারঘাটের মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন এবং পাশাপাশি আহত ব্যাক্তিদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন।

প্রসঙ্গত, কুমারঘাটে উল্টো রথ চলাকালীন উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুতের তারে সাথে রথের চুড়ার তোরণের সংস্পর্শ হয়। তাতে রথের মধ্যে বিদ্যুৎ চলে আসে। আর তাতেই ঘটে বিপত্তি। মুহুর্তের মধ্যেই ঘটনাস্থলে প্রাণ হারান ছয়জন। পরে হাসপাতালে পৌঁছানোর সময় এক শিশুর মৃত্যুহয়।

হাসপাতালে ভাঙচুর ও ডাক্তার নিগ্রহের মামলায় ধরপাকড়, কৈলাসহর থানা ঘেরাও ক্ষুব্ধ জনতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুন।। আজ শিঙ্গিরবিল এলাকার বাসিন্দারা কৈলাসহর থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। পরিস্থিতি মোকাবেলায় কৈলাশহর থানায় মোতায়ন করা হয়েছে টিএসআর বাহিনী। গত রবিবার ভিকারাই পাড়া এলাকায় একটি গাড়ি পথচারী ৬ জনকে ধাক্কা মারে। এতে মাটিতে ছিটকে পড়ে যায় ওই ছয় জন।

পরবর্তী সময় স্থানীয়রা ওই ছয় ব্যক্তিকে চিকিৎসার জন্য সিঙ্গির বিলস্থিত কণিকা মেমোরিয়াল হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক ডক্টর সত্যজিৎ দত্ত দুজনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন এবং গুরুতর আহত চারজনের মধ্যে দুজনকে কৈলাসহর ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে রেফার করেন। তখনই উপস্থিত এলাকাবাসীরা ডঃ সত্যজিৎ দত্তকে বেধড়ক মারপিট চালায়। এতে করে গুরুতরভাবে আহত হয় ডঃ সত্যজিৎ দত্ত। এমনকি কনিকা মেমোরিয়াল হাসপাতালের ভিতরে প্রবেশ করে সেলাইন ওষুধ পত্র ফেলে দেয়। একটি অ্যাম্বুলেন্স গাড়ি ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেয়।পরবর্তী সময় গত সোমবার কণিকা মেমোরিয়াল হাসপাতালের দায়িত্বপ্রাপ্ত মেডিকেল অফিসার কৈলাশহর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ অভিযোগ মূলে ছয় জনকে গ্রেফতার করে। তা মেনে নিতে পারেনি শিঙ্গিরবিল এলাকার বাসিন্দারা।

এলাকাবাসীদের দাবি পুলিশ নির্দোষ ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করেছে। এর সুষ্ঠু বিচার চেয়ে আজ দুপুরে কৈলাসহর থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে এলাকাবাসী। ঘটনার খবর পেয়ে কৈলাশর থানায় ছুটে আসেন কৈলাশহর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক শিবু চন্দ্র দে, ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদের নির্বাহী সদস্য - ধীরেন্দ্র দেববর্মা।শিঙ্গিরবিল এলাকার এক প্রতিনিধি দল গিয়ে কৈলাশহরের মহকুমা পুলিশ আধিকারিক শিবু চন্দ্রদের সাথে দীর্ঘক্ষণ আলাপ-আলোচনা করেন।

রাস্তা সংস্কারের দাবিতে কৈলাসহরে অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুন।। রাস্তা সংস্কারের দাবিতে সড়ক অবরোধে সামিল হয়েছেন কৈলাসহর পুর পরিষদের কাঁচেরঘাট এলাকার স্থানীয় মানুষ। রাস্তায় টায়ার পুড়িয়ে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন তাঁরা। দীর্ঘ তিনমাস যাবৎ নেতাজী বিদ্যাপীঠ ইংরেজি মিডিয়াম স্কুলের সামনে রাস্তার বেহাল দশায় পরিণত হয়েছে। তাই সমস্যার সমাধান না পেয়ে বুধবার সকালে সড়কে অবরোধে বসেন স্থানীয় মানুষ। অবরোধের জেরে যানচলাচল ব্যাহত হয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছেন প্রসাশনের পদস্থ আধিকারিকরা এবং অবরোধকারীদের সাথে কথা বলেছেন। প্রশাসন আশ্বাস দিয়েছে অতিসত্বর রাস্তা সংস্কার করা হবে। ওই আশ্বাসের ভিত্তিতে পথ অবরোধ প্রত্যাহার করেন স্থানীয় মানুষ।

জনৈক অবরোধকারী জানিয়েছেন, কৈলাসহর পুর পরিষদের কাঁচেরঘাট এলাকার নেতাজী বিদ্যাপীঠ ইংরেজি মিডিয়াম স্কুলের সামনের রাস্তা বেহাল দশায় পরিণত হয়েছে। বিদ্যালয়ের সামনে গত তিন-চার মাস আগে বক্স কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছিল। বক্স কালভার্টটি আগের তুলনায় উঁচুতে নির্মাণ করা হয়েছিল। তাতে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সকাল থেকে বজ্রপাত সহ ভারী বৃষ্টিতে ছন্দপতন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুন।। আজ সকাল থেকে ত্রিপুরায় বজ্রপাত সহ ভারী বৃষ্টিপাতে জনজীবনে ছন্দপতন ঘটেছে। গত ২৪ ঘন্টায় ত্রিপুরার অধিকাংশ জায়গায় হালকা ও মাঝারি বৃষ্টিপাত হয়েছে। আজ বিকেল সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত আগরতলায় ২৪.৬ এম এম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে বলে জানিয়েছে মৌসম বিভাগ।

আজ দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৩০.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৫.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস বলে আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে। আজ সকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা সব জেলায় স্বাভাবিকের কাছাকাছি ছিল। সকাল থেকে ভারী বৃষ্টিপাত হলেও রাজধানী শহর আগরতলায় রাস্তায় মানুষের জল কষ্টে ভুগতে হয়নি।

আগামীকাল সর্বোচ্চ ৩২ ডিগ্রি এবং সর্বনিম্ন ২৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা থাকবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। আগামীকালও ত্রিপুরায় অধিকাংশ জায়গায় বজ্রপাত ও ভারী ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিদ্যুৎ হাবে পরিণত হচ্ছে উত্তর পূর্বাঞ্চল ঃ বিদ্যুৎ মন্ত্রী

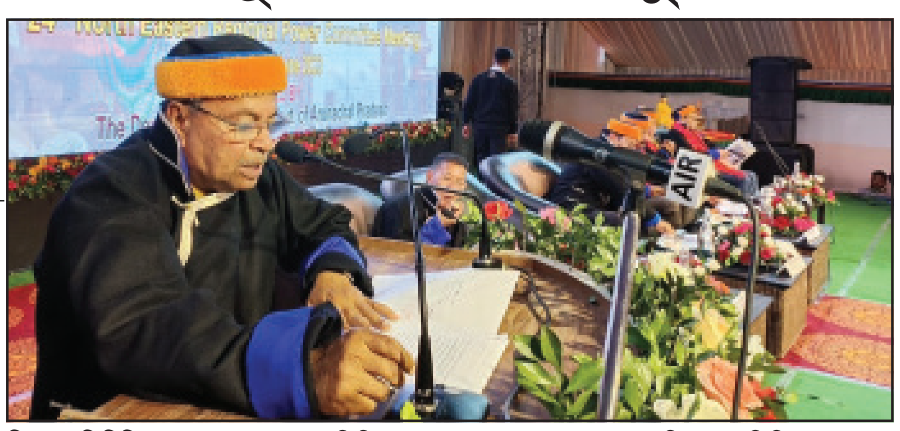

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা ২৮ জুন।। পিছিয়ে পড়া উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিদ্যুৎ ব্যবস্থাপনায় আমুল পরিবর্তন ঘটিয়ে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আজ অরুনাচল প্রদেশের তাওয়াং এ ২৪ তম উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় আঞ্চলিক পাওয়ার কমিটির বৈঠকে একথা বললেন বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতন লাল নাথ।বিদ্যুৎ উদ্বৃত্ত রাজ্য হিসেবে উঠে এসেছে ত্রিপুরা, মিজোরাম ,অসম এবং অরুণাচল প্রদেশ।এই অঞ্চলকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের হাব হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ চলছে বলেও জানিয়েছেন রাজ্যের বিদ্যুৎমন্ত্রী রতন লাল নাথ। এই বৈঠকে রাজ্যের স্বার্থসংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ সাততি সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

রতনবাবু জানান, বৈঠকের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ৮২ কিলোমিটার ১৩২ কিলো ভোল্ট লাইনের পুরানো পরিবাহী তার পরিবর্তন করার জন্য রাজ্যকে ৭০ কোটি টাকা অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এছাড়া আরো ৭৪ কিলোমিটার পিকে বাড়ি থেকে ধর্মনগর এবং ধর্মনগর থেকে দুর্লভছড়া পর্যন্ত ১৩২ কিলো ভোল্ট পরিবাহি তার পরিবর্তন করার সিদান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। পাশাপাশি বিদ্যুৎ সংক্রান্ত স্মার্ট ট্রেনিং ইনস্টিটিউট গঠন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ৪৪ কোটি ৪৬ লক্ষ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিনা অস্ত্রোপচারে মস্তিস্কে রক্তক্ষরণের সমস্যা সমাধান হল জিবি হাসপাতালে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুন।। অস্ত্রোপচার ছাড়াই দুই রোগীর মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের মত জটিল সমস্যার সমাধান করলেন রাজ্যের কৃতি সন্তান তরুণ নিউরোলজিস্ট ডক্টর আবীর লাল নাথ। তার এই সাফল্যে খুশি জিবি হাসপাতালের চিকিৎসকরা।

বুধবার আগরতলা সরকারি মেডিকেল কলেজ ও জিবি হাসপাতালের কনফারেন্সে সাংবাদিক সম্মেলন করে তার এই সাফল্যের বিষয়টি তুলে ধরেন হাসপাতালের মেডিকেল সুপার ডক্টর সঞ্জীব দেববর্মা। তিনি বলেন এর আগেও ছোট এক শিশুর ওপেন হার্ট সার্জারি তে সাফল্য পেলেন জিবি হাসপাতালে চিকিৎসকরা। এবার মস্তিস্কে রক্তক্ষরণ জনিত সমস্যা সমাধান হলো ওপেন সার্জারি ছাড়াই। যা হাসপাতালের নজির সৃষ্টি করেছে। বর্তমানে দুইজন রোগী সুস্থ রয়েছেন বলে জানান তিনি।

তিনি এও বলেন জিবি হাসপাতালে সুপার স্পেশালিটি পরিষেবা দিন দিন উন্নত থেকে উন্নত মানের হচ্ছে। মানুষ এর সাফল্য পাচ্ছেন। আগামী দিনে আরো কিভাবে পরিষেবা দেওয়া যায় সেদিকে লক্ষ্য রেখে কাজ চলছে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কুমারঘাটে উল্টোরথে মর্মান্তিক দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শন করলেন মুখ্যমন্ত্রী

রাজ্য সরকার ৪ লক্ষ টাকা দেবে নিহতদের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা ঘোষণা প্রধানমন্ত্রী রিলিফ ফান্ড থেকেও

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুন।। কুমারঘাটে উল্টোরথে মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। আজ সন্ধ্যায় ঘটনাস্থল ও হাসপাতাল পরিদর্শন শেষে কুমারঘাটের পিডব্লিউডি ডাকবাংলোয় এক সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই ঘটনা অত্যন্ত হৃদয়বিদারক ও মর্মান্তিক। আমি গভীর মর্মাহত। নিহতদের পরিবার পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার নিহত ও আহতদের পরিবার পরিজনদের পাশে রয়েছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, রাজা সরকারের পক্ষ থেকে প্রত্যেক নিহতের নিকট আত্মীয়কে চার লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তাছাড়া এই দুর্ঘটনায় ৬০ শতাংশেরও বেশী আহতদের ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা এবং ৪০ থেকে ৬০ শতাংশ আহতদের ৭৪ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে। এছাড়াও আহতদের হাসপাতালে বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। স্থানীয় প্রশাসনের পদস্থ আধিকারিক এবং রাজ্যস্তরীয় প্রশাসনের বরিষ্ঠ আধিকারিকদের এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, প্রধানমন্ত্রী রিলিফ ফান্ড থেকে এই ঘটনায় নিহতদের পরিবারকে ২ লক্ষ টাকা ও আহতদের ৫০ হাজার টাকা করে সহায়তা দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এই ঘটনায় আহতদের চিকিৎসার প্রয়োজনে বহিঃরাজো নিয়ে যেতে হলে সরকার তার বায়ভার বহণ করবে। সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী জানান, এই ঘটনার তদন্তের জন্য ইতিমধ্যেই জেলাশাসককে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সাংবাদিক সম্মেলনে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষামন্ত্রী টিংকু রায় এবং বিধায়ক ভগবানচন্দ্র দাস উপস্থিত ছিলেন।

এদিকে কুমারঘাটে ইসকন আয়োজিত উল্টোরথের সময় মর্মান্তিক দুর্ঘটনার খবর পেয়েই মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা আজ সন্ধ্যায় ট্রেনে আগরতলা থেকে কুমারঘাটে ছুটে আসেন। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৯ ◻ সংখ্যা ২৫৪ ◻ ২৯ জুন ২০২৩ ইং◻ ১৩ আষাঢ় ◻ বৃহস্পতিবার ◻ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

মর্মান্তিক ঘটনার দায় কাহার ?

ঊনকোটি জেলার কুমার ঘাটে রথের চূড়ায় বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হইয়া সাতজনের মর্মান্তিক মৃত্যু হইয়াছে এবং ১৬ জন আহত হইয়াছেন। তাহাদের মধ্যে শিশু ও মহিলা রহিয়াছে। মর্মান্তিক এই ঘটনায় গোটা রাজ্য শোকস্তব্ধ। দেশের প্রধানমন্ত্রী ,রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সহ বিভিন্ন মহল হইতে শোক জ্ঞাপন করা হইয়াছে। রাজ্যের ইতিহাসে এই ধরনের মর্মান্তিক ঘটনা ইতিপূর্বে ঘটে নাই। এই মর্মান্তিক ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া বিভিন্ন মহলে নানা প্রশ্ন উঠিতে শুরু করিয়াছে। খোঁজখবর নেয়া জানা গিয়াছে কুমার ঘাটে এই রথের আয়োজক ইসকন মিশন। নিম গাছের কাঠ দিয়া রথ তৈরি করিবার ধর্মীয় রীতিনীতি থাকিলেও কুমারঘাটের এই রথ তৈরি করা হইয়াছে লোহা দিয়া। চূড়াটিও তৈরি করা হইয়াছে সেই লোহা দিয়াই। চূড়া ছিল বেশ উঁচু। যে রাস্তা দিয়ে উল্টো রথ নিয়া যাওয়া হইতেছিল সেই রাস্তার পাশ দিয়াই বহিয়া গিয়াছে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বিদ্যুৎ পরিবাহী তার। তাহাতে বিপদ ঘটিয়াছে। রথের লম্বা চূড়া উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বিদ্যুৎবাহী তারে স্পর্শ হয়। বিদ্যুৎ পরিবাহী তার স্পর্শ হওয়ায় ঘটে ভয়ঙ্কর বিপদ। কোন কিছু বুঝিয়া অতি বাড় আগেই রথের দড়ি টানিয়া যাহারা যাইতে ছিলেন তাহাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন বিদ্যুতের ঝলকে স্পৃস্ট হইয়া অকাল মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়িয়াছেন। মৃতের সংখ্যা বাড়িয়া দাঁড়াইয়াছে ৭। আহত হইয়াছেন শিশু মহিলা সহ আরো ১৬ জন। ঘটনার পরপরই মানুষের আত্মচিৎকারে আকাশ বাতাস ভারী হইয়া উঠিয়াছে। খবর ছড়াইয়া করিতেই গোটা রাজ্য শোকস্তব্ধ। ধর্মপ্রাণ মানুষ রীতিমতো বাকরুদ্ধ হইয়া পরিবার উপক্রম। মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা খবর পাইয়া দ্রুত ছুটিয়া গিয়াছেন কুমারঘটে। নিহত ও আহতদের পাশে দাঁড়াইয়াছেন তিনি। রাজ্য সরকার নিহতদের প্রত্যেকের পরিবারকে চার লক্ষ টাকা এবং আহতদের মধ্যে যাহাদের দেহ ষাট শতাংশ ঝলসাইয়া গিয়াছে তাহাদের আড়াই লক্ষ টাকা এবং যাহাদের দেহ ৪০ শতাংশ ঝলসাইয়া গিয়াছে তাহাদের ৭৫ হাজার টাকা করিয়া অনুদান দেওয়ার কথা ঘোষণা করিয়াছে। এনজিও সরকার নিহতদের পরিবারকে ২ লক্ষ টাকা এবং আহতদের ৫০ হাজার টাকা আর্থিক অনুদান ঘোষণা করিয়াছে। মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা, হাসপাতালে গিয়া আহতদের চিকিৎসা সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়াছেন। ইহা নিঃসন্দেহে দায়িত্বশীলতার পরিচয়। কিন্তু প্রশ্ন উঠিয়াছে কেন এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটিয়াছে। এই ঘটনার জন্য দায়ী কে বা কাহারা। প্রথমত লোহা দিয়া এই ধরনের রথ তৈরি করাই কাল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অপর থেকে প্রশাসন এবং স্থানীয় কর্মকর্তারাও এই মর্মান্তিক ঘটনার দায় অস্বীকার করিতে পারিবেন না। কেননা এই ধরনের রথ পরিক্রমা পরিবার আগে প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সমস্ত ব্যবস্থাপনা অনুসন্ধান করিয়া দেখা আবশ্যিক। ইহা প্রশাসনের দায়িত্ব ও কর্তব্য। কিন্তু কুমার ঘাটে দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়াছে প্রশাসন। প্রশাসন যদি খুঁটিনাটি বিষয়গুলি আগে থেকেই অনুসন্ধান করিয়া রথ পরিক্রমা করিবার অনুমতি দিত তাহা হইলে এতগুলো প্রাণ অকালে বিসর্জন দিতে হইত না। এদিকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কুমারঘাট পরিদর্শনকালে জেলাশাসকের নেতৃত্বে ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দিয়াছেন। ঘটনার সঠিক তদন্ত হইলেই এর দায় কাহার উপর বর্তাইবে তাহা বাহির হইয়া আসিবে। পক্ষান্তরে রথ যাত্রা উৎসব পরিচালনার দায়িত্বে যারা রহিয়াছেন তাহাদের দায়িত্ব জ্ঞান নিয়াও প্রশ্ন উঠিয়াছে।

করিমগঞ্জে বিএসএফ-এর অভিযানে উদ্ধার ২৮টি গরু

করিমগঞ্জ (অসম), ২৮ জুন (হি.স.) : করিমগঞ্জে বিএসএফ-এর অভিযানে ২৮টি গরু উদ্ধার হয়েছে। উদ্ধারকৃত গরুগুলির বাজারমূল্য প্রায় ৯.৪০ লক্ষ টাকা বলে জানানো হয়েছে। ঘটনা সম্পর্কে বিএসএফ-এর পক্ষ থেকে করিমগঞ্জ সদর থানায় এফআইআর দায়ের করা হয়েছে।

বিএসএফ-এর জনৈক আধিকারিক জানান, আজ বুধবার সকালে উত্তর করিমগঞ্জের কলিমা এলাকায় গরুর বাজার বসার খবর পেয়ে অভিযানে নামে বিএসএফ-এর ১৬ নম্বর ব্যাটালিয়ন। অভিযানে নেমে অবৈধ বাজার থেকে প্রায় ৯.৪০ লক্ষ টাকার ২৮টি গরু উদ্ধার করা হয়েছে।

আধিকারিক জানান, কেন্দ্রীয় সরকারের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, সীমান্ত থেকে ২০ কিলোমিটারের মধ্যে কোনও গবাদি পশুর বাজার বসতে পারবে না। এরই পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকবার অবৈধ বাজারগুলিতে বিএসএফ-এর অভিযান চলে। কিন্তু তাতে বন্ধ হয়নি অবৈধ গবাদি পশুর বাজার। আগামীকাল বৃহস্পতিবার ঈদ। ঈদে কোরবানির জন্য গরু নিয়ে কালিমায় বাজারের ব্যবস্থা করেন বিক্রেতারা। এই খবর পেয়ে অভিযান চালানো হয়।

পঞ্জাব সীমান্তে ড্রোনের গতিবিধি বেড়েই চলেছে, এবারও গুলি করে নামাল বিএসএফ

অমৃতসর, ২৮ জুন (হি.স.): পঞ্জাবে ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে ড্রোনের গতিবিধি বেড়েই চলেছে। এবারও পাকিস্তানের দিক থেকে উড়ে আসা ড্রোনটি গুলি করে নামাল সীমান্ত রক্ষী বাহিনী। বুধবার সকালে পঞ্জাবের তরন তারন জেলায় ভুরা কোহনায় মেহদিপুর গ্রামের কাছে কৃষিজমি থেকে উদ্ধার হয় ড্রোনটি।

বিএসএফ (পঞ্জাব ফ্রন্টিয়ার) জানিয়েছে, ২৮ জুন, বুধবার ভোররাত ১.০৯ মিনিট নাগাদ মেহদিপুর গ্রামের কাছে একটি ড্রোন উড়ে আসতে দেখেন বিএসএফ জওয়ানরা। তৎক্ষণাৎ যৌথ অভিযানে নামে বিএসএফ ও পঞ্জাব পুলিশ। গুলি করে মাটিতে নামানো হয় ওই ড্রোনটিকে। বিএসএফ জানিয়েছে, বুধবার সকালে ওই হেক্সাকপ্টারটি জমি থেকে উদ্ধার করা হয়েছে।

পুলিশের হাতে আটক আলগাপুরের বিধায়ক নিজাম উদ্দিন

হাইলাকান্দি (অসম), ২৮ জুন (হি.স.) : হাইলাকান্দি জেলার অন্তর্গত আলগাপুরের বিধায়ক এআইইউডিএফ নেতা নিজাম উদ্দিন চৌধুরীকে পুলিশ আটক করেছে।

জানা গেছে, জনৈক আতাউর রহমান লস্কর নামের ব্যক্তির এক অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ আটক করেছে বিধায়ক চৌধুরীকে। বিধায়ক নিজাম উদ্দিন চৌধুরীর বিরুদ্ধে অভিয়োগ, গতকাল মঙ্গলবার রাতে তিনি অভিযোগকারীর গাড়িতে ভাঙচুর চালিয়ে তাঁর প্রাণনাশের চেষ্টা করেছিলেন।

আতাউর রহমান লস্করের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে পাঁচগ্রাম থানার পুলিশ ৫৯/২৩ নম্বরে এক মামলা রুজু করে আজ বুধবার বিধায়ক চৌধুরীকে আটক করে হাইলাকান্দি সদর থানায় নিয়ে এসেছে। বিধায়ক নিজাম উদ্দিনকে হাইলাকান্দি সদর থানায় ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

সিবিআই-এর নতুন স্পেশাল ডিরেক্টর নিযুক্ত অজয় ভটনাগর, ২০২৪-এর নভেম্বর অবধি দায়িত্বে

নয়াদিল্লি, ২৮ জুন (হি.স.): কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই-এর নতুন স্পেশাল ডিরেক্টর নিযুক্ত হলেন আইপিএস অফিসার অজয় ভটনাগর। ঝাড়খণ্ড ক্যাডারের ১৯৮৯ ব্যাচের আইপিএস অফিসার অজয় ভটনাগর বর্তমানে সিবিআই-এর অতিরিক্ত ডিরেক্টরে। ২০২৪ সালের ২০ নভেম্বর পর্যন্ত নতুন এই দায়িত্ব সামলাবেন তিনি। সিবিআই-এর যুগ্ম ডিরেক্টর অনুরাগ এখন অতিরিক্ত ডিরেক্টর হবেন।

অন্যদিকে, গুজরাট ক্যাডারের ১৯৯৪ ব্যাচের আইপিএস অফিসার মনোজ শশীধরকেও সিবিআই-এর অতিরিক্ত ডিরেক্টর পদে নিযুক্ত করা হয়েছে। তিনি এই পদে থাকবেন ৩ বছরের জন্য। বর্তমানে তিনি সিবিআই-এর জয়েন্ট ডিরেক্টর।

নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী হরগোবিন্দ খোরানা

প্রদীপ দেব

ব্রিটিশ ভারতের অধীনে পাঞ্জাবের ছোট্ট একটি গ্রাম রায়পুর। এই গ্রাম এতই ছোট যে তখনকার ভারতীয় ম্যাপে এর কোনো অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া যেত না। মাত্র শ খানেক মানুষের বাস ছিল এই গ্রামে।

রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসার বিজ্ঞান যে মূলত পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন ও জীববিজ্ঞানের সমন্বিত রূপ, তা এখন আমরা সবাই জানি। আমাদের জীবনের মূল সুর ডিএনএ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই ডিএনএর কার্যকলাপ বিশদভাবে গবেষণা করা হয় বিজ্ঞানের যে শাখায়, তার নাম মলিকিউলার বায়োলজি বা আণবিক জীববিজ্ঞান। এই আণবিক জীববিজ্ঞানের অগ্রদূত ছিলেন আমাদের উপমহাদেশের সন্তান হরগোবিন্দ খোরানা।

জীবকোষের রসায়ন খুবই জটিল। প্রাণরসায়ন বা বায়োকেমিস্ট্রি বিজ্ঞানের আলাদা শাখা হিসেবে দ্রুত প্রসারিত হতে শুরু করেছে বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে। কিন্তু তার মূলে যে রাসায়নিক জীববিজ্ঞান বা কেমিক্যাল বায়োলজি, সেই কেমিক্যাল বায়োলজির প্রধান স্থপতি ছিলেন হরগোবিন্দ খোরানা। তিনিই প্রথম ডিএনএর জেনেটিক কোড সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করার পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন। এই আবিষ্কারের ফলে চিকিৎসাবিজ্ঞানের নতুন দিগন্ত খুলে গিয়েছে। এই আবিষ্কারের হাত ধরেই পরবর্তী সময়ে আবিষ্কৃত হয়েছে অসংখ্য জীবন রক্ষাকারী চিকিৎসাপদ্ধতি, ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া শনাক্তকরণ পদ্ধতি, বংশগতিবিদ্যা, জিনঘটিত রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা এবং এ—সংক্রান্ত অসংখ্য কারিগরি পদ্ধতিবায়োটেকনোলজি।

ডিএনএর কোড ব্যাখ্যা করার সঠিক পদ্ধতি আবিষ্কারের জন্য ১৯৬৮ সালে চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন বিজ্ঞানী হরগোবিন্দ খোরানা, যাঁর জন্ম ও বেড়ে ওঠা তদানীন্তন ব্রিটিশ ভারতের এমন একটি প্রত্যন্ত গ্রামে, যেখানে একটি প্রাইমারি স্কুল পর্যন্ত ছিল না, শৈশবে গাছতলায় বসে যাঁকে শিখতে হয়েছিল বর্ণমালা।

ব্রিটিশ ভারতের অধীনে পাঞ্জাবের ছোট্ট একটি গ্রাম রায়পুর। এই গ্রাম এতই ছোট যে তখনকার ভারতীয় ম্যাপে এর কোনো অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া যেত না। মাত্র শ খানেক মানুষের বাস ছিল এই গ্রামে।

গ্রামের সবাই নিরক্ষর কৃষিজীবী। শুধু একজন ছিলেন কিছুটা অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন, সাধারণ যোগ-বিয়োগের হিসাব যিনি জানতেন। ব্রিটিশ সরকার তাঁকে গ্রামের চাষিদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করার জন্য জমি রেজিস্ট্রি করার কাজে নিয়োগ করেছিল। এই পেশার নাম ছিল পাটোয়ারি। খোরানা পদবির এই দরিদ্র পাটোয়ারির এক মেয়ে ও চার ছেলের মধ্যে সবচেয়ে ছোট হরগোবিন্দ খোরানা। অক্ষরজ্ঞান ছিল বলে বলা চলে খোরানা পরিবারই ছিল সেই গ্রামের একমাত্র শিক্ষিত পরিবার।

গ্রামে কোনো স্কুল ছিল না। তবু হরগোবিন্দের বাবা চেয়েছিলেন তাঁর ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া শিখুক। লেখাপড়া না শিখে হালচাষ করে জীবিকানির্বাহ করা ভীষণ কষ্টের, তা তিনি প্রতিদিনই দেখছেন চাষিদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করতে গিয়ে। ইংরেজের রাজত্বে লেখাপড়া জানলে কেরানির চাকরি হলেও জুটবে। এই বিশ্বাসে তিনি নিজেই ছেলেমেয়েদের হাতেখড়ি দিলেন, অক্ষরজ্ঞান দিলেন গ্রামের এক গাছতলায় বসে নিজের কাজের ফাঁকে ফাঁকে।

সেই সময় জন্মনিবন্ধনের কোনো ব্যবস্থা ছিল না। কোনো প্রাতিষ্ঠানিক স্কুলে প্রাথমিক পড়াশোনা শুরু হয়নি বলে সঠিক জন্মতারিখের কোনো হিসাব ছিল না হরগোবিন্দের। একটু বড় হতেই গ্রামের গাছতলার পড়াশোনা শেষ হয়ে গেল। সবচেয়ে কাছে যে হাইস্কুলটি আছে, সেটা মুলতান শহরে। বাড়ি থেকে অনেক দূরে সেই স্কুল। কয়েক ঘণ্টার হাঁটাপথ, গরুর গাড়িতেও লাগে অনেকক্ষণ। দিনের মধ্যে কয়েক ঘণ্টা যায় পথে পথে। তবু লেখাপড়ার প্রতি আকর্ষণের কাছে পথের কষ্ট কিছুই নয়। মুলতান স্কুলে ভর্তি হওয়ার সময় জন্মতারিখের দরকার পড়ল। অনেক হিসাব করে জন্মতারিখ দেওয়া হলো ১৯২২ সালের ৯ জানুয়ারি। তখন থেকে এ তারিখই হরগোবিন্দ খোরানার জন্মতারিখ হিসেবে বিবেচিত হলো।

মুলতান স্কুলে কিছুটা হলেও শহুরে ভাব আছে। স্কুলের শিক্ষকেরা ভালো ছাত্রদের পেছনে প্রচুর সময় দেন। বিজ্ঞানের শিক্ষক রতনলালের উৎসাহে বিজ্ঞান বিষয়ের প্রতি গভীর আকর্ষণ অনুভব করতে শুরু করলেন হরগোবিন্দ। আবার ইংরেজি সাহিত্যের প্রতিও তাঁর সমান আকর্ষণ। স্কুলের লাইব্রেরি থেকে পড়ে ফেলেছেন জর্জ বার্নাড শর রচনা। মনে মনে ইচ্ছা তৈরি হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি সাহিত্যে পড়াশোনা করার।

পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি যে খুব অস্বাভাবিক ভালো কোনো রেজাল্ট করেছিলেন, তা নয়। আর দশজন স্বাভাবিক ভালো ছাত্রের মতোই ছিল তাঁর রেজাল্ট।

উচ্চমাধ্যমিকের সমতুল্য ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় পাস করার পর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য যেতে হলো পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে। ভর্তির জন্য দুটি বিভাগে দরখাস্ত করেছিলেন হরগোবিন্দ খোরানা। তাঁর প্রথম পছন্দ ছিল ইংরেজি সাহিত্য, দ্বিতীয় পছন্দ রসায়ন। কিন্তু ইংরেজি বিভাগে ভর্তি হতে গেলে একটি ইন্টারভিউ দিতে হয়। শিক্ষকদের মুখোমুখি হয়ে মৌখিক পরীক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে ভীষণ সংকোচ লাগছিল হরগোবিন্দের। তিনি মৌখিক পরীক্ষা দিতে গেলেন না। রসায়নে ভর্তির জন্য কোনো ভর্তি পরীক্ষার দরকার হয়নি বলে তিনি রসায়নেই ভর্তি হলেন। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রসায়নে এমএসসি ডিগ্রি লাভ করলেন ১৯৪৫ সালে।

পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি যে খুব অস্বাভাবিক ভালো কোনো রেজাল্ট করেছিলেন, তা নয়। আর দশজন স্বাভাবিক ভালো ছাত্রের মতোই ছিল তাঁর রেজাল্ট। তবে সেই সময় উচ্চতর ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে ইংল্যান্ডে গিয়ে পড়াশোনা করার জন্য ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে খুব একটা প্রতিযোগিতা ছিল না। একটু ভালো রেজাল্ট করে আবেদন করলে ব্রিটিশ সরকারের বৃত্তি পাওয়া যেত। ভারতে তখন স্বাধীনতা আন্দোলন চলছে। ব্রিটিশদের হাত থেকে ভারতকে মুক্ত করার জন্য স্বদেশি আন্দোলন তখন তুঙ্গে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সবে শেষ হয়েছে। যুদ্ধে জয়লাভ করলেও ব্রিটিশ সরকারের অর্থনৈতিক অবস্থা তখন খুব খারাপ। ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে সম্মানজনকভাবে বিদায় নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে ভেতরে—ভেতরে। ইংরেজ বিদায় নেওয়ার পর ভারতীয়রা যেন ঠিকমতো দেশ গঠন করতে পারে, সে জন্য কিছু প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। ভারতীয় ছাত্রদের জন্য বিজ্ঞান ও কারিগরি ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জনের জন্য কিছু বৃত্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেই বৃত্তি প্রকল্পের আওতায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রশিক্ষণ লাভের বৃত্তির জন্য মনোনীত হলেন হরগোবিন্দ খোরানা। ঠিক হলো তাঁকে ইংল্যান্ডের ইনস্টিটিউট অব বার্কশায়ারে পাঠানো হবে কীটনাশক ও ছত্রাকনাশক বিষয়ে প্রশিক্ষণ লাভ করে ভারতে ফিরে এসে কৃষি উন্নয়নে ভূমিকা রাখার জন্য।

বৃত্তির চিঠি পেয়ে সব ব্যবস্থা সম্পন্ন করে ১৯৪৫ সালে ইংল্যান্ডে পৌঁছালেন হরগোবিন্দ খোরানা। চিঠি নিয়ে লন্ডনের ইন্ডিয়ান হাইকমিশনারের অফিসে যাওয়ার পর জানতে পারলেন বার্কশায়ার ইনস্টিটিউটে তাঁর জন্য যে বৃত্তি ঠিক করা হয়েছিল, তা বাতিল হয়ে গেছে। তার বদলে তাঁকে অন্য একটি বৃত্তি দেওয়া হয়েছে, লিভারপুল বিশ্ববিদ্যালয়ে জৈব রসায়নে পিএইচডি করার জন্য। হরগোবিন্দ খোরানা জানতেনই না যে তিনি জৈব রসায়নে পিএইচডি করবেন। অথচ এখান থেকেই শুরু হলো হরগোবিন্দ খোরানার গবেষণাজীবন। ১৯৪৯ সালের শুরুতে বৃত্তির শর্ত পূরণ করার জন্য তিনি ভারতে ফিরে এলেন। শর্ত ছিল, তিনি ইংল্যান্ড থেকে ফিরে এসে ভারতে চাকরি করবেন। কিন্তু সদ্য স্বাধীন ভারতে সে রকম কোনো চাকরি নেই।

লিভারপুল বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন বিভাগে সদ্য যোগ দেওয়া প্রফেসর রজার বিয়ারের অধীন পিএইচডি গবেষণা শুরু করলেন খোরানা। ইংরেজরা হরগোবিন্দ উচ্চারণ করতে পারে না বলে হরগোবিন্দ হয়ে গেলেন গোবিন্দ। অ্যালকালয়েড সিন্থেসিস বা ক্ষারক সংশ্লেষণ এবং মেলানিন---সম্পর্কিত গবেষণা করে ১৯৪৮ সালে পিএইচডি অর্জন করলেন খোরানা।

বৃত্তির শর্ত ছিল পিএইচডি শেষ করে তিনি নিজের দেশে ফিরে যাবেন। কিন্তু কোথায় নিজের দেশ? ১৯৪৫ সালে তাঁর গ্রাম রায়পুর থেকে তিনি এসেছিলেন ইংল্যান্ডে। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর সেই রায়পুর পড়েছে পশ্চিম পাকিস্তানে। পাঞ্জাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় প্রাণ হারিয়েছে কয়েক হাজার মানুষ। খোরানার পরিবারের সবাই উদ্বাস্তু হয়ে দিল্লিতে উদ্বাস্তুশিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন। তাঁর অনেক আত্মীয়স্বজন প্রাণ হারিয়েছেন দাঙ্গায়। এই অবস্থায় খোরানা কোথায় ফিরবেন? ধর্মের ভিত্তিতে যখন দেশ ভাগ হয়েছে, ফিরতে হলে খোরানাকে ভারতেই ফিরতে হবে। তাঁর জন্মভূমিতে তিনি আর ফিরতে পারবেন না, অন্তত এখন নয়।

ভারতে এখনই ফিরে না গিয়ে ইউরোপের জার্মান ভাষাভাষী কোনো দেশে পরবর্তী এক বছর পোস্ট---ডক্টরেট করার ইচ্ছা প্রকাশ করে তিনি ভারত সরকারের কাছে চিঠি লিখলেন। ভারতে তখন দেশ গঠনের জন্য লোক দরকার। এই অবস্থায় পোস্ট---ডক্টরেট করার জন্য খরচ দেওয়া ভারতের পক্ষে সম্ভব নয়। খোরানার দরখাস্ত মঞ্জুর হলো না। কিন্তু তাতেও খোরানার সিদ্ধান্ত বদলাল না। তিনি সুইজারল্যান্ডের জুরিখে চলে গেলেন প্রফেসর ভ্লাদিমির প্রিলোগের অধীনে গবেষণা করার জন্য।

দেশভাগ ছাড়াও সেই সময় ভারতে ফিরে না আসার আরও একটি কারণ ছিল খোরানার। ১৯৪৭ সালে পিএইচডির ছাত্র হিসেবে খোরানা প্রাগে গিয়েছিলেন যুব ছাত্রদের ওয়ার্ল্ড কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার জন্য। সেখানে তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয় সুইস তরুণী এস্থার সিলভারের। পরিচয় থেকে ভালো লাগা, ক্রমে ভালোবাসা। এস্থারের কাছাকাছি থাকাটাও তাঁর জুরিখে থাকার অন্যতম কারণ। সময়টা খোরানার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ অথচ কষ্টকর ছিল। কোনো ধরনের স্কলারশিপ ছাড়া, ভাতা ছাড়া তিনি ভ্লাদিমির প্রিলোগের ল্যাবে কাজ শুরু করলেন। প্রিলোগ তখন প্রতিষ্ঠিত রসায়নবিদ হলেও তাঁর হাতে তেমন কোনো ফান্ড ছিল না, যেটা দিয়ে খোরানাকে আর্থিক সহায়তা দেওয়া যায়। খোরানা ১১ মাস ধরে ল্যাবেই ঘুমাতেন, খাদ্য ছিল ভাত আর রেশনের ফ্রি দুধ। এস্থার মাঝেমধ্যে কিছু খাবার দিয়ে যেতেনএটুকুই।

এস্থারের সঙ্গে দেখা হওয়ার সময়টুকু ছাড়া বাকি সবটুকু সময় খোরনার কাটত ল্যাব আর লাইব্রেরিতে। লাইব্রেরিতে জার্মান ভাষায় প্রকাশিত গবেষণাপত্র পড়তে পড়তে অনেক পুরোনো একটা পেপার থেকে প্রায় অজানা একটি সিন্থেটিক রি---এজেন্ট কার্বোডিমাইট সম্পর্কে জানতে পারেন। পরবর্তী সময়ে এই কার্বোডিমাইট ব্যবহার করে তিনি প্রাণরসায়নে বিপ্লব ঘটিয়ে দিয়েছেন।

১৯৪৯ সালের শুরুতে বৃত্তির শর্ত পূরণ করার জন্য তিনি ভারতে ফিরে এলেন। শর্ত ছিল, তিনি ইংল্যান্ড থেকে ফিরে এসে ভারতে চাকরি করবেন। কিন্তু সদ্য স্বাধীন ভারতে সে রকম কোনো চাকরি নেই। লাহোর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁর অমুসলিম শিক্ষকেরা সবাই ভারতে উদ্বাস্তু হয়ে এসে এখন বেকার। খোরানাও তখন কার্যত উদ্বাস্তু। মাসের পর মাস চলে যাচ্ছে চাকরি খুঁজতে খুঁজতে। লিভারপুলের পিএইচডি, জুরিখের পোস্টডক নিয়ে একটা প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষকতাও জোটাতে পারছেন না তিনি।

খোরানার হতাশার কথা তিনি চিঠিতে লিখছেন তাঁর ইউরোপের পরিচিত শিক্ষক ও সহবিজ্ঞানীদের কাছে। প্রেমিকা এস্থার দিন গুনছেন জুরিখে। জুরিখে খোরানার পরিচয় হয়েছিল কেমব্রিজের অধ্যাপক কেনারের সঙ্গে। প্রফেসর কেনার কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রফেসর আলেকজান্ডার টডের ল্যাবে একটি ফেলোশিপের বন্দোবস্ত করে দিলেন খোরানাকে। ১৯৪৯ সালের শেষে আবার ইংল্যান্ডে পাড়ি জমালেন খোরানা। যোগ দিলেন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রফেসর টডের ল্যাবে। এই ল্যাবে শুরু হলো খোরানা, টড ও কেনারের যৌথ গবেষণা। প্রফেসর টড ১৯৫৭ সালে রসায়নে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। খোরানা যখন কেমব্রিজে গবেষণা করছেন, তখন তাঁর ল্যাব পরিদর্শনে এসেছিলেন কানাডার ব্রিটিশ কলম্বিয়ার রিসার্চ কাউন্সিলের হেড গর্ডন শ্রাম। তিনি একজন গবেষকের সন্ধান করছিলেন, যিনি ভ্যাঙ্কুভারে গিয়ে একটি গবেষণাগারের দায়িত্ব নিতে পারবেন। প্রফেসর টড খোরানার নাম প্রস্তাব করলে গর্ডন শ্রাম খোরানাকে ভ্যাঙ্কুভারে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানালেন। ১৯৫২ সালে সেই গবেষণাগারের দায়িত্ব নিয়ে ভ্যাঙ্কুভারে চলে গেলেন খোরানা। যাওয়ার সময় এস্থারকে বিয়ে করে সঙ্গে নিয়ে গেলেন।

নতুন দেশে নতুন ল্যাবে নতুন সংসারের পাশাপাশি নতুন জীবন শুরু হলো খোরানার। পরবর্তী আট বছরে তিনটি সন্তানের মা—বাবা হন হরগোবিন্দ ও এস্থার। ২০০১ সালে এস্থারের মৃত্যু পর্যন্ত সুখী দাম্পত্য জীবন যাপন করেছিলেন তাঁরা।

দীর্ঘ গবেষণাজীবনে আড়াই শতাধিক গবেষকের সরাসরি তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন বিজ্ঞানী খোরানা।

১৯৫৪ সালে খোরানা কার্বোডিমাইট বিক্রিয়া ব্যবহার করে এডিপি ও এটিপির রাসায়নিক সংশ্লেষণ প্রকাশ করেন। খোরানার গবেষণা দ্রুত খ্যাতিলাভ করতে শুরু করে আন্তর্জাতিক মহলে। ১৯৬০ সালে তিনি আমেরিকার উইসকনসিন ইউনিভার্সিটির ইনস্টিটিউট অব এনজাইম রিসার্চে যোগ দিলেন। এখানেই তিনি ডিএনএ সিকোয়েন্সিংয়ের যথাযথ পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। তিনি নিউক্লিওটাইডের রাসায়নিক উপাদানগুলো কীভাবে কাজ করে, তার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে যুগান্তকারী গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন। ডিএনএর গাঠনিক উপাদানগুলোর মধ্যে ঠিক কোথায় প্রোটিন সংশ্লেষণ শুরু হয়, কোথায় গিয়ে শেষ হয়, তা সুনির্দিষ্টভাবে নির্ণয় করতে সক্ষম হন তিনি। তাঁর এই গবেষণার জন্য ১৯৬৮ সালে তিনি রবার্ট হলি ও মার্শাল নিরেনবার্গের সঙ্গে যৌথভাবে চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার অর্জন করেন। এর পরবর্তী ৪৩ বছর ধরে ২০১১ সালের ৯ নভেম্বর মৃত্যুর আগপর্যন্ত খোরানা গবেষণা করেছেন আরও বিভিন্ন বিষয়ে।

১৯৭২ সালে খোরানা এমআইটিতে যোগ দেন। এরপর আজীবন তিনি সেখানেই ছিলেন। তাঁর আবিষ্কৃত পথ ধরে প্রতিষ্ঠিত হয় কেমিক্যাল বায়োলজি বা রাসায়নিক জীববিজ্ঞান। ১৯৭২ সালের ডিসেম্বরে জার্নাল অব মলিকিউলার বায়োলজি ৩১৩ পৃষ্ঠার পুরো সংখ্যাটির ১৫টি গবেষণাপত্রের সব কটিই ছিল হরগোবিন্দ খোরানার। আরএনএ সংশ্লেষণের গবেষণাসংক্রান্ত এই পেপারগুলো থেকে পরবর্তী সময়ে উদ্ভাবিত হয়েছে পিলিমারেজ চেইন রিঅ্যাকশন বা পিসিআর পদ্ধতি (করোনাভাইরাস শনাক্ত করার নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি)। এর জন্য খোরানা আরেকটি নোবেল পুরস্কারের দাবিদার ছিলেন। দীর্ঘ গবেষণাজীবনে আড়াই শতাধিক গবেষকের সরাসরি তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন বিজ্ঞানী খোরানা। গবেষণার চূড়ায় ওঠার পরও তিনি ছিলেন অসম্ভব বিনয়ী। নিজেকে তিনি চিরদিনের গবেষণাছাত্র হিসেবেই পরিচয় দিতেন।

সংসার সামলে রোজগার

ধরো, তোমায় তিনটি বিকল্প দেওয়া হল। এক, বড় হয়ে তুমি সংসার বা ঘরকন্নার কাজকেই প্রাধান্য দেবে। দুই, পেশা বা কর্মজীবনই তোমার প্রধান লক্ষ্য হবে। আর তিন, তুমি সংসার সামলে, তার পর পেশাগত কাজকে প্রাধান্য দেবে। কোনটি বেছে নেবে তুমি?

প্রশ্নটা যাদের উদ্দেশে, তারা কলকাতা থেকে অনতিদূরে একটি উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী।

উত্তর জানার জন্য ছাত্রীদের হাত তুলতে বলা হল। নব্বই শতাংশ হাতই উঠল তৃতীয় বিকল্পের পক্ষে। আরও বেশ কয়েকটি স্কুলে সমীক্ষা চালিয়ে মোটের উপর বোঝা গেল বেশির ভাগ মেয়েই মনে করছে, অর্থনৈতিক ও ব্যক্তিস্বাধীনতা অর্জন করার লক্ষ্যে মেয়েদের চাকরি করা প্রয়োজন। কিন্তু সংসার সামলানো এবং শিশুর প্রতিপালনও যে-হেতু “মেয়েদেরই কাজ”, তাই সে সব সামলে উদ্বৃত্ত সময়ে যদি কিছু রোজগার করা যায়, তবেই তা করব, নয়তো নয়।

কথাটা বিশ্ব জুড়েই সত্যি। রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রতিবেদন বলছে, এখনও অবধি পৃথিবীর কোনও দেশেই বেতনহীন শ্রমে লিঙ্গসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ভারতের দিকে তাকালে দেখি, গড়পড়তা একানব্বই শতাংশ বেতনহীন কাজই করছে মেয়েরা। এই প্রবল অসাম্য প্রমাণ করে, ঘরের কাজের প্রাথমিক দায়িত্ব মেয়েদের, এই কথা ভারতের জন্যে অনেকটা বেশি সত্যি। প্রায় পাঁচ লক্ষ ভারতীয়ের উপর করা জাতীয় পরিসংখ্যান দফতরের সাম্প্রতিক সমীক্ষা বলছে, প্রতি দশ জনে মাত্র এক জন পুরুষ ঘরের কাজে হাত লাগায়। সিংহভাগ ঘরের কাজ সামলে বহির্বিশ্বের শ্রমবাজারে যোগ দেওয়া এবং তাতে টিকে থাকা যে সহজ নয়, সে সারসত্য এই প্রজন্ম দ্রুত বুঝে গেছে। শুরুতে যে সমীক্ষার প্রশ্নের কথা উল্লেখ করেছিলাম, তাতেও এই সত্য উপলব্ধিরই প্রতিফলন। ঘরের কাজের অপরিসীম গুরুত্ব নিয়ে বহু আলোচনা হলেও অর্থনৈতিক আঙ্গিকে তার দাম বা মূল্য-নির্ধারণ করার কোনও পন্থা এখনও নির্ধারিত হয়নি। ফলে বাস্তবে তা মূল্যহীন হয়েই রয়ে যায়। আর সংসারে যে জিনিস মূল্যহীন, তা দীর্ঘস্থায়ী হয় না। সহস্রাব্দ পুরনো এই মানবসভ্যতা “মূল্যহীন” গৃহকর্মকে ও তা প্রদানকারী ব্যক্তিকে উপার্জনকারীর সমান মূল্যবান ভাববে, তা হয় না।

কারণ, সমাজ-সংসার ঐকিক নিয়মে চলে না। তাই তোমার আয় না থাকলেও সংসার যে-হেতু তোমার আমার দু’জনেরই এবং তার লক্ষ্য যে-হেতু অভিন্ন, অতএব “আইস সকলে মিলিয়াই সকল ভাগ করিয়া খাই” বাস্তব জীবনে এমন মানসিকতা দুর্লভ। তাই নিরন্তর সংঘর্ষ চলতে থাকে। তারই মাঝে সংসারের চাকা গড়াতে থাকে “ইন্ট্রা-হাউসহোল্ড বার্গেনিং” মডেলে। ফলে সংসারের যে মানুষটির কাজ দৃশ্যমান ও অর্থ-উপার্জনকারক, তার গুরুত্ব, প্রাধান্য ও মতামত প্রতিষ্ঠিত হয়। আর অপর জন তার “মূল্যহীন” অদৃশ্য কাজকে দৃশ্যমান ও মূল্যবান করে তোলার লক্ষ্যে নিরন্তর আরও পরিশ্রম করতে চায়। বাচ্চার স্কুলের টিফিনে দু’টির বদলে পাঁচটি সুদৃশ্য খাবার দিয়ে সান্ত্বনা পায় এই ভেবে যে, চাকরি করলে বাচ্চার এমন যত্ন করত কে?

পশ্চিমি এবং উন্নত দেশগুলিতে সরকারি মধ্যস্থতায়, নীতিনির্ধারণের মাধ্যমে, কর্মক্ষেত্রে নানান কাঠামোগত পরিবর্তনের মাধ্যমে এই অবস্থার বেশ খানিকটা পরিবর্তন করা গেছে। সিঙ্গাপুর নাকি অফিসের কর্মীদের সর্বদা উতাহ দেয় টিফিন বাড়ি থেকে না এনে বাইরের দোকান থেকে কিনে খেতে। কারণ দু’টি। এক, মেয়েদের ঘরের কাজ কমিয়ে ফেলা, যাতে তারা আরও বেশি করে পেশাগত কাজে যুক্ত হতে পারে। দুই, স্থানীয় হোটেল, হকার ও খাবারের দোকানগুলির বিক্রি বাড়িয়ে তাদের আয় তথা দেশের জাতীয় উতাদন বৃদ্ধি করা। বিশ্ব ব্যাঙ্কের তথ্য অনুযায়ী ২০২২ সালের হিসাবে সিঙ্গাপুরের তেষট্টি শতাংশ মহিলাই কর্মরত, ভারতের তুলনায় তেতাল্লিশ শতাংশ-বিন্দু বেশি!

সত্য যে, ভারতে দারিদ্র, অশিক্ষা, সম্পদ ও আয়ে অতিবৈষম্য, বিবিধ খাদ্যরুচি, সাংস্কৃতিক ফারাক; সব মিলিয়েই উপরোক্ত মডেলটিকে কার্যকর করে তোলা মুশকিল। কিন্তু বেশ কিছু পন্থার দিশা ইতিমধ্যেই বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থা দিয়েছে। যেমন বেতনহীন ঘরোয়া শ্রমে লিঙ্গসাম্য স্থাপনের লক্ষ্যে ২০০৮ সালে রাষ্ট্রপুঞ্জ যে দাওয়াই দিয়েছিল, তার নাম “ট্রিপল আর অ্যাপ্রোচ”। প্রথমে ঘরোয়া কাজগুলিকে খুঁজে বার করো (রেকগনিশন), তার পর কী ভাবে সেগুলিকে আরও সহজে, আধুনিক যন্ত্র ব্যবহার করে বা “আউটসোর্স” করে সংক্ষিপ্ত করা যায় (রিডাকশন) তা ঠিক করো। এবং শেষ ধাপে এই সঙ্কুচিত কাজকে পছন্দ ও সুবিধা অনুযায়ী লিঙ্গনির্বিশেষে সকলের মধ্যে ভাগ করে নাও (রিডিস্ট্রিবিউশন)।

এই পথে কাজের লিঙ্গভিত্তিক মেরুকরণ দূর করা সম্ভব। পাশাপাশি, উনিশ শতক থেকে মেয়েদের কাজের বাজারে যোগদানের জনপ্রিয় শব্দবন্ধ “ঘরে-বাইরে” যা মেয়েদের একা হাতে সম্পূর্ণ ঘরের কাজ সামলে বাইরের কাজে যোগদানের অসম্ভব আইডিয়ার প্রস্তাবনা দেয়, তাও দূরে সরিয়ে, অর্থকরী ও বেতনহীন উভয় কাজেই লিঙ্গসাম্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

মাঝ আষাঢ়ে বৃষ্টির দাপট; মেঘের ঘনঘটা কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে, পারদ নামল অনেকটাই

কলকাতা, ২৮ জুন (হি.স.): মাঝ আষাঢ়ে বৃষ্টির দাপট কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সমস্ত জেলায়। একইসঙ্গে মেঘের ঘনঘটা ও পারদের পতন, স্বস্তির আমেজ সর্বত্রই। কলকাতা ও সন্নিহিত হাওড়া ও দুই ২৪ পরগনায় রাতভর বৃষ্টি হয়েছে। টানা বৃষ্টির জেরে ইতিমধ্যেই কলকাতার বহু জায়গায় জল জমেছে। সোমবার ভোররাত রাত দু''টো থেকে সকাল ৬টা পর্যন্ত, ৪ ঘণ্টায় গড়িয়ার কামডহরি এলাকায় বৃষ্টি হয়েছে ১১১ মিলিমিটার। বালিগঞ্জে ৪ ঘণ্টায় বৃষ্টি হয়েছে ৫৯ মিলিমিটার।

ভোররাত দু''টো থেকে সকাল ৬টা পর্যন্ত ধাপায় বৃষ্টি হয়েছে ৩৬ মিলিমিটার। তপসিয়ায় বৃষ্টি হয়েছে ৩৭ মিলিমিটার। উল্টোডাঙায় বৃষ্টি হয়েছে ২৫ মিলিমিটার। মোমিনপুরে ভোররাত থেকে ভোর পর্যন্ত ৪ ঘণ্টায় বৃষ্টি হয়েছে ২৪ মিলিমিটার। একই পরিমাণ বৃষ্টি হয়েছে মানিকতলাতেও। ঠনঠনিয়ায় বৃষ্টি হয়েছে ২৩ মিলিমিটার।

দত্তবাগানে বৃষ্টি হয়েছে সাড়ে ১৮ মিলিমিটার।

ভোররাত থেকে শুরু হওয়া বৃষ্টি থামেনি সোমবার সকালেও, কলকাতা ও লাগোয়া জেলাগুলিতে বৃষ্টি হয়েই চলেছে। বৃষ্টির সৌজন্যে তাপমাত্রার পারদ অনেকটাই নেমেছে। বুধবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৫.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে দুই ডিগ্রি কম। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, দুই ২৪ পরগনা-সহ দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বৃষ্টি হবে ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরেও। আবার ফের ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে উত্তরবঙ্গের উপরের দিকের পাঁচ জেলাতেও।

ভারী বৃষ্টির জেরে টমেটোর দাম ঊর্ধ্বমুখী, দিল্লিতে বিকোচ্ছে ৯০-১০০ টাকা কেজি দরে

নয়াদিল্লি, ২৮ জুন (হি.স.): ভারী বৃষ্টির জেরে অস্বাভাবিকভাবে দাম বেড়েছে টমেটোর। দিল্লিতে অনেক বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে টমেটো, দিল্লির পাশাপাশি দেশের অন্যান্য রাজ্যেও অস্বাভাবিকভাবে দাম বেড়েছে টমেটোর। দিল্লির এক পাইকারি বিক্রেতা বুধবার সকালে জানিয়েছেন, পাইকারিতে তাঁরা টমেটো পাচ্ছেন ৬০-৮০ টাকা কেজিতে। খুচরায় মানুষ তা ৯০-১০০ টাকায় পাবেন। বৃষ্টির কারণে গত ১০-১৫ দিনে দাম বেড়েছে।

দিল্লির কোথাও কোথাও আবার ১০০ টাকা কেজি ধরে বিকোচ্ছে টমেটো। অন্য এক টমেটো বিক্রেতা জানিয়েছেন, 'টমেটো প্রতি কেজি ১০০ টাকায় পৌঁছেছে। যাদের ১ কেজি দরকার তাঁরা ২৫০ গ্রাম টমেটো নিচ্ছেন। গত ৪-৫ দিন থেকে টমেটোর দাম বেড়েছে। এতে জনগণের পকেটে ব্যাপক প্রভাব পড়ছে।'

তবে শুধু দিল্লি নয়, কলকাতায়ও টমেটো বিক্রি হচ্ছে ১০০ টাকায়।

আদ্রার তৃণমূল নেতা খুনে গ্রেফতার মূল অভিযুক্ত

পুরুলিয়া, ২৮ জুন (হি. স.) : বড়সড় সাফল্য পায় পুরুলিয়া জেলা পুলিশে। আদ্রায় তৃণমূল নেতা খুনে ঘটনায় মূল ষড়যন্ত্রকারী তথা রেলের সিন্ডিকেটের মাথাকে আগ্নেয়াস্ত্র সমেত গ্রেফতার করল পুলিশ। সিন্ডিকেটের 'বখরা' না পাওয়াতেই এই খুন বলে পুলিশ জানিয়েছে।

চলতি মাসের ২২ তারিখ সন্ধে সাড়ে সাতটা নাগাদ পুরুলিয়ার রেলশহর আদ্রার পুরাতন বাজারের কাছে তৃণমূলের কার্যালয়ে গুলিতে ঝাঁজরা হয়ে যান দলের আদ্রা শহর সভাপতি ধনঞ্জয় চৌবে। গুলিবিদ্ধ হয়ে জখম হন তাঁর নিরাপত্তারক্ষীও। এই ঘটনার ১২ ঘণ্টার মধ্যেই পরিবারের তরফে অভিযোগ করা দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করেই এই খুনের মূল ষড়যন্ত্রকারী তথা কয়েক দশক ধরে চলা আদ্রা ডিভিশনের রেলের সিন্ডিকেটের মাথাকে গ্রেফতার করে বড়সড় সাফল্য পায় পুরুলিয়া জেলা পুলিশ।

জানা গিয়েছে, ধৃতের নাম আরজু মালি। তার আদি বাড়ি বিহারের জামুই-এ। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে তিনি ঝাড়খণ্ডের বোকারোতে থাকতেন। ওই শিল্প শহর থেকেই তিনি রেলের সিন্ডিকেট চালাতেন। তার কাছ থেকে একটি ৭.৬৫ এমএম পিস্তল উদ্ধার করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বিহারের জামুই থেকেই তাকে ট্র্যাক করা হয়। নিতুড়িয়ার ইনানপুরে মঙ্গলবার মধ্যরাতে তাকে গ্রেফতার করে এই ঘটনায় গঠিত হওয়া সিটের সদস্যরা। বুধবার তাকে রঘুনাথপুর মহকুমা আদালতে তোলা হবে।

পুরুলিয়ার পুলিশ সুপার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''আদ্রার খুনের ঘটনার মূল ষড়যন্ত্রকারী তথা রেলের সিন্ডিকেটের মাথাকে আগ্নেয়াস্ত্র সমেত গ্রেফতার করা হয়েছে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আরও নানা তথ্য জানার চেষ্টা হচ্ছে।''

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দক্ষিণ পূর্ব রেলের আদ্রা ডিভিশনের সিন্ডিকেট নিয়ন্ত্রণ হত আদ্রা ও বোকারো থেকে। এই ডিভিশনে জোনাল টেন্ডার হয়। আগে এই সিন্ডিকেটের মাথা ছিল মুকুল শর্মা। তারপর জিতেন্দ্র পান্ডে হয়ে বর্তমানে-এর রাশ ছিল আরজু মালির হাতে। এছাড়া আরজু মালিকের হয়ে আদ্রাতে একাধিক জন কাজ করত। সেখানেই বাধা হয়ে গিয়েছিলেন নিহত তৃণমূল নেতা ধনঞ্জয় চৌবে। তাই তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হয় বলে পুলিশের দাবি। পুরুলিয়া জেলা পুলিশ জানিয়েছে, আরজু মালির সঙ্গে আদ্রার বেনিয়াশোলের বাসিন্দা ধৃত মহম্মদ জামালের আগে থেকেই পরিচিত ছিল। এরা দু'জনে মিলেই এই হত্যাকাণ্ড ঘটায়। ধৃত আরজু মালির নামে একাধিক অভিযোগ রয়েছে। বেশ কয়েকবার জেলেও ছিল। একইভাবে জামালও কুখ্যাত দুষ্কৃতী। তার নামেও একাধিক মামলা রয়েছে।

ভোটের মুখে ফের চলল গুলি, গোসাবায় গুলিবিদ্ধ ১

গোসাবা, ২৮ জুন (হি. স.) : ভোটের মুখে ফের চলল গুলি। মঙ্গলবার রাতে দক্ষিণ ২৪ পরগনা।র গোসাবায় এক তৃণমূল কর্মীকে লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়েছে বলে অভিযোগ। ঘটনায় গুলিবিদ্ধ হয়েছেন একজন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ। মোট ছ জনকে আটক করা হয়েছে। উদ্ধার হয়েছে প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র।

এই গোসাবা বিধানসভা এলাকার মধ্যে পাঠানখালি গ্রাম পঞ্চায়েতে মাঝে মধ্যেই রাজনৈতিক অশান্তির ঘটনা ঘটে। কয়েকদিন আগেই ওই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় শাসক দলের সঙ্গে আরএসপি-র সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। আর এবার সেই গ্রামেই চলল গুলি। যিনি গুলিবিদ্ধ হয়েছেন, তাঁর নাম সাইফুল মোল্লা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই ব্যক্তির আঙুলে গুলি লেগেছে। চিকিৎসার জন্য তাঁকে ভর্তি করা হয়েছে গোসাবা ব্লক গ্রামীণ হাসপাতালে। এলাকার তৃণমূল নেতাদের দাবি, তৃণমূলের পাঠানখালি অঞ্চল সভাপতি সুবিদ আলি ঢালির ঘনিষ্ঠ তথা ৪৪ নম্বর বুথের তৃণমূল কংগ্রেস সহ সভাপতি আলাউদ্দিন মোল্লাকে লক্ষ্য করেই আসলে গুলি চালানো হয়েছিল এদিন। তবে তিনি কোনও ক্রমে প্রাণে বেঁচে যান। পুলিশের দাবি, সাইফুল মোল্লা আগ্নেয়াস্ত্র চালাতে গিয়ে নিজেই আক্রান্ত হন। এই ঘটনায় ঘটনার পরই হামলাকারী অর্থাৎ যাঁদের বিরুদ্ধে গুলি চালানোর অভিযোগ, তাঁদের ধরে ফেলে এলাকার মানুষ। ঘটনার খবর পেয়ে গোসাবা থানার পুলিশ যা ঘটনাস্থলে। সাইফুল মোল্লাকে হাসপাতালে নিয়ে যায় পুলিশ। আরএসপির দাবি, পুলিশ ও তৃণমূল ষড়যন্ত্র করে এভাবে বাম কর্মীদের আটক করার চেষ্টা করছে।

অমিত মালব্যর বিরুদ্ধে দায়ের এফআইআর; তীব্র নিন্দা তেজস্বী সূর্যর, পাল্টা আক্রমণ পবন খেরার

বেঙ্গালুরু, ২৮ জুন (হি.স.): বিজেপির আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্যর বিরুদ্ধে দায়ের হল এফআইআর। কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে একটি টুইটের পরিপ্রেক্ষিতে অমিত মালব্যর বিরুদ্ধে দায়ের হয়েছে এফআইআর। অমিত মালব্যর বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়েছিলেন কংগ্রেস নেতা রমেশ বাবু। সেই অভিযোগের প্রেক্ষিতে বেঙ্গালুরুর হাইগ্রাউন্ড থানায় অমিতের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৫৩এ, ১২০বি, ৫০৫ (২) ও ৩৪ নম্বর ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

অমিত মালব্যর বিরুদ্ধে এফআইআর-এর তীব্র নিন্দা করেছেন বেঙ্গালুরু দক্ষিণের বিজেপি সাংসদ তেজস্বী সূর্য। তিনি বুধবার টুইট করে লিখেছেন, 'অমিত মালব্যর বিরুদ্ধে দায়ের করা এফআইআর রাজনৈতিকভাবে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে তাঁর কথিত বক্তব্যের জন্য ভারতীয় দন্ডবিধির ১৫৩এ এবং ৫০৫ (২) ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। এই দু''টি ধারাই গোষ্ঠীর মধ্যে শত্রুতার সঙ্গে সম্পর্কিত।

তাহলে রাহুল গান্ধী কী? একজন ব্যক্তি অথবা একটি গোষ্ঠী নাকি শ্রেণি? আমরা আদালতে চ্যালেঞ্জ করব এবং ন্যায়বিচার নিশ্চিত করব।'

আবার কংগ্রেস নেতা পবন খেরা বলেছেন, 'তাঁর (অমিত মালব্য) বিরুদ্ধে আরও এফআইআর নথিভুক্ত করা উচিত। সত্য, তথ্য ও জনগণের ভাবমূর্তি এবং দেশের সুনাম নিয়ে খেলার জন্য যদি কেউ দায়ী থাকে, তা হল বিজেপির আইটি সেল।'

হরিদ্বারে গাড়ি ও টেম্পোর মুখোমুখি সংঘর্ষে চালকসহ ছয়জন গুরুতর আহত

হরিদ্বার, ২৮ জুন (হি. স.) : গাড়ি ও টেম্পো (ছোটা হাতি)---র মুখোমুখি সংঘর্ষে চালকসহ ছয়জন গুরুতর আহত হয়েছেন। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের সুলতানপুরের নিকটস্থ হাসপাতালে ভর্তি করে। গুরুতর অবস্থা দেখে চিকিৎসকরা আহতদের হরিদ্বারে রেফার করেছেন। ঘটনাটি ঘটেছে লাকসার কোতোয়ালি এলাকার সুলতানপুর এলাকার লাকসার হরিদ্বার রোডের জাসউদপুর কালভার্টের কাছে।

সুলতানপুরের বাসিন্দা জাফর বুধবার তার ছেলে সহ পাঁচজন শ্রমিক নিয়ে হরিদ্বারের দিকে কাজ করতে যাচ্ছিল। তিনি জাসউদপুর কালভার্টের কাছে পৌঁছানোর সাথে সাথে হরিদ্বার থেকে একটি টেম্পো তাকে সামনে থেকে ধাক্কা দেয়। সংঘর্ষে সুইফট কারটি উল্টে যায়। এই দুর্ঘটনায় গাড়িতে বসা চালকসহ পাঁচজন গুরুতর আহত হয়েছেন। খবর পেয়ে সুলতানপুর চৌকিতে নিয়োজিত কনস্টেবল দেবেন্দ্র সিং এবং কনস্টেবল রাজবীর সিং ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহত চালক শাহনওয়াজ (ছোট হাতি) ধানপুরার বাসিন্দা মেহবুব (ছোট হাতি), গাড়ির চালক প্রবেশ (জাফর), তাসিন, হাশিমকে উদ্ধার করে হাসপাতলে নিয়ে যায়। সেখানে চিকিৎসকরা সকলের অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে রেফার করেন। এ ব্যাপারে সুলতানপুর ফাঁড়ির ইনচার্জ মনোজ নওটিয়াল জানান, উভয় পক্ষের কোনও অভিযোগ আসেনি।

নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে সায়নীকে ডেকে পাঠাল ইডি, শুক্রবার হাজিরার নির্দেশ

কলকাতা, ২৮ জুন (হি.স.): প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় এবার যুব তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সভানেত্রী তথা অভিনেত্রী সায়নী ঘোষকে তলব করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। শুক্রবার (৩০ জুন) তাঁকে সিজিও কমপ্লেক্সে ইডি-র দফতরে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইডি সূত্রের খবর, মঙ্গলবারই সায়নীকে সমন পাঠানো হয়েছে।

রাজ্যে শিক্ষা নিয়োগ দুর্নীতিতে ধৃত তৃণমূলের বহিষ্কৃত যুবনেতা কুন্তল ঘোষের সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়ের তদন্তে উঠে আসে সায়নীর নাম। সম্পত্তি কেনাবেচাতেও নাম জড়িয়েছে সায়নীর বলে ইডির দাবি। সেই প্রসঙ্গেই তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভানেত্রীকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চায় ইডি। এই সমনের পরিপ্রেক্ষিতে বুধবার পর্যন্ত সায়নীর কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

মধ্যপ্রদেশের দাতিয়ায় ব্রিজের রেলিং ভেঙে নদীতে পড়ল মিনি ট্রাক

দাতিয়া, ২৮ জুন (হি.স.): মধ্যপ্রদেশের দাতিয়া জেলায় ব্রিজের রেলিং ভেঙে নদীতে পড়ে গেল যাত্রীবাহী একটি মিনি ট্রাক। ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৫ জনের, এছাড়াও কমপক্ষে ৩৬ জন আহত হয়েছেন। মৃতদের মধ্যে তিনটি শিশুও রয়েছে। যদিও, পুলিশ জানিয়েছে, আহতের সংখ্যা ২৪। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, মিনি ট্রাকের সমস্ত যাত্রী একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে যাচ্ছিলেন। সেই সময় দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। পুলিশ বুধবার সকালে জানিয়েছে, বুহারা গ্রামের কাছে নদীর ওপর নির্মাণ কাজ চলছিল। টিকামগড়ের জাতারা ফিরছিল ট্রাকটি, নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ব্রিজের রেলিং ভেঙে নীচে নদীতে পড়ে যায় ট্রাকটি। কমপক্ষে ৫০ জন বারাতি ছিলেন ওই ট্রাকে, তাঁদের মধ্যে ৫ জনের ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়, আহত হয়েছেন ৩৬ জন। দুর্ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে পৌঁছন দাতিয়ায় পুলিশ সুপার প্রদীপ শর্মা ও অন্যান্য পুলিশ কর্তারা।

শিমলায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গভীর খাদে পড়ল গাড়ি, মর্মান্তিক মৃত্যু ৪ জনের

শিমলা, ২৮ জুন (হি.স.): হিমাচল প্রদেশের শিমলা জেলায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গভীর খাদে পড়ে গেল যাত্রীবোঝাই একটি গাড়ি। ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৪ জনের, এছাড়াও একজন মহিলা গুরুতর আহত হয়েছেন। বুধবার সকালে শিমলা জেলার ভদ্রাশ-রোহরু সংযোগ সড়কের ওপর থেকে যাওয়ার সময় গাড়িটি খাদে পড়ে যায়। গাড়ির আরোহীরা একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার পর দেবথীতে ফিরছিলেন।

সাব-ইন্সপেক্টর জয়দেব বলেছেন, দমকলের সাহায্যে গাড়ির ভিতর থেকে দেহ গুলি উদ্ধার করা হয়। মৃতদের নাম-অবিনাশ মান্তা (২৪), সন্দীপ (৪০), সুমন (২২) এবং হিমানি (২২), সবাই রামপুর তহসিলের বাসিন্দা। আহত মহিলার নাম শিবানী (২২)। তাঁকে গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

বিক্ষোভ গণতন্ত্রের সারমর্ম, প্রতিবাদ স্বাগত : রাজ্যপাল বোস

শিলিগুড়ি, ২৮ জুন (হি.স.): বিক্ষোভ গণতন্ত্রের সারমর্ম। বললেন রাজ্যপাল ডঃ সি ভি আনন্দ বোস। তিনি বলেছেনম, প্রতিবাদকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে আবারও বিক্ষোভের মুখে পড়েছেন রাজ্যপাল ডঃ সি ভি আনন্দ বোস। বুধবার সকাল ১০টা নাগাদ উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ফটকের সামনে গিয়ে পৌঁছয় রাজ্যপালের কনভয়।

আগে থেকেই সেখানে জড়ো হয়েছিলেন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সমর্থকেরা। রাজ্যপালের কনভয় পৌঁছতেই বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন ওই পড়ুয়ারা। রাজ্যপালের উদ্দেশে চলে 'গো ব্যাক' স্লোগানও। পরে রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের সঙ্গে বৈঠকে রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস বলেছেন, বিক্ষোভ গণতন্ত্রের সারমর্ম, প্রতিবাদ স্বাগত। উপাচার্যদের সঙ্গে বৈঠকে রাজ্যপাল বোস আরও বলেছেন, 'আমাদের এক দফা এজেন্ডা ছিল যে বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়গুলি দেশের মধ্যে সেরা হওয়া উচিত।'

ভারী বর্ষণে ফের বিপর্যস্ত মুম্বই, আগামী ৪-৫ দিন চলবে বৃষ্টির দুর্যোগ

মুম্বই, ২৮ জুন (হি.স.): ভারী বৃষ্টিতে আবারও বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল বাণিজ্যনগরী মুম্বই। বুধবার সকাল থেকে অবিশ্রান্ত বৃষ্টিতে ভিজেছে মুম্বই। ভারী বর্ষণে জনজীবন বিপর্যস্ত মহারাষ্ট্রের অন্যান্য জেলাতেও। মহারাষ্ট্রের আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী ৪-৫ দিন এমনই ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি চলবে মুম্বইয়ে। স্বাভাবিকভাবেই এই সময়ে বিপর্যস্ত হতে পারে স্বাভাবিক জনজীবন।

বুধবার বৃহন্মুম্বই পৌর নিগম জানিয়েছে, আগামী ৪-৫ দিনের মধ্যে মুম্বইয়ে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। এতদ্বারা নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে, সমস্ত সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের অবশ্যই নিজস্ব এক্তিয়ারের নিচু এলাকা পরিদর্শন করতে হবে যেখানে বন্যার সম্ভাবনা রয়েছে এবং দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

আবারও গুলি চলল দিনহাটায়, এ বার জখম তৃণমূল প্রার্থীর ভাই, অভিযোগ খারিজ করল বিজেপি

কোচবিহার, ২৮ জুন (হি.স.): আবারও উত্তপ্ত হয়ে উঠল কোচবিহার জেলার দিনহাটা। এ বার দিনহাটার গীতালদহ-১ পঞ্চায়েতের বিদায়ী প্রধান বিজলী খাতুনের ভাই শাহানুর হককে গুলি করার অভিযোগ উঠল দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। গুরুতর জখম শাহানুরকে প্রথমে দিনহাটা প্রথমে মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে চিকিৎসকেরা তাঁকে কোচবিহারে স্থানান্তরিত করার পরামর্শ দেন। আপাতত কোচবিহারের একটি বেসরকারি হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা চলছে। মঙ্গলবার রাতের ঘটনা।

শাসক দল সূত্রের খবর, মঙ্গলবার রাত ১১টা নাগাদ গীতালদহে তৃণমূলের প্রার্থী বিজলী খাতুনের নির্বাচনী প্রচার সেরে বাড়ি ফেরার পথে বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীদের হাতে আক্রান্ত হন তাঁর ভাই শাহানুর। দুষ্কৃতীরা তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে। গুলিবিদ্ধ হন শাহানুর। গুলি তাঁর পেটে লাগে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রসঙ্গত, এর আগে মঙ্গলবার (২৭ জুন) ভোর পাঁচটা নাগাদ এই গীতালদহেরই জারিধরলা এলাকায় তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষে এক তৃণমূল কর্মীর মৃত্যু হয়। গুলিবিদ্ধ হন চার জন তৃণমূল কর্মী।

দিল্লির নারেলায় দম্পতির মৃতদেহ উদ্ধার, স্ত্রীকে খুনের পর স্বামী আত্মঘাতী বলে সন্দেহ পুলিশের

নয়াদিল্লি, ২৮ জুন (হি.স.): দিল্লির নারেলায় স্বামী ও স্ত্রীর মৃতদেহ উদ্ধার করল পুলিশ। বাড়ি থেকেই স্বামী ও স্ত্রীর মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। পুলিশ প্রাথমিকভাবে অনুমান করছে, স্ত্রীকে কুপিয়ে খুন করার পর স্বামী আত্মঘাতী হয়েছে। দিল্লির নারেলা থানার অন্তর্গত স্বতন্ত্র নগর এলাকার ঘটনা। স্ত্রীর রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার করার পাশাপাশি স্বামীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

বড় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেল হাওড়া-কাটোয়া লোকাল, রাতের ট্রেনে আতঙ্কে যাত্রীরা

দাঁইহাট, ২৮ জুন (হি.স.): বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেল হাওড়া-কাটোয়া লোকাল ট্রেন। হাওড়া থেকে কাটোয়া আসার পথে দাঁইহাট স্টেশনের ঢোকার মুখে লাইনের পাশে রাখা স্লিপারে ট্রেনটি ধাক্কা খায়। মঙ্গলবার রাত ৯টা নাগাদ এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। চালক তৎপরতার সঙ্গে ট্রেন থামিয়ে দেওয়ায় বড়সড় ক্ষতি এড়ানো গিয়েছে। তবে, রাতের ট্রেনে যাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, কামরুপ এক্সপ্রেসকে পাশ করানোর জন্য চার নম্বর প্ল্যাটফর্ম দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল লোকাল ট্রেনটিকে। সিমেন্টের রেলের স্লিপার গুলির কিছুটা অংশ লাইনের দিকে বেরিয়েছিল। প্লাটফর্মে ঢুকতে গেলেই স্লিপারগুলিতে ট্রেনটি ধাক্কা খায়। ট্রেনের গতি এমনিতে কম ছিল।চালক তৎক্ষনাৎ ট্রেনটি থামিয়ে দেন। ধাক্কা খেয়ে ঘষে গিয়েছে রেলের ইঞ্জিন এবং প্রথম দিকের কামরার একাংশ। তবে হতাহতের কোনও খবর নেই। দীর্ঘক্ষণ ট্রেনটি দাঁড়িয়ে থাকে। সমস্যায় পড়েন যাত্রীরা।

অবিশ্রান্ত বৃষ্টিতে জলমগ্ন কলকাতার নানা প্রান্ত, জনজীবন বিপর্যস্ত মহানগরীতে

কলকাতা, ২৮ জুন (হি.স.): উত্তর পশ্চিম বঙ্গোপসাগর এবং সংলগ্ন ওড়িশা উপকূলে নিম্নচাপের প্রভাবে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় মঙ্গলবার রাত থেকে দফায় দফায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হচ্ছে। বেশ কয়েক পশলা ভারী বৃষ্টিতে নীচু এলাকাগুলিতে জলও জমে গিয়েছে। সারারাত বৃষ্টি হওয়ার ফলে কলকাতা শহরের বিভিন্ন এলাকায় অল্পবিস্তর জল জমেছে। উপকূলবর্তী এলাকায় ঘন্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে থাকায় সমুদ্র রয়েছে উত্তাল। মৎস্যজীবীদের এই মুহূর্তে সমুদ্রে পাড়ি না দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

মঙ্গলবার রাত থেকেই বৃষ্টিতে ভিজতে শুরু করেছে কলকাতা-সহ রাজ্যের কয়েকটি জেলা। মঙ্গলবার রাত থেকে একটানা বৃষ্টির ফলে বিপদে পড়েছেন নিত্যযাত্রীরা। কলকাতার নিচু এলাকায় ইতিমধ্যেই রাস্তায় জল জমেছে। জল জমার কারণে ট্র্যাফিকের সমস্যায় পড়েছেন যাত্রীরা। গড়িয়া থেকে যাদবপুর, মানিকলতা থেকে বালিগঞ্জ-কলকাতার নানা প্রান্তে অবিশ্রান্ত বৃষ্টির ফলে রাস্তায় জল জমে গিয়েছে। রাতভর বৃষ্টিতে জল থইথই কলকাতার বহু রাস্তা। আরও বৃষ্টি হলে অপেক্ষাকৃত নিচু এলাকাগুলি আরও জলমগ্ন হওয়ার আশঙ্কা করছে সাধারণ মানুষ।

অমরনাথ যাত্রা শুরু হওয়ার প্রাক্কালে জম্মু-কাশ্মীরে আঁটোসাঁটো নিরাপত্তা

শ্রীনগর, ২৮ জুন (হি.স.): আর মাত্র কিছু দিনের অপেক্ষা, তারপরই শুরু হয়ে যাবে এ বছরের বার্ষিক অমরনাথ যাত্রা। অমরনাথ যাত্রা শুরু হওয়ার প্রাক্কালে জম্মু ও কাশ্মীরজুড়ে আঁটোসাঁটো করা হয়েছে নিরাপত্তা বলয়। জম্মু ও শ্রীনগর-সহ কাশ্মীরের সর্বত্র তৎপর রয়েছে সুরক্ষা বাহিনী ও পুলিশ। জম্মু ও কাশ্মীর প্রশাসন, পুলিশ এবং সুরক্ষা বাহিনী যৌথভাবে অমরনাথ যাত্রার আগে বুধবার মক ড্রিল পরিচালনা করেছে। আধিকারিকদের দ্বারা সমস্ত ব্যবস্থা পরীক্ষা করা হচ্ছে।

এদিকে, অমরনাথ যাত্রা শুরু হওয়ার প্রাক্কালে বুধবার পুণ্যার্থীদের সুবিধার্থে ১০০টি শয্যার ডিআরডিও হাসপাতালের উদ্বোধন করেছেন জম্মু ও কাশ্মীরের উপ-রাজ্যপাল মনোজ

অসমের মরিগাঁওয়ে উদ্ধার গুলি সহ আগ্নেয়াস্ত্র, গ্রেফতার এক

মরিগাঁও (অসম), ২৮ জুন (হি.স.) : অসমের মরিগাঁওয়ে গুলি সহ আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করেছে পুলিশ। অবৈধভাবে আগ্নেয়াস্ত্র মজুত রাখার দায়ে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

আজ বুধবার মরিগাঁও সদর থানার ওসি জ্যোতিপ্রসাদ সন্দিকৈ জানান, সুনির্দিষ্ট গোপন সূত্রে প্রাপ্ত খবরের ভিত্তিতে দলবল নিয়ে গতকাল গভীর রাতে হগালতলি গ্রামে জনৈক সবুর উদ্দিনের বাড়িতে অভিযান চালিয়েছিলেন। অভিযানে সবুরের বাড়ি থেকে একটি রাইফেল এবং নয় রাউন্ড সক্রিয় গুলি তাঁরা বাজেয়াপ্ত করেছেন। সঙ্গে অবৈধভাবে আগ্নেয়াস্ত্র রাখার দায়ে সবুর উদ্দিনকে ধরে থানায় নিয়ে আসেন।

ওসি জ্যোতিপ্রসাদ সন্দিকৈ আরও জানান, সবুর উদ্দিন নাকি নিজেকে প্রাইমারি হেল সেন্টারের (পিএইচসি) ঠিকাদার বলে পরিচয় দেন। ধৃত সবুরকে থানায় এনে দফায় দফায় জেরা হচ্ছে। রাইফেল এবং গুলি সে কোথা থেকে, কবে সংগ্রহ করেছে, ইত্যাদি নানা বিষয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে। ওসি জানান, তাঁদের সন্দেহ, ডাকাতি বা চোরাশিকারের জন্য রাইফেল ও গুলি সে তার বাড়িতে মজুত করেছিল। সবুরের বিরুদ্ধে আগ্নেয়াস্ত্র আইনের নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে, জানান ওসি জ্যোতিপ্রসাদ সন্দিকৈ।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

তারুণ্য ধরে রাখতে সাহায্য করে, স্বাস্থ্যও থাকে ভাল

কালের নিয়মে বয়স বাড়ে। কিন্তু বয়সের ছাপ যেন অন্যের চোখে ধরা না পড়ে, সেই সুপ্ত বাসনা সকলের মনেই থাকে। আবার অনেকেরই বাসনা থাকে সুস্থ, নীরোগ জীবনের। ওষুধ নির্ভর জীবন পছন্দ করেন না অনেকেই। কিন্তু কোন জাদুবলে এমন জীবন লাভ করা সম্ভব? পুষ্টিবিদ এবং প্রভাবী করিশ্মা শাহ তাঁর ইনস্টাগ্রামে সম্প্রতি সে বিষয়ের উপর একটি ভিডিয়ো পোস্ট করেছেন।

তাঁর মতে, বয়স ধরে রাখার সঙ্গে শারীরিক এবং মানসিক সুস্থতার যোগ রয়েছে। ফাইবারযুক্ত খাবার খাওয়া, নিয়মিত শরীরচর্চা করা, পর্যাপ্ত ঘুম এবং মানসিক চাপমুক্ত থাকার অভ্যাস করতে পারলে তার প্রভাব পড়ে শরীর এবং মনের উপর। ফলে ত্বকের বয়স ধরে রাখা বেশ খানিকটা সহজ হয়।

বয়স ধরে রাখতে এবং জীবনধারার সঙ্গে যুক্ত রোগগুলি বশে রাখতে গেলে কী কী করতে হবে?

১) নিয়মিত শরীরচর্চা

হার্টের স্বাস্থ্য ভাল রাখতে এবং সামগ্রিক সুস্থতা বজায় রাখতে গেলে শারীরিক ভাবে সক্রিয় থাকা অত্যন্ত জরুরি। নিয়মিত জিমে গিয়ে ঘাম ঝরানো সম্ভব না হলে বাড়িতেই সাধারণ কিছু যোগাসন, ধ্যান, হাঁটার মতো ব্যায়াম করা যেতেই পারে।

২) পুষ্টিকর খাওয়াদাওয়া

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভিজ্জ প্রোটিন খাওয়া, বেশি করে ফল এবং শাক-সব্জি খাওয়ার দিকে জোর দিতে হবে। সঙ্গে বাইরের ভাজাভুজি, অতিরিক্ত শর্করা এবং প্রক্রিয়াজাত খাবার খাওয়ার পরিমাণ কমিয়ে আনতে হবে।

৩) পর্যাপ্ত ঘুম

রাতে অন্তত পক্ষে ৭ থেকে ৮ ঘণ্টা ঘুমোনো জরুরি। সারা দিন কাজের পর ঘুম আসতে না আসতেই পারে। তবে কাজ থেকে ফেরার পর, বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ কমিয়ে আনার অভ্যাস করতে হবে। ঘুমের আবহ তৈরি করতে টিমে লয়ের, হালকা কোনও গান চালিয়ে রাখতে পারেন।

৪) মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণ

মুখই হল মনের আয়না। মানসিক চাপ, উদ্বেগ নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে, তা মুখে ফুটে উঠবেই। কারও কারও মুখে বয়সের ছাপ পড়ে যেতে পারে মানসিক চাপের কারণেই।

৫) সামাজিক যোগাযোগ

সারা সপ্তাহ নানা কাজে ব্যস্ত থাকলেও ছুটির দিনে বা অন্যান্য অনুষ্ঠানে আত্মীয়দের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে চেষ্টা করুন। পুরনো বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখা করলেও অনেক সময়ে মন ভাল হয়ে যায়। শরীর এবং মন ভাল রাখতে সামাজিক সম্পর্ক মজবুত হওয়াও জরুরি।

মেদ ঝরাতে রোজ পিনাট বাটার খাচ্ছেন?

মাখন খেয়েও ওজন কমানো যায়। ওজন ঝরানোর ডায়েটে পুষ্টিবিদেরা পিনাট বাটার রাখার কথা বলেন। পিনাট বাটারে রয়েছে ট্রিপটোফান নামের উপাদান, যা ক্যালোরি ঝরাতে সাহায্য করে। পিনাট বাটারে ভরপুর মাত্রায় প্রোটিন ও ফাইবার থাকে, যার ফলে পেট অনেক ক্ষণ ভরা থাকে, অন্য খাবার খাওয়ার ইচ্ছে কমে যায়।

কী ভাবে খেলে উপকার পাবেন সবচেয়ে বেশি?

১) কলার সঙ্গে পিনাট বাটার খেলে আরও ভাল ফল পাওয়া যাবে। কলায় রয়েছে ম্যাগনেশিয়াম এবং পটাশিয়াম। তা ট্রিপটোফানের সঙ্গে মিশে আরও তাড়াতাড়ি ওজন কমায়। পিনাট বাটার ফাইবার ও প্রোটিনে ভরপুর। ফাইবারে সমৃদ্ধ খাবার পরিপাক ক্রিয়ার জন্য ভাল। সকালে জলখাবারে এই খাবার খাওয়া যেতে পারে।

২) প্রাতরাশে ওটের সঙ্গেও পিনাট বাটার খেতে পারেন। যাঁরা ওজন ঝরাতে চাইছেন, তাঁদের জন্য ওট-দুধ আর পিনাট বাটার খুব ভাল জলখাবার। চাইলে ওট, কলা আর পিনাট বাটার দিয়ে স্মুদি বানিয়েও খেতে পারেন।

৩) অফিসে বসে কাজের মাঝে হালকা খিদে পেলে ভাজাভুজি, রোল, চাউমিন না খেয়ে ভরসা রাখতে পারেন পিনাট বাটারেই। আপেলের সঙ্গে খান পিনাট বাটার। বিকেলের হালকা খিদের জন্য বেশ স্বাস্থ্যকর এই খাবার, সুস্বাদুও বটে।

৪) হোল গ্রেন পাঁউরুটি টোস্টের সঙ্গে পিনাট বাটার খেতে পারেন। পিনাট বাটার খাওয়ার সময়ে কোন ভুলগুলি করলে চলবে না?

১) ওজন ঝরানোর পরিকল্পনা থাকলে যে পিনাট বাটারে নুন থাকে, তা এড়িয়ে চলাই ভাল। বেশি মাত্রায় নুন শরীরে গেলে শরীরে বেশি মাত্রায় জল জমতে থাকে। ফলে ওজন বেড়ে যায়।

২) পিনাট বাটার খেতে দারুণ সুস্বাদু। তাই অনেকেই প্রাতরাশ থেকে শুরু করে বিকেলের নাস্তা, নানা সময়ে এই মাখন খেয়ে থাকেন। ভাবেন শরীরের মেদ দ্রুত ঝরবে। এই ধারণা কিন্তু একেবারেই ভুল। কোনও কিছুই অতিরিক্ত খাওয়া শরীরের জন্য ভাল নয়। দিনে এক-দু'চামচের বেশি এই মাখন না খাওয়াই ভাল।

৩) স্বাস্থ্যকর বলে আইসক্রিম বা চকোলেট জাতীয় খাবারের সঙ্গে পিনাট বাটার খাবেন না। খেতে সুস্বাদু হলেও আখেরে শরীরের ক্ষতি করবে।

কাজ থেকে বাড়ি ফিরে কী ভাবে ত্বকের যত্ন নেবেন?

ত্বকের যত্ন নিতে গেলে খুব বেশি কিছু করতে হয় না। নিয়মিত ক্লিনজিং, টোনিং এবং ময়েশ্চারাইজিং (সিটিএম) করলেই অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। তবে যাঁদের প্রয়োজনে প্রায় রোজই চড়া মেকআপ করতে হয়, তাঁদের ক্ষেত্রে শুধু "সিটিএম" করলে চলবে না। যে ভাবে যত্ন নিয়ে প্রসাধনীর সাহায্যে একটির পর একটি স্তরে মুখ আঁকা হয়, ঠিক ততটাই যত্ন নিয়ে ধাপে ধাপে মেকআপ তোলাও জরুরি।

অভিনেত্রী এবং সমাজমাধ্যম প্রভাবী ছবি মিত্তল সম্প্রতি তাঁর ইনস্টাগ্রামে সে কথাই অনুরাগীদের উদ্দেশে ভাগ করে নিয়েছেন। ৪২ বছর বয়সি ছবি মনে করেন, সুস্থ ত্বকের জন্য রাতে শোয়ার আগে নির্দিষ্ট রুটিন মেনে নিয়মিত মুখ পরিষ্কার করা জরুরি। কিন্তু কী ভাবে মুখ পরিষ্কার করা উচিত তা বুঝতে পারেন না অনেকে। তাঁদের জন্যে নিজের ত্বকচর্চার "বেডটাইম রুটিন" ভাগ করে নিয়েছেন ছবি। দেখিয়েছেন ধাপে ধাপে কী ভাবে মুখের মেকআপ তুলে ফেলতে হয়। ১) প্রথমে ওয়েট ওয়াইপ্স দিয়ে চোখের মেকআপ তুলতে হবে। মাস্কারা, লাইনার, কাজল যা কিছু কালো রঙের, তা আগে তুলে ফেলাই ভাল।

২) এ বার ঠোঁটের গাঢ় লিপস্টিক তুলে নিন আরেকটি ওয়াইপ্স দিয়ে।

৩) মুখ পরিষ্কার করার জন্য ছবি ব্যবহার করেন ক্লিনজিং অয়েল।

৪) ভাল করে মুখের মেকআপ তুলে নিয়ে মাইল্ড কোনও ফেসওয়াশ দিয়ে মুখ পরিষ্কার করে নেন তিনি।

৫) একেবারে শেষে ক্রিমের বদলে মুখে তেল মাখেন ছবি। ত্বকের ধরন বুঝে মুখে অলিভ অয়েল বা নারকেল তেল যে কোনও একটি ব্যবহার করা যায়।

গরমের সময়ে চটজলদি রান্না

রান্নাঘরে বেশি সময় কাটাতে কেউই পছন্দ করেন না। গরমের সময়ে চটজলদি রান্না করে বেরোলেই যেন শান্তি! যাঁরা অফিসে যান, তাঁদের ক্ষেত্রে রান্নার জন্য খুব বেশি সময়ে বরাদ্দ করলেই মুশকিল। রান্নায় ঠেলায় অফিসে দেরি হয়ে গেলে কপালে জোটে বসের চোখরাঙানি। তবে এমন কিছু ফিকির আছে, যেগুলি মেনে চললেই আপনাকে রান্নাঘরে খুব বেশি সময় কাটাতে হবে না।

জেনে নিন চটজলদি রান্না সারার কয়েকটি ফন্দিফিকির। ১) রান্নার সময় মশলা বাটতে অনেকটা সময় চলে যায়। সময় বাঁচানোর জন্য আদা, রসুন, লঙ্কা এগুলি আগে থেকেই বেটে ফ্রিজে রেখে দিতে পারেন। মশলাগুলি বাটার সময়ে সামান্য নুন আর সাদা তেল মিশিয়ে নিলেই সাত দিন মতো ব্যবহার করতে পারবেন বাটামাশলা। ২) পরের দিন কী বানাবেন, সেই ভাবনাটি আগের দিনই ভেবে রাখতে পারেন। রাতে সব্জিগুলি কাটাকুটি করে রাখলে সকালে রান্না সারতে খুব বেশি সময় লাগবে না। "ওয়ান পট মিল" বানিয়ে নিলে রান্না চটজলদি হয়ে যায়। ছবি: সংগৃহীত। ৩) যে দিন খুব বেশি তাড়া থাকবে, সে দিন ভাত, ডাল, মাছ, মাংসের মতো অনেকগুলি পদ না বানিয়ে সব মিশিয়ে একটাই পদ বানিয়ে ফেলতে পারেন। এ ক্ষেত্রে মাংসের ভুনা খিচুড়ি, কুকারের বিরিয়ানির মতো "ওয়ান পট মিল" বানিয়ে মুশকিল আসান করতে পারেন। ৪) আগের দিন যে খাবার বেঁচে গিয়েছে, সেগুলি ফেলে না দিয়ে ওটা দিয়েই অন্য পদ বানিয়ে ফেলতে পারেন। ধরুন অনেকটা মুরগির মাংসের ঝোল বেঁচে গিয়েছে। সেই মাংসগুলি আলাদা করে ছাড়িয়ে নিয়ে অন্য মশলাপাতি দিয়ে সহজেই বানিয়ে ফেলতে পারেন চিকেন ভর্তা। বাসি ভাত থাকলে ডিম, আলু, পেঁয়াজ, লঙ্কা দিয়ে বানিয়ে ফেলুন ভাত-ভাজা।

সব্জি খাওয়ার পর খোসা ফেলে না দিয়ে বানিয়ে ফেলুন খোসা বাটা

সকালে ঝিঙে পোস্ত আর রাতে পটলের তরকারি। গোটা গরমকালটা এই দুই সব্জি খেতে খেতে মুখে যেন চড়া পড়ে গিয়েছে। অথচ এই গরমে খুব রগরগে খাবার খেতে যে খুব ইচ্ছে করছে, তা-ও নয়। এই দু'টি সব্জি দিয়ে যে নতুন কিছু রান্না করবেন, তা-ও তো বেশ পরিশ্রমের কাজ। চটজলদি বানিয়ে ফেলা যাবে আবার স্বাদেও বদল আনবে, এমন রান্না খুঁজতে গিয়ে হঠাত চোখে পড়ল খোসা বাটার রেসিপি।

তবে শুধু পটল বা ঝিঙে নয়, লাউ, কুমড়ো, আলুর খোসা বেটেও এই পদ তৈরি করা যায়। গরম ভাতে এই খোসা বাটা পেলে অন্য কিছুর প্রয়োজন পড়ে না। কী ভাবে এই খোসা বাটা তৈরি করতে হয় জানেন? রইল তার রেসিপি।

উপকরণ পটল বা ঝিঙের খোসা: পরিমাণ মতো, কালোজিরে: ১ চা চামচ, কাঁচা লঙ্কা: ২টি, শুকনো লঙ্কা: ১টি, রসুন: ৩-৪টি, চিনি: এক চিমটে, নুন: স্বাদ অনুযায়ী, সর্ষের তেল: ৩ টেবিল চামচ

প্রণালী ১) ঝিঙে বা পটলের খোসা একটু মোটা করে ছাড়িয়ে নিন। ২) এর পর গরম জলে সামান্য নুন দিয়ে তা ভাপিয়ে নিন। ৩) এ বার খোসাগুলি জল থেকে তুলে নিয়ে মিক্সিতে মিহি করে বেটে নিন। সঙ্গে রসুন, কাঁচা লঙ্কাও বেটে নিতে পারেন। খুব ভাল হয়, যদি এই সমস্ত উপকরণ শিলে বেটে নিতে পারেন। ৪) এ বার কড়াইতে সর্ষের তেল গরম করুন। এর মধ্যে কালোজিরে এবং শুকনো লঙ্কার ফোড়ন দিন। ৫) একটু গরম হয়ে এলে বেটে রাখা খোসা দিয়ে দিন। ৬) সামান্য নুন এবং চিনি দিয়ে ভাল করে নাড়াচাড়া করতে থাকুন। ৭) নাড়তে নাড়তে খোসা বাটা থেকে তেল ছেড়ে এলে এবং তা ঝুরঝুরে হয়ে এলে নামিয়ে নিন। ৮) উপর থেকে আরও একটু সর্ষের তেল ছড়িয়ে গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন খোসা বাটা।

কড়াই থেকে মাংসের গন্ধ কিছুতেই যাচ্ছে না?

ছুটির দিনে অনেক বাড়িতেই ভালমন্দ রান্না হয়। সারা সপ্তাহ মাছ আর ডিম দিয়ে চালিয়ে দিলেও সপ্তাহান্তে মাংসের নানা পদ রান্না করেন অনেকেই। মাংস চেটেপুটে খাওয়ার পরেও থালা থেকে মাংসের গন্ধ যায় না। বাসন মাজার তরল সাবান দিয়ে মাজলেও মাংসের গন্ধ যেতে চায় না। তবে ঘরোয়া কয়েকটি উপায়ে এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

ভিনিগার, বাসনপত্র থেকে মাংসের গন্ধ দূর করতে ভিনিগার হতে পারে অন্যতম সমাধান। কমবেশি সকলের হেঁশেলেই ভিনিগার থাকে। এক চামচ ভিনিগার জলে মিশিয়ে বাসনে দিয়ে রাখুন। কিছু ক্ষণ পর মেজে নিলেই গন্ধ চলে যাবে। লেবু জল,ভিনিগারের চেয়েও কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারে লেবুর রস। গরম জলের সঙ্গে দু''চামচ লেবুর রস আর বেকিং সোডা মিশিয়ে সেই মিশ্রণটি থালা এবং কড়াইয়ে ঢেলে দিন। লেবুর রস আর বেকিং সোডা মাংসের আঁশটে গন্ধ শুষে নেবে। বেসন, পকোড়া কিংবা অন্য খাবার বানানো ছাড়াও বেসন গন্ধ তাড়াতেও কাজে লাগে। বেসনে এক ধরনের উপাদান রয়েছে, যা কড়া গন্ধও নিমেষে দূর করে। পাত্র থেকে মাংসের উগ্র গন্ধ তাড়াতেও বেসন উপকারী। আধ কাপ জলে সামান্য বেসন গুলে গন্ধযুক্ত পাত্রগুলির উপর ছড়িয়ে দিন। মাংসের আঁশটে গন্ধ দূর হবে।

চুলের সমস্যা দূর করতে হেঁশেলের কয়েকটি উপাদানই যথেষ্ট

মাথার চুল আর কিছুতেই মাথায় থাকছে না। ঘরের আনাচ-কানাচে, শৌচাগারের মেঝেতে, এমনকি রান্না করা খাবারের মধ্যেও চুল ঘুরে বেড়াচ্ছে। ইতিমধ্যেই নানা রকম তেল, শ্যাম্পু, কন্ডিশনার ব্যবহার করে দেখেছেন। সে সব মেখে কোনও কাজই হয়নি। চুলের মসৃণতা বজায় রাখতে, জেল্লা ধরে রাখতে অনেকেই স্পা করান। তবে বিশেষজ্ঞেরা বলছেন, হেঁশেলের কয়েকটি উপকরণ দিয়ে সহজেই চুলের যাবতীয় সমস্যার সমাধান করা যায়। ১) মধু , চুলের আর্দতা বজায় রাখতে এবং হারানো জেল্লা ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করে মধু। রুক্ষ, ডগাফাটা চুলের যত্নে মধু ব্যবহার করাই যায়। ২) নারকেল তেল, ডগাফাটার সমস্যায় দারুণ উপকারী নারকেল তেল। তা ছাড়া মাথার ত্বকে কোনও প্রকার সংক্রমণ হলে, তা-ও রোধ করতে পারে এই তেল। ৩) অ্যাভোকাডো, চুলে আর্দতা বজায় রাখতে, চুলকে আরও মসৃণ করে তুলতে সাহায্য করে। চুলের জেল্লাও বজায় রাখে অ্যাভোকাডো। ৪) ডিম, প্রোটিন এবং বায়োটিন, এই দু'টি উপাদান চুলের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ডিমে এই দু''টি উপাদানই রয়েছে। চুলের গোড়া মজবুত করার পাশাপাশি নতুন চুল গজাতেও সাহায্য করে ডিম।

৫) কর্নফ্লাওয়ার,শ্যাম্পু করার পরেও মাথার ত্বক তেলতেলে হয়ে যাচ্ছে? এই সমস্যার সমাধান লুকিয়ে রয়েছে কর্নফ্লাওয়ারে। চুলের জন্য ঘরোয়া কোনও প্যাকে মেশাতে পারেন কর্নফ্লাওয়ার। অথবা কোথাও বেরোনোর আগে চুলের তৈলাক্ত ভাব কাটাতে পাউডারের মতো মাথায় ব্যবহার করতে পারেন।

৬) দই,মাথার ত্বকের পিএইচ-এর ভারসাম্য রক্ষা করে দই। চুলের ফলিকলে পুষ্টি জোগাতেও সাহায্য করে দই। ৭) কলা,খুশকি দূর করতে সাহায্য করে এই ফল। চুল এবং মাথার ত্বকের আর্দতা বজায় রাখতে কলা দিয়ে মাস্ক বানিয়ে ব্যবহার করতে পারেন। এই সমস্ত উপকরণের মধ্যে যে কোনও তিনটি বেছে নিন। এ বার সেগুলি ভাল করে মিশিয়ে নিন। কিন্তু এই মিশ্রণ চুলে মাখার আগে চুল ভাল করে পরিষ্কার করে নেওয়া জরুরি। যে কোনও মাইল্ড শ্যাম্পু দিয়ে চুল ভাল করে ধুয়ে নিন। তোয়ালে দিয়ে খানিক ক্ষণ জড়িয়ে রাখুন। আধশুকনো অবস্থায় এই মিশ্রণ মাথার ত্বক থেকে চুলের ডগা পর্যন্ত মেখে নিন।

মনচলি চক্রবর্তী'র কয়েকটি কবিতা

প্রজাপতি

লাল রং নীল রং
হলুদ রং সাদা রং
প্রজাপতির যে কত রং।
ফুলে ফুলে ঘুরে যায়
রং সব মেখে যায়।
লাল রং নীল রং,
প্রজাপতির কতো সুন্দর রং।
এসো না আমার কাছে?
দেখবো তোমায় ছুঁয়ে।
তোমার আছে সুন্দর দুটি পাখা,
তাতে যেন রামধনু আঁকা।

ময়না

আয় রে আয় ময়না আয়
ধিন ধিন করে নেচে নেচে
আমার কাছে আয়।
আসতে যেতে ঘুংুর বাজে
রুপার নূপুর পায়

আগন্তুক

গভীর অরন্যে বড় বড় গাছের মাঝে
অবাঞ্ছিত হয়ে উঠার জন্য,
জন্ম আমার এই ধরনী মাঝে
নামহীন সৌন্দর্যহীন আমি পরগাছা।
অন্য গাছেই আমার বেড়ে উঠা,
নেই কোন নিজস্ব অস্তিত্ব আমার।
আমি মূল্যহীন নগন্য সর্বদাই
পৃথিবীতে নেই আমার কোনো স্থান,
সুন্দর প্রকৃতির বুকে আমি আগন্তুক
অতিথি।
নেই কারো যত্ন নেই ভালোবাসা,
আমি এক দুঃখী পরগাছা।
মানুষের উদ্যানেও আমি অশোভনীয়
অপ্রয়োজনীয়,
বেঁচে থাকার নেই কোন অধিকার আমার
আমি চিরতরে অবহেলিত, তুচ্ছ।

কুটুসের একদিন

মনচলি চক্রবর্তী

একদিন স্কুল থেকে ফেরার পথে কুটুস গেছে হারিয়ে। বাড়িতে মা ফোন নিয়ে ব্যস্ত, বাবা অফিসে। হঠাৎ কুটুসের মায়ের মনে পড়ে যে কুটুস আসেনি এখনো, চিন্তায় ব্যাকুল হয়ে পড়েন উনি। স্কুল কর্তৃপক্ষকে ফোন করলে ওরা জানালো যে কুটুস স্কুল থেকে গাড়িতে যথানিয়মেই এসেছে,নেমেছে সে গন্তব্যস্থলে।তবে কুটুস কোথায় গেলো?

কুটুস স্কুলবাসে ঠিকই এসেছে কিন্তু হাঁটতে হাঁটতে আনমনা হয়ে আরেক পথে পাড়ি দিয়েছে। অজানা অচেনা নিস্তব্ধ সেই পথ, চেনা জানা কেউ নেই। তাও কুটুস হেঁটে চলেছে কিসের এক হাতছানিতে। প্রথমে তার ভয় ভয় লাগছিল, আস্তে আস্তে তার ভারী মনে আনন্দ হতে থাকে। দৌড়ে অনেকটা পথ পার হয়ে যায় সে।দূর থেকে কি দেখেছিল কুটুস? কি দেখে সে এত আনন্দিত?

বর্তমান যন্ত্রনিয়ন্ত্রিত ব্যস্ত আধুনিক সভ্য সমাজে কুটুস যা দেখেনি কখনো, তাই সে আজ দেখেছে, অনুভব করেছে। অজানা অচেনা পথে সে নূতন আনন্দের ছোঁয়া পেয়েছে। অবাক করেছে তাকে সবুজ সুন্দর প্রকৃতির অনাবিল সৌন্দর্য।

সে অনেকটা দূরে চলে এসেছিল শহর থেকে। কুটুস তার অজানা পথের শেষ প্রান্তে একটি ভারী সুন্দর নদী দেখতে পেল। নদীর পাশে ঝিরঝির হাওয়ায় দুলছে কাশবন। তার মনে দোলা দিল সবুজ মাঠ, যেখানে কৃষকেরা কাজ করছে। টলটলে জলভর্তি পুকুর, খেলার মাঠে শিশুদের কোলাহল, গ্রামের ছেলেদের নদীতে জল ছিটিয়ে স্নানের দৃশ্য, বধুদের নদীর ঘাটে কাজ করা, জেলেদের মাছ ধরা, সব তার মনে বয়ে নিয়ে এল কখনো না অনুভব করা এক আশ্চর্য প্রশান্তি। কখনো কি সে পুকুরে এভাবে শাপলা, পদ্মফুল ফুটে থাকতে দেখেছে? মাঠে শিশুদের সাথে কুটুস খেলা করলো, ছুটোছুটি করলো। শৈশবের অনুভূতিগুলোর ছোঁয়া লাগলো তার মনে। নদীতে জেলেদের সাথে নেমে সে মাছ ধরা দেখলো,এমনকি মাছ ধরলো, সেকি আনন্দ তার।জলে লাফালাফি করলো ছেলেদের সাথে মনের সব দ্বিধা ভুলে।তার স্কুলের দামী ঝকঝকে পোশাক কাদাময় হল, সে তাও খেলা করে যাচ্ছে ওদের সাথে।নদীর ধারে পাখীর কিচিরমিচির,বনফুলের গন্ধ, রাখালের গরুচরানো, কি সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য, কুটুস তাতে হারিয়ে গেল।মনের সবটুকু উজার করে সে আনন্দটুকু উপভোগ করলো।

শহরে কর্মব্যস্ততার জীবনে হারিয়ে যাচ্ছে শিশুদের সুন্দর শৈশব।মা বাবারা নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত, কুটুসের মা বাবাও তার অন্যথা নয়, যেমন তার মা আজ ভুলেই গেছে তাকে স্কুল থেকে আনতে। চার দেয়ালের বাইরেও যে আছে এক অন্যরকম অবাক করা পৃথিবী তা আজ অনেক শিশুরাই জানে না, দেখেনা, অনুভবও করেনা। স্কুলের পরীক্ষায় খুব ভালো রেজাল্টের ইঁদুর দৌড়ে, নাচে, গানে আবৃত্তিতে প্রথম হওয়ার তাগিদে ওরা খুবই আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থপর হয়ে যাচ্ছে। বাস্তবতঃ আজ শিশুরা মা বাবার ইচ্ছাপূরনের যন্ত্রমাত্র।প্রকৃতির বাস্তব শিক্ষায় শিশুরা শিক্ষিত নয়। কর্মব্যস্ত আধুনিক যান্ত্রিক সভ্য সমাজে শিশুরা হারিয়ে গেছে, যাচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে সমাজে ভবিষ্যতে আর "মানুষ" থাকবে না, থাকবে যন্ত্রমানব, যা হবে অতীব ঝুঁকিপূর্ন। শিশুদেরকে তাদের নিজের পৃথিবীতে বাঁচতে দিন, তাদের শৈশবকে অনুভব করতে দিন। পুলিশ ও স্থানীয় লোকদের সহায়তায় অবশেষে কুটুসকে খুঁজে পায় তার মা বাবা। তার দামী স্কুলের পোশাক ছিল নোংরা, কদাকার তবে তার মুখে ছিল একরাশ হাসি ও আনন্দ।

কলকাতার রাস্তায় অতিক্রান্ত ৮৩৭ দিন, দুর্নীতির জালে জড়িয়ে অকুতোভয় লড়াকুদের সংগ্রাম জারি

কলকাতা, ২৮ জুন (হি.স.): এমন একটি বিষয়ের কথা কল্পনা করুন তো, যিনি সমস্ত প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে নিজস্ব কঠোর পরিশ্রম এবং যোগ্যতার মাধ্যমে সরকারি চাকরি পেয়েছেন, শুধুমাত্র নিয়োগপত্র হাতে আসার অপেক্ষা ছিল। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, যাঁরা ২৫-৩০ বছর ধরে কঠোর পড়াশোনা করেছেন, নিয়ম অনুসারে মেধা তালিকায় জায়গাও করে নিয়েছেন এবং চাকরি পাওয়ার সবচেয়ে যোগ্য, তাঁরাই একজন অযোগ্য হয়ে রয়ে গিয়েছে। কারণ দুর্নীতিগ্রস্ত শাসকরা ঘুষ নিয়ে তাঁদের ভাগের চাকরি অযোগ্য লোকদের কাছে বিক্রি করেছে। যারা কঠোর পরিশ্রম করে নিজেদের অবস্থান অর্জনের চেষ্টা করেছিল, তারাই এখন রাজপথে বসে আছে। এক-দুই দিনের জন্য নয়, দেখতে দেখতে অতিক্রান্ত ৮৩৭ দিন।

প্রচণ্ড গরমের তাপ, প্রখর রোদ, প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, মুষলধারে বৃষ্টির মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা করার পাশাপাশি তাঁরা ইউনিফর্মের পিছনে লুকিয়ে থাকা ''গুন্ডাদের'' অত্যাচারও সহ্য করেছেন, নিজস্ব গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য প্রতিবারই তাঁদের পুলিশের লাঠিচার্জও সহ্য করতে হয়েছে এবং আদালতের তিরস্কারের পর আন্দোলন করার অধিকার দেওয়া হয়েছে। এটা গল্প নয়, বাস্তবতা। ধর্মতলার মহাত্মা গান্ধীর মূর্তির নিচে শত শত দিন ধরে ধর্নায় বসে থাকা শিক্ষক প্রার্থীদের গল্প, যাদের ধৈর্য্য আকাশের চেয়েও উঁচু। সুদীপ মণ্ডল, তপন কুমার মাহতোর মতো ৩০ জনেরও বেশি শিক্ষক প্রার্থী বাপুর মূর্তির কাছে যুব ছাত্র অধিকার মঞ্চের ব্যানারে গত ৮৩৬ দিন ধরে ধর্নায় বসে আছেন। ২০১৬ সালে তাঁরা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে মেধা তালিকায় জায়গা করে নিয়েছেন, কিন্তু যাদের নম্বর তাঁদের চেয়ে কম তারা চাকরি পেয়েছে এবং যারা যোগ্য তারা প্রত্যাখ্যাত হয়েছে, তাই তারা শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের পথ নিয়ে রাজপথে বসে আছেন।

সুদীপ এবং তপন, পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যন্ত জেলা থেকে এসে কলকাতায় ধর্নায় বসে আছেন, তারা নিজেদের বাড়ির ঠিকানা দিতে চান না কারণ তারা ভয় পান যে শাসক দলের লোকেরা তাদের বাঁচতে দেবে না। নিরাপত্তার স্বার্থে প্রতিদিন সকালে গোয়েন্দা ব্যুরোর দল এসে তাঁদের হাজিরা নেয়। তাদের থেকে অল্প দূরে, নবম ও দশম শ্রেণির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষক প্রার্থীরাও ধর্মঘটে রয়েছেন। তাদের সংখ্যাও শতাধিক।

পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিপশ্চিমবঙ্গে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি এখনও দেশের শিরোনামে রয়েছে। মানুষ এ সব খবর দেখেন এবং পড়ে ভুলেও যান। কিন্তু গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, এটিই সবচেয়ে বড় দুর্নীতি। বিশ্বের খুব কমই কোনও দেশে আদালত ৬০ থেকে ৬৫ হাজার লোককে চাকরি থেকে অপসারণের আদেশ জারি করেছে, কারণ তাদের নিয়োগ অবৈধ। রাজ্যের তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী (প্রাক্তন) পার্থ চট্টোপাধ্যায় থেকে শুরু করে তৎকালীন উচ্চশিক্ষা বিভাগের বেশির ভাগ কর্মকর্তাই কারাগারে। কারণ তারা রাজ্য সরকারের কাছ থেকে শিক্ষক নিয়োগের পরিবর্তে কোটি কোটি টাকা আদায় করে এমন লোকদের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে, যাদের মধ্যে কেউ শিক্ষক হওয়ার যোগ্যতা পরীক্ষায় শূন্য নম্বর পেয়েছে এবং কেউ দুই নম্বর পেয়েছে। যোগ্যদের পরিবর্তে চাকরি পেয়েছে তারা।

সুদীপ মণ্ডল গত ৮৩৬ দিন ধরে অনশন ও ধর্নায় বসে আছেন। তিনি যুব ছাত্র অধিকার মঞ্চের রাজ্য আহ্বায়ক। হিন্দুস্থান সমাচারের সঙ্গে একটি বিশেষ আলাপচারিতায় সুদীপ বলেছেন, ২০১৬ সালে তিনি নবম এবং দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষায় পাস করেছিলেন। মেধা তালিকায় জায়গা করে নিয়েছেন, কিন্তু তিনি জানতে পারলেন তাঁর চেয়ে যাঁরা কম নম্বর পেয়েছে তারাই চাকরি পেয়েছে। বিষয়টি কলকাতা হাইকোর্টে গেলে দেখা যায়, শীর্ষ থেকে নিচ পর্যন্ত, শিক্ষামন্ত্রী থেকে শুরু করে নিয়োগের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা দুর্নীতিগ্রস্ত। কোটি টাকার খেলা হয়েছে। প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি থেকে বিপুল পরিমান নগদ টাকা, অলঙ্কার উদ্ধার হয়েছে।

আদালতের শুনানি নিয়েও সন্তুষ্ট নন আন্দোলনকারীরা

সুদীপ বলছেন, এই মামলার শুনানি চলছে কলকাতা হাইকোর্টে। এ বিষয়ে তদন্তেরও নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। অনেক নতুন তথ্যও সামনে আসছে, কিন্তু গত তিন বছর ধরে শুধু এই দৃষ্টিকোণ থেকে তদন্ত হচ্ছে কারা দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত। ক্ষমতাসীন দলের ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত মানুষের সম্পৃক্ততা প্রকাশের চেষ্টা চলছে। কিন্তু আমরা যারা ৮০০ দিনের বেশি সময় ধরে ধর্নায় বসে আছি। আমাদের চাকরি দেওয়ার জন্য কোনও দৃঢ় পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না। এ বিষয়ে আদালত সুনির্দিষ্ট নির্দেশ দিচ্ছেন না, দায়িত্বশীল সাংবিধানিক প্রধানরাও এ বিষয়ে পদক্ষেপ নিচ্ছেন না। সাধারণত এমন কথাও বলা হয় যে, শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির মামলায় আইনজীবীরা উচ্চ আদালতে বিনা পয়সায় লড়ছেন, কিন্তু এটাও বাস্তবতা নয়। বিরোধী রাজনীতিকরাও তাদের আন্দোলনের মঞ্চে এসে সংহতি প্রকাশের কথা বলে রাজনৈতিক বক্তব্য দেন। কিন্তু প্রতিকারের পদক্ষেপ কেউ নেন না।

মুখ্যমন্ত্রীও আশ্বাস দিয়েছিলেন, শিক্ষামন্ত্রীও কিন্তু...

সুদীপ বলেছেন, ২০১৯ সালে, তিনি শিক্ষা বিভাগের সদর দফতরের কাছে ২৯ দিনের জন্য অনশনে বসেছিলেন। শত শত শিক্ষক প্রার্থী ধর্মঘটে ছিলেন। তখন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই সেখানে এসেছিলেন। তিনি বলেন, যারা আন্দোলন করছে তাদের প্রয়োজনে আইন সংশোধন করে নিয়োগ করা হবে। এরপর থেকে আন্দোলনকারীরা আশায় বুক বেঁধেছেন এবং মুখ্যমন্ত্রীর এই প্রতিশ্রুতি শুধুই ফাঁকা প্রতিশ্রুতি রয়ে গিয়েছে।

আন্দোলনেও ফাটল ধরেছে, হয়েছে বিশ্বাসঘাতকতা

সুদীপের পাশাপাশি ধর্নায় বসেছেন তপন কুমার মাহাতো। তিনি রাজ্যের একটি প্রত্যন্ত জেলা থেকে এসেছেন এবং প্রতিদিন তাঁর পরিবার ছেলের কাছ থেকে ভালো খবর পাওয়ার আশায় রয়েছে। ২০১৬ সালে তিনিও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তপন বলেছেন, ২০১৯ সালে যখন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আন্দোলনকারীদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন, তিনি একটি কমিটি গঠনের নির্দেশ দিয়েছিলেন। এই কমিটিতে আন্দোলনকারীদের পক্ষ থেকে পাঁচজন এবং বাকি পাঁচজন শিক্ষা বিভাগের। তাদের একসঙ্গে একটি মধ্যম পথ খুঁজে বের করতে হয়েছিল, কিন্তু আন্দোলন নিজেই ভেঙে গিয়েছিল। আন্দোলনকারীদের পক্ষে যারা কমিটির সদস্য হয়েছিলেন তাদের বুঝিয়ে চাকরি দেওয়া হয়। তারা আন্দোলনকারীদের হয়ে কথা বলা বন্ধ করে দেয়, তাই আমরা আবারও একইভাবে প্রতারিত হয়ে রাজপথে বসে আছি।

শিলিগুড়িতে আগ্নেয়াস্ত্রসহ আটক যুবক

শিলিগুড়ি, ২৮ জুন (হি. স.) : শিলিগুড়িতে আগ্নেয়াস্ত্রসহ এক যুবককে গ্রেফতার করেছে এনজেপি থানার পুলিশ। ধৃত যুবকের নাম শঙ্কর অধিকারী (২৬)। তিনি উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়ার বাসিন্দা।

পুলিশ জানায়, মঙ্গলবার রাতে এনজেপি থানা এলাকায় সন্দেহজনক অবস্থায় যুবককে দেখা যায়। ওই যুবককে তল্লাশি করে তার কাছ থেকে একটি আগ্নেয়াস্ত্র ও এক রাউন্ড জীবন্ত কার্তুজ উদ্ধার করা হয়। পরবর্তী ব্যাবস্থা নিতে শুরু করেছে এনজেপি থানার পুলিশ।

কোচবিহারে বিএসএফ গাড়ির সঙ্গে বোলেরোর সংঘর্ষ, দুই জওয়ান সহ তিনজন আহত

কোচবিহার, ২৮ জুন (হি. স.) : বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের (বিএসএফ) গাড়ির সঙ্গে একটি বোলেরোর মুখোমুখি সংঘর্ষে দুই বিএসএফ জওয়ানসহ তিনজন আহত হয়েছেন। ঘটনাটি ঘটেছে গতকাল রাতে কোচবিহার শহর সংলগ্ন গড়িয়াহাট বিসর্জন ঘাট এলাকায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বিএসএফের গাড়িটি কোচবিহারের খাগড়াবাড়ি থেকে হরিণ চৌরার দিকে যাচ্ছিল এবং বোলেরোটি হরিণ চৌরা থেকে খাগড়াবাড়ির দিকে যাচ্ছিল তখন দুটি গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ঘটনার পর আহতদের কোচবিহার এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

অন্যদিকে, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কোতোয়ালি থানার পুলিশ।

পঞ্চায়েত ভোটের মুখে গ্রেফতার হতে পারেন

কলকাতা, ২৮ জুন (হি. স.) : পঞ্চায়েত ভোটের মুখে গ্রেফতার হতে পারেন, এমন আশঙ্কায় কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন বিষ্ণুপুরের বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁ। বুধবার হাইকোর্টের বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার এজলাসে মামলা দায়েরের আবেদন জানান সৌমিত্র।

আদালতে সৌমিত্র জানিয়েছেন, বাঁকুড়ার সোনামুখী থানার আইসির বিরুদ্ধে তোলাবাজির অভিযোগে সরব হওয়ার পর থেকে তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক মামলা রুজু করা হয়েছে। সেই মামলার সূত্র ধরেই ভোটের আবহে যেকোনও দিন তাঁকে গ্রেফতাতার করা হতে পারে। এমন আশঙ্কায় তাই আগেভাগেই রক্ষাকবচের আবেদন জানিয়েছেন বিজেপি সাংসদ। বুধবার হাইকোর্টের বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার এজলাসে মামলা দায়েরের আবেদন জানান সৌমিত্র। সূত্রের খবর, বিচারপতি তাঁকে অনুমতি দিয়েছেন। আগামী শুক্রবার মামলার শুনানি হতে পারে।

ভারতে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা নিরন্তর নিম্নমুখী; কোভিড-সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণেই, মৃত্যু আরও দু'জনের

নয়াদিল্লি, ২৮ জুন (হি.স.): ভারতে করোনার দৈনিক সংক্রমণ আপাতত নিয়ন্ত্রণেই রয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে নতুন করে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন মাত্র ৬৫ জন। মঙ্গলবার সারাদিনে ভারতে করোনায় দু''''জনের মৃত্যু হয়েছে, একজন উত্তর প্রদেশে এবং অপরজন কেরলে প্রাণ হারিয়েছেন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা কমে ১,৫৭৯-তে পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০০ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে ৫,৩১,৯০৫-তে পৌঁছেছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪৪,৬০,৬১৩ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮১ শতাংশ। বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা পেয়েছেন ০০,৪০৩ জন, মোট করোনার টিকা পেয়েছেন ২২০,৬৭,৩৭,

মেঘালয় : বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড সোনাপুরের দিচাং রিসোর্টে ছাই লক্ষাধিক টাকার সম্পত্তি

শিলং, ২৮ জুন (হি.স.) : বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে মেঘালয়ের পূর্ব জয়ন্তীয়াপাহাড় জেলার অন্তর্গত সোনাপুরে অবস্থিত দিচাং রিসোর্টে। আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে লক্ষাধিক টাকার সম্পত্তি।

ঘটনা সংঘটিত হয়েছে আজ বুধবার ভোরে। পুলিশ জানিয়েছে, প্রাথমিক তদন্তে এখনও অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত ধরা পড়েনি। তবে ভোরের দিকে রিসোর্টে কোনওভাবে আগুন ধরে যায়। আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। ইত্যবসরে এলপিজি সিলিন্ডার বিস্ফোরিত হলে আগুনের লেলিহান শিখা গ্রাস করে ফেলে রিসোর্টের একাংশ। জ্বলে ভস্ম হয়ে গেছে নবনির্মিত একটি অস্থায়ী প্যান্ডাল। কোনও অনুষ্ঠানের জন্য বহু লক্ষ টাকা দিয়ে প্যান্ডেলটি তৈরি করা হয়েছিল বলে জানিয়েছেন রিসোর্ট কর্তৃপক্ষ।

কর্তৃপক্ষের দাবি, আজকের অগ্নিকাণ্ডে তাঁদের বহু লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়েছে।

অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৭৩ ডলারের কাছাকাছি, পেট্রোল ও ডিজেলের দাম স্থিতিশীল

নয়াদিল্লি, ২৮ জুন (হি.স.) : আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ওঠানামা অব্যাহত রয়েছে। আজও অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি প্রায় ৭৩ এবং ডব্লিউটিআই অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ৬৯ ডলারের কাছাকাছি। যদিও বুধবারও সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি। ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, বুধবার দিল্লিতে পেট্রোল প্রতি লিটার ৯৬.৭২ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৮৯.৬২ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।মুম্বইতে এক লিটার পেট্রোল পাওয়া যাচ্ছে ১০৬.৩১ টাকায় এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯৪.২৭ টাকায়। চেন্নাইতে এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০২.৬৩ টাকা এবং ডিজেলের ৯৪.২৪ টাকা। কলকাতায় এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০৬.০৩ টাকা আর ডিজেলের দাম ৯২.৭৬ টাকা। ভ্যাট এবং মালবাহী চার্জের উপর নির্ভর করে দেশে পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম রাজ্যে আলাদা। কেন্দ্রীয় সরকারও মোটর জ্বালানির উপর আবগারি শুল্ক নিয়ে থাকে। প্রসঙ্গত, গত ২১ মে থেকে সারা ভারতে জ্বালানির দাম স্থিতিশীল রয়েছে।

গয়েরকাটায় এশিয়ান হাইওয়েতে দুর্ঘটনায় মৃত্যু বাম নেতার, গুরুতর আহত ২

গয়েরকাটা, ২৮ জুন (হি. স.) : জলপাইগুড়ির বানারহাটে এশিয়ান হাইওয়ে ৪৮-এ ছোট গাড়ির সঙ্গে বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ঘটনায় মৃত্যু হল এক সিপিআইএম নেতার। গুরুতর আহত হয়েছেন দু'জন। বুধবার ঘটনাটি ঘটেছে।

জানা গেছে, মৃত সিপিআইএম নেতার নাম কানু রায় (৫৫)। তিনি সারা ভারত কৃষক সভার বানারহাট ব্লক কমিটির সম্পাদক ছিলেন। বাড়ি বানারহাটের দুরামারি এলাকায়। এদিন দুপুরে কানু রায় সহ দু'জন বাইকে চেপে যাচ্ছিলেন। ধীরেন দোকান এলাকায় একটি ছোট গাড়ির সঙ্গে তাঁদের বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। দুই বাইক আরোহী ও ছোট গাড়িটির চালক গুরুতর আহত হয়েছেন। তাঁদের উদ্ধার করে ধূপগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কানু রায়কে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। এদিকে, ঘটনার পর পুলিশ দেরি করে আসায় ক্ষোভ ফেটে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা। এশিয়ান হাইওয়ে অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করেন তাঁরা। পরে ধূপগুড়ি থানার পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

প্রবীন নেত্তারু হত্যা মামলা : কর্ণাটকে ৩ পলাতকের ঠিকানায় তল্লাশি এনআইএ-এর

বেঙ্গালুরু, ২৮ জুন (হি.স.): জাতীয় তদন্ত সংস্থা (এনআইএ) পপুলার ফ্রন্ট অফ ইন্ডিয়া সদস্যদের হাতে নিহত বিজেপি যুব মোর্চার সদস্য প্রবীন নেত্তারু হত্যা মামলায় তিন সন্দেহভাজন ব্যক্তির বাড়িতে তল্লাশি চালিয়েছে। কর্ণাটকের কোডাগু ও দক্ষিণ কন্নড় জেলায় ৩ পলাতকের ঠিকানায় এই তল্লাশি অভিযান চলে। বেশ কিছু ইলেকট্রনিক গ্যাজেট এবং বহু নথিপত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

এনআইএ সূত্রের খবর, বিজেপি যুব মোর্চার সদস্য প্রবীন নেত্তারু হত্যা মামলার পলাতকদের খুঁজে বের করার জন্য এনআইএ-এর প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে কর্ণাটকের দুটি জেলায় ৩টি স্থানে তল্লাশি চালানো হয়েছে বুধবার। কোডাগু জেলায় আব্দুল নাসির ও আব্দুল রহমান এবং কর্ণাটকের দক্ষিণ কন্নড় জেলার নওশাদের বাড়িতে তল্লাশির সময় ইলেকট্রনিক গ্যাজেট ও নথিপত্র বাজেয়াপ্ত করেছে এনআইএ।

বড় সিদ্ধান্ত মোদী মন্ত্রিসভার, চলতি মরশুমে আখের এফআরপি বৃদ্ধি করল কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ২৮ জুন (হি.স.): আখ চাষিদের স্বার্থে বড় সিদ্ধান্ত নিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। চলতি মরশুমে আখের এফআরপি (ন্যায্য ও লাভজনক মূল্য) বৃদ্ধি করল কেন্দ্রীয় সরকার। বুধবার বিকেলে এক সাংবাদিক সম্মেলনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর বলেছেন, আখের এফআরপি (ন্যায্য ও লাভজনক মূল্য) কুইন্টাল প্রতি ১০ টাকা বৃদ্ধি করেছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা, ২০২৩-২৪ মরশুমে তা বেড়ে হল ৩১৫ টাকা প্রতি কুইন্টাল। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর বলেছেন, ২০২৩-২৪ সালের চিনি মরশুমে

ঈদে বাড়ি ফেরা আর হল না, মুর্শিদাবাদে পথ দুর্ঘটনায় পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু

মুর্শিদাবাদ, ২৮ জুন (হি.স.): মুর্শিদাবাদে পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন এক পরিযায়ী শ্রমিক। বুধবার সকালে মুর্শিদাবাদের নবগ্রাম থানার অন্তর্গত মোবারকপুরে ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় ওই পরিযায়ী শ্রমিকের। মৃতের নাম কাজিরুল শেখ। জানা গিয়েছে, ইদুজ্জোহা উপলক্ষ্যে পরিযায়ী শ্রমিকের একটি দল হুগলি থেকে পিকআপ ভ্যানে জঙ্গিপুরের দিকে ফিরছিল।

মুখ্যমন্ত্রীর সুস্থতা কামনায় ভান্ডানি মন্দিরে পুজো দিলেন জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব

ধূপগুড়ি, ২৮ জুন (হি. স.) : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুস্থতা কামনা করে জলপাইগুড়ির ধূপগুড়ি ব্লকের গধেয়ারকুটি গ্রাম পঞ্চায়েতের ভান্ডানি মন্দিরে পুজো দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা কর্মীরা। বুধবার সকালে পুজো দিলেন জেলা জোড়াফুল শিবিরের নেতা-কর্মীরা। মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী জলপাইগুড়ির মালবাজারে দলীয় সভা শেষ করে হেলিকপ্টারে চেপে বাগডোগরা বিমানবন্দরের উদ্দেশে রওনা দেন। কিন্তু হেলিকপ্টার বৈকুন্ঠপুরের জঙ্গলের ওপর দিয়ে যাওয়ার সময় প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জেরে হেলিকপ্টারটিকে বাগডোগরার দিকে নিয়ে না গিয়ে সেটিকে সেবকে জরুরি অবতরণ করানো হয়। এরপর তড়িঘড়ি কপ্টার থেকে নামতে গিয়ে কোমরে ও পায়ে চোট পান মুখ্যমন্ত্রী।

একমাসে তৃতীয়বার, ফের সেতু ভেঙে পড়ল বিহারে

বৈশালী, ২৮ জুন (হি.স.) : অতিবৃষ্টিতে গঙ্গার জল বাড়ায় বিহারের বৈশালীতে বুধবার একটি নির্মীয়মাণ সেতু ভেঙে পড়ল। এর ফলে একমাসের মধ্যে এ নিয়ে তৃতীয়বার বিহারে নির্মীয়মাণ সেতু ভেঙে পড়ার ঘটনা ঘটল। যদিও এই ঘটনায় কেউ হতাহত হননি। তবে সেতুর মাঝে বহু মানুষ আটকে পড়েন দীর্ঘক্ষণ।

তিন সপ্তাহ আগেই ১৭০০ কোটি টাকার বেশি খরচে তৈরি হতে থাকা ভাগলপুরে একটি সেতু ভেঙে পড়ে।

তার পর গত ২৪ জুন কিষানগঞ্জে মেচি নদীর উপর আর একটি সেতুর একাংশ ধসে পড়ে। এদিন ফের একই ঘটনা ঘটল বৈশালীতে।

অবিরাম বর্ষণে ও ঝোড়ো হাওয়ায় স্রোতের বেগ বেড়ে যাওয়ায় স্থানীয় ভাষায় পিপা ব্রিজ বা গঙ্গার উপর তৈরি হওয়া অস্থায়ী সেতুর একাংশ খুলে বেরিয়ে যায়।

এর আগে কিষাণগঞ্জ জেলায় মেচি নদীর উপর নির্মীয়মাণ সেতুর পিলারের একটি অংশ ভেঙে পড়ে। যদিও হতাহতের কোনও ঘটনা ঘটেনি। কিষাণগঞ্জের সঙ্গে কাটিহারকে জুড়তে ওই সেতু তৈরি করা হচ্ছিল। কিন্তু মাঝপথে সেতু কীভাবে ভাঙল তা খতিয়ে দেখতে গঠন করা হয়েছে পাঁচ সদস্যের তদন্ত কমিটি। গাফিলতির অভিযোগ উঠেছে।

গত ৪ জুন ভাগলপুর জেলার নির্মীয়মাণ সেতু ভেঙে পড়ে। ভাগলপুরের সঙ্গে খাগাড়িয়ার মধ্যে সংযোগকারী সেতুটি নির্মাণ কাজের মাঝেই ভেঙে পড়লেও কেউ হতাহত হননি। এরপর আজ বিহারের বৈশালীতে একটি নির্মীয়মাণ সেতু ভেঙে পড়ল।

রাজ্যপালের উপাচার্য্য নিয়োগ বৈধ, অবিলম্বে ১০ উপাচার্যের বেতন চালু করার নির্দেশ হাইকোর্টের

কলকাতা, ২৮ জুন (হি.স.) : রাজ্যপাল ডঃ সি ভি আনন্দ বোসের উপাচার্য্য নিয়োগ একেবারে বৈধ। এমনটাই জানাল কলকাতা হাইকোর্ট। অবিলম্বে বেতন বন্ধ করা ১০ উপাচার্যের বেতন চালু করার নির্দেশ দিল প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। ঘটনার সূত্রপাত বেশ কিছুদিন আগে। সবমিলিয়ে প্রায় ১৩টি বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্যহীন হয়ে পড়েছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ক্ষেত্রে অন্তর্বর্তী দায়িত্বপ্রাপ্ত উপাচার্যদেরই মেয়াদ বৃদ্ধির সুপারিশ করে রাজভবনে প্রস্তাব পাঠিয়েছিল উচ্চশিক্ষা দফতর। কিন্তু সেই প্রস্তাব না মেনে একের পর এক বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য্য নিয়োগ করেছেন রাজ্যপাল ডঃ সি ভি আনন্দ বোস। যাদবপুর, কল্যাণী, কাজী নজরুল, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়-সহ মোট ১০টি বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্তবর্তীকালীন উপাচার্য্য নিয়োগ করেন রাজ্যপাল।

রাজ্যের অভিযোগ ছিল, তাঁদের সঙ্গে কোনওরকম আলোচনা ছাড়াই এই উপাচার্য্য নিয়োগ করেন রাজ্যপাল। এই নিয়ে রাজ্য-রাজ্যপালের সংঘাত চরমে উঠেছিল। আদালতে যায় রাজ্য। বুধবার সেই মামলার শুনানিতে ধাক্কা খেল রাজ্যই।

এদিন আদালতের তরফে সাফ জানানো হয়েছে, উপাচার্য্য নিয়োগের এক্তিয়ার রয়েছে রাজ্যপালের। অর্থাৎ নিয়মবিরুদ্ধ কোনও কাজ করেননি রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। দশটি বিশ্ববিদ্যালয়ে যাদের নিয়োগ করেছিলেন রাজ্যপাল, তাঁরাই দায়িত্বে বহাল থাকবেন বলে নির্দেশ আদালতের। পাশাপাশি, অবিলম্বে এই উপাচার্যদের বেতন চালুর নির্দেশও দিয়েছে আদালত। প্রসঙ্গত, রাজ্যপালের নিয়োগ বৈধ নয় বলে দাবি করে ১০ উপাচার্যের বেতন বন্ধ করেছিল রাজ্য।

কামাখ্যা মন্দিরে বলিউড অভিনেত্রী কঙ্গনা, করলেন যজ্ঞ ও পুজো

'কামাখ্যা মন্দিরই বিশ্বের একমাত্র ধর্মস্থল যেখানে নারীর যৌনাঙ্গের পূজা হয়, এখানে শক্তির অদ্ভুত সঞ্চার হয়'

গুয়াহাটি, ২৮ জুন (হি.স.) : অম্বুবাচির পর-পর গুয়াহাটির নীলাচল পাহাড়ে অবস্থিত বিশ্ববিখ্যাত শক্তিপীঠ কামাখ্যা মন্দিরে এসেছেন বলিউড অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাওয়াত। পুরোহিতদের মুখনিসৃত মন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে নানা উপাচারে মায়ের পুজো ও যজ্ঞ করে যাচ্ঞ্জা করলেন আশিস।

গতকাল রাতেই গুয়াহাটি এসেছিলেন বলিউড অভিনেত্রী 'ইমারজেন্সি'-র নায়িকা কঙ্গনা রানাওয়াত। রাত কাটিয়েছেন মন্দির চত্বরে রাজ্য সরকারের অতিথিশালায়। প্রিয় অভিনেত্রী মা কামাখ্যার পুজো দিতে এসেছেন, দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে খবর। ফলে কাতারে কাতারে ভিড় জমান ফ্যানকুল। সঙ্গে মিডিয়ার লোকজনও। ভিড় সামাল দিতে পুলিশকে রীতিমতো হিমশিম খেতে হয়েছে। এরই ফাঁকে ক্ষণিকের জন্য সাংবাদিকদের মুখোমুখিও হয়েছেন তিনি। হাসিমুখে সব প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তরও দিয়েছেন কঙ্গনা।

সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে কঙ্গনা বলেন, প্রতি বছর অম্বুবাচির সময় আসার অদম্য ইচ্ছা থাকে তাঁর। কিন্তু সময়াভাবে তা হয়ে ওঠে না। তবে গত ২০২১ সালে অম্বুবাচির সময় এসে মায়ের পুজো দিয়েছেন। তিনি বলেন, কামাখ্যা মন্দিরই বিশ্বের একমাত্র ধর্মস্থল যেখানে একজন নারীর যৌনাঙ্গ, ডিম্বাশয় এবং প্রজনন অঙ্গের পূজা করা হয়। এটি পবিত্র স্থান এক শক্তিপীঠ্য এখানে শক্তির অদ্ভুত সঞ্চার হয়, বলেন তিনি।

তাঁর নতুন ছায়াছবি 'ইমারজেন্সি' সম্পর্কে এক জিজ্ঞাসার সহাস্য জবাবে বলেন, চলতি বছরের ২৪ নভেম্বর ছবিটি মুক্তি পাবে। সবাইকে নিয়ে দেখবেন এই ছবিকে নিয়ে তাঁর অনেক প্রত্যাশা, বলেন নায়িকা। এদিকে তিনি তাঁর অফিশিয়াল ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডলে একটি ভিডিও পোস্ট করে লিখেছেন, 'আজ কামাখ্যা মাই কে মন্দির মে দর্শন কিয়ে...ইস মন্দির মে জগতজননী মাইয়া কি যোনী রূপ মে পূজা হোতি হ্যায়...ইয়ে মাই কি শক্তি কা বিরাট রূপ হ্যায় জাঁহা মাই কো মাস ওউর বলি কা ভোগ লাগতা হ্যায়, ইয়ে পবিত্র স্থান এক শক্তিপীঠ হ্যায়...জাঁহা শক্তি কা অদ্ভুত সঞ্চার হ্যায়...কভি গুয়াহাটি আনা হুয়া তো দর্শন জরুর করেঁ, জয় মাই কি'

বিদ্যুৎ হাবে পরিণত

● প্রথম পাতার পর

টাকা ব্যায়ে ত্রিপুরা এসএলডিসি ও এসসিএডিএ আপগ্রেডেশন করার বিষয়েও অনুমোদন মিলেছে। তিনি আরও বলেন, ভারত সরকার এবং বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক সহযোগিতায় এনইআরপিএসআইপি প্রজেক্ট এর মাধ্যমে যে সকল নতুন বিদ্যুৎ সাব স্টেশন গঠিত হচ্ছে এবং আগামী দিনে হবে তার জন্য অতিরিক্ত কর্মী আধিকারিকদের বেতন ভাতা সংক্রান্ত সমস্ত খরচ কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রকের তরফে বহন করার বিষয়েও সিদ্ধান্ত হয়েছে। উল্লেখ্য অরুনাচল প্রদেশের তাওয়াং এ ২৪ তম উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় আঞ্চলিক পাওয়ার কমিটির বৈঠকে বিদ্যুৎ মন্ত্রী এদিন ভাষণ দিয়েছেন। এর আগে মঙ্গলবার একই স্থানে অনুষ্ঠিত হয়েছে ২৪ তম টেকনিক্যাল কো-অর্ডিনেশন কমিটির বৈঠক। উভয় বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগমের ব্যবস্থাপক অধিকর্তা দেবাশীষ সরকার এবং বিদ্যুৎ পরিবহন বিভাগের জেনারেল ম্যানেজার টিপিপিএল রঞ্জন দেববর্মা।

উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় পাওয়ার কমিটির বৈঠকে এদিন বিদ্যুৎ মন্ত্রী জানান, রাজ্যের ডবল ইঞ্জিন সরকার ত্রিপুরায় বিদ্যুত বিতরণ এবং উত্তান দক্ষতা জোরদার ও উন্নত করতে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক এর (এডিবি) সাথে ২২৭৫ কোটি টাকার একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। সিপাহীজলা জেলার রোখিয়া এবং গোমতি জেলার গুমতি হাইড্রো প্রকল্প — দুটির ব্যাপক সংস্কারের জন্য পরিকল্পনা করা হয়েছে। বর্তমানে গ্যাসভিত্তিক রোখিয়া বিদ্যুৎ প্রকল্প থেকে ৬৩ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে এবং প্লান্টের আধুনিকায়নের মাধ্যমে এর স্থাপিত ক্ষমতা দ্বিগুণ করা হবে। একইভাবে ডম্বুর জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের ক্ষমতা ৫ মেগাওয়াট থেকে বাড়িয়ে ১০ মেগাওয়াট করা হবে।এই প্রকল্পের অধীনে বন্টন আধুনিকীকরণ এবং নির্ভরযোগ্যতার উন্নতির মধ্যে রয়েছে কভারড কন্ডাক্টর, হাই-এর মতো আধুনিক প্রযুক্তি ভোল্টেজ ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম (এইচভিডিএস), ফল্ট প্যাসেজ ইন্ডিকেটর (এফপিআই), অটো-রিক্লোজার এবং সেকশানালাইজার, রিং মেইন ইউনিট (আরএমইউ), স্টেট অফ দ্য আর্ট ট্রান্সফরমার টেস্টিং ল্যাব, স্মার্ট মিটারিং ইত্যাদি। উল্লেখ্য, নর্থ ইস্ট রিজিওন পাওয়ার সিস্টেম ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (এনইআরপিএসআইপি) ভারত সরকার এবং বিশ্বব্যাংক দ্বারা অর্থায়ন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে পরিকাঠামোগত ভাবে যে উন্নয়ন হবে এতে গোটা উত্তর পূর্বাঞ্চলই লাভবান হবে। বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতন লাল নাথ আশা প্রকাশ করে বলেন তার বিশ্বাস, পাওয়ার গ্রিড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড অবশিষ্ট কাজগুলোর ত্বরান্বিত করবে এবং খুব শীঘ্রই প্রকল্পটি সম্পূর্ণ করবে। প্রধানমন্ত্রী সহজ বিজলী হর ঘর যোজনা (সৌভাগ্য), দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রাম জ্যোতি যোজনা, সমন্বিত বিদ্যুৎ উন্নয়ন প্রকল্প এই অঞ্চলের দরিদ্রতম মানুষের ঘরে আলো জ্বালিয়েছে। বিদ্যুৎ মন্ত্রী বলেন উত্তর-পূর্বাঞ্চল আঞ্চলিক পাওয়ার কমিটি হল উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের বিদ্যুৎ ক্ষেত্রের সমস্ত প্রাসঙ্গিক বিষয়ে আলোচনা করার এবং কিছু ঐকমত্যে আসার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত ফোরাম। উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলির স্বার্থে, ভারত সরকারের কাছে সাধারণ মতামত এবং সমস্যাগুলিকে সম্মিলিতভাবে উপস্থাপন করার জন্যও এই সুযোগটি ব্যবহার করা উচিত। বেঙ্গালুরুতে উল্লিখিত এনার্জি উইক ২০২৩-এর সাম্প্রতিক অনুষ্ঠানে ভাষণ দেওয়ার সময়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি সবুজ শক্তির বিষয়ে ভারতের প্রতিশ্রুতি এবং প্রচেষ্টাকে কীভাবে সমগ্র বিশ্ব প্রত্যক্ষ করছে তার একটি স্পষ্ট অন্তর্দৃষ্টি দিয়েছেন। এই সময়ে সৌরবিদ্যুতের ক্ষমতাও ২০ গুণের বেশি বেড়েছে। বায়ু শক্তির ক্ষমতার দিক থেকে আজ ভারত বিশ্বে চতুর্থ স্থানে রয়েছে। ত্রিপুরার গোমতি জেলায় গড়ে থাকা ডুম্বুর হ্রদে ১৩০ মেগাওয়াট ভাসমান সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই বিষয়ে, ত্রিপুরা পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উন্নয়ন সংস্থা সম্ভাব্যতা অধ্যয়নের এনটিপিসি এর সাথে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে। প্রস্তাবিত ১৩০ মেগাওয়াট ভাসমান বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি ২০৩০ সালের মধ্যে ২০০ মেগাওয়াট সৌর শক্তি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে এগোচ্ছে। এদিকে মঙ্গলবার উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিদ্যুৎ ক্ষেত্রের আধিকারিকদের নিয়ে আঞ্চলিক শক্তি কমিটির (এনইআরপিসি) ২৪ তম কারিগরি সমন্বয় কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। অরুণাচলের উপ মুখ্যমন্ত্রী চৌনা মেনের নেতৃত্বে, গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলি কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রকের কাছে জমা দেওয়ার জন্য বুধবার পাওয়ার কমিটির কাছে উপস্থাপন করা হয়েছে।মঙ্গলবার এর বৈঠকে জি. লিঙ্গি, প্রধান প্রকৌশলী (পাওয়ার), অরুণাচল প্রদেশের সেন্ট্রাল ইলেকট্রিক্যাল জোন, যেখানে কেবি জগতাপ, সদস্য সচিব (এনইআরপিসি), কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য বিদ্যুৎ কর্পোরেশনের সমস্ত উর্ধতন স্তরের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

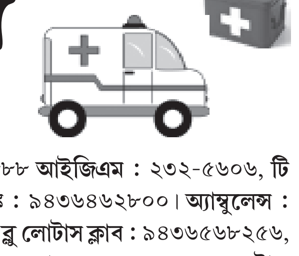

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

আইনি সচেতনতা শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিরাশিমাইল, ২৮ জুন।। ডিস্ট্রিক্ট লিগ্যাল সার্ভিস অথরিটির উদ্যোগে জেলার বিভিন্ন পঞ্চায়েতে চলছে সচেতনতামূলক শিবির সেই শিবির কে কেন্দ্র করে আম্বেদকরনগর ,ইস্ট কাঞ্চনবাড়ি, দধপুর, বিদ্যাসাগর ,বেতছড়া, কাঞ্চনবাড়ী, রতিয়াবাড়ি উজান দুধপুর, সুকান্ত নগর,দারচই দশটি গ্রাম পঞ্চায়েতে অনুষ্ঠিত হয় আইনি সচেতনতামূলক শিবির প্রত্যেকটিতে প্রায় শতাধিক নারী পুরুষের উপস্থিতির মধ্য দিয়ে এই শিবিরের আয়োজন করেন ডিসট্রিক্ট লিগ্যাল সার্ভিস অথরিটির পি এল ভি সুমন চন্দ। ১৯/ ৫/ ২০২৩ ইং আম্বেদকর গ্রাম পঞ্চায়েতের পঞ্চায়েত অফিসে অনুষ্ঠিত হয় আইনি শিবির প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এডভোকেট সাগতা দে উপপ্রধান বিপ্লব চন্দ্র এবং অন্যান্যরা। ২২ /৫ /২০২৩ ইং ইস্ট কাঞ্চন বাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের পঞ্চায়েত অফিসে অনুষ্ঠিত হয় শিবির সভাপতিত্ব করেন সিতাংশু দাস মহোদয় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এডভোকেট পিনাক চন্দ পঞ্চায়েত সচিব রেখা দেব এবং অন্যান্যরা। ২৩/৫/২০২৩ ইং দুধপুর পঞ্চায়েতে অনুষ্ঠিত হয় আইনি শিবির প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এডভোকেট অভিজিৎ রায় উপপ্রধান দীপক দে এবং অন্যান্যরা। ২৪ /৫ /২০২৩ ইং বিদ্যাসাগর পঞ্চায়েতে হয় আইনি সচেতনতামূলক শিবির প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এডভোকেট সাগতা দে পঞ্চায়েত সচিব সুব্রত দাস এবং অন্যান্যরা। ২৬ /৫ /২০২৩ ইং বেতছড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের পঞ্চায়েত অফিসের হল ঘরে হয় আইনি সচেতনতামূলক শিবির প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এডভোকেট পিনাক চন্দ এবং পঞ্চায়েত সচিব অঞ্জন কুমার ঘোষ এবং অন্যান্যরা। ৫/৬/২০২৩ ইং কাঞ্চন বাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের পঞ্চায়েত হল ঘরে হয় আইনি সচেতনতামূলক শিবির প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এডভোকেট পিনাক চন্দ পঞ্চায়েত সচিব কানু লাল সূত্রধর এবং অন্যান্যরা। ৬/৬/ ২০২৩ ইং রতিয়া বাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের পঞ্চায়েত কমিউনিটি হলে হয় আইনি সচেতনতামূলক শিবির প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এডভোকেট পিনাক চন্দ উপপ্রধান রূপালী দেব এবং অন্যান্যরা। ৭/৬/ ২০২৩ ইং উজান দুধপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে হয় আইনি সচেতনতামূলক শিবির প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এডভোকেট পিনাক চন্দ পঞ্চায়েত প্রধান বাসনা নমঃ পঞ্চায়েত সচিব সুসেন চন্দ্র দাস এবং অন্যান্যরা। ১০/৬/২০২৩ ইং সুকান্ত নগর গ্রাম পঞ্চায়েতে হয় আইনি সচেতনতামূলক শিবির প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এডভোকেট পিনাক চন্দ্র পঞ্চায়েত প্রধান অর্পনা দাস পঞ্চায়েত সচিব নিরেশ তালুকদার উপপ্রধান জীবন রঞ্জন দাস এবং অন্যান্যরা। একইভাবে ১৫/৬/২০২৩ ইং অনুষ্ঠিত হয় আইনি শিবির কুমারঘাট মহকুমার অন্তর্গত দারচই এডিসি ভিলেজে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এডভোকেট পিনাক চন্দ সভাপতিত্ব করেন ডোনাল্ড ডারল ,উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সচিব আফতার উদ্দিন এবং অন্যান্যরা। উনকোটি জেলা আইনসেবা কর্তৃপক্ষের সচিব দীপা ভট্টাচার্যের নির্দেশেই অনুষ্ঠিত হয় এই শিবির গুলি ।সাধারণ মানুষের মধ্যে আইনি সচেতনতা বৃদ্ধি ও নালসা প্রদত্ত বিভিন্ন কর্মসূচি সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের কাছে বার্তা পৌঁছে দিতেই আয়োজিত হয় এই সচেতনতামূলক শিবির গুলি।

বাইক মিছিলের মাধ্যমে জনসচেতনতার উদ্যোগ সিপাহীজলা জেলা পুলিশের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুন।। আজ সকালে ট্রাফিক আইন নিয়ে জনসাধারণকে সচেতন করতে সিপাহিজলা জেলা পুলিশ সুপারের উদ্যোগে বিশালগড় মহকুমায় এক বাইক মিছিলের আয়োজন করা হয়েছে। মূলত সাধারণ মানুষকে ট্রাফিক আইন নিয়ে সচেতন করার লক্ষ্যে বাইক মিছিলের আয়োজন করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন সিপাহীজলা জেলার পুলিশ সুপার বিজয় রেড্ডি।

এদিন বিজয় রেড্ডি বলেন, নিত্যদিন মানুষের সাথে পাল্লা দিয়ে যানবাহনের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর জেরে বৃদ্ধি পাচ্ছে দূর্ঘটনা। তাছাড়া সাধারণ মানুষ ট্রাফিক আইন সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে সচেতনতা নেই। যার ফলে দূর্ঘটনা আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে। মূলত সাধারণ মানুষকে ট্রাফিক আইন নিয়ে সচেতন করার লক্ষ্যে বাইক মিছিলের আয়োজন করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন সিপাহীজলা জেলার পুলিশ সুপার বিজয় রেড্ডি।

শারদোৎসবের প্যান্ডেলের খুঁটিপূজা করল বিলোনীয়ার ওরিয়েন্টাল ক্লাব

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২৮ জুন।। বিলোনিয়া শহরের কয়েকটি ক্লাবের মধ্যে অন্যতম একটি ক্লাব হল ওরিয়েন্টাল ক্লাব। প্রত্যেক বছরের ন্যায় এই বছর ও নিয়ম ও প্রথা মেনে উল্টো রথের দিন বিলোনিয়া বনকর পুকুরপাড় সংলগ্ন ওরিয়েন্টাল ক্লাব আগমনী বার্তা দিল ।বুধবার পঞ্জিকা মতে সকাল ৯ঃ৪৫ মিনিটে ক্লাব প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয় কাঠামো পূজা। এলাকার মায়েরা মাথায় কুলো নিয়ে ঢাকের বাদ্যের সাথে সাথে বিলোনিয়া মুহুরী নদী থেকে গঙ্গা আনয়নের মধ্য দিয়ে এই পূজা শুরু হয় ।কাঠামো পূজা কে কেন্দ্র করে এলাকার মহিলা থেকে শুরু করে সকলের মধ্যে এক দারুণ উৎসাহ লক্ষ্য করা যায় এবং এক আলাদা অনুভূতি সৃষ্টি হয় মা এলো বলে। ক্লাব প্রাঙ্গনে দাঁড়িয়ে ওরিয়েন্টাল ক্লাবের সম্পাদক সভাপতি সদস্যদের সঙ্গে নিয়ে এবারের পূজার প্রস্তুতি নিয়ে সাংবাদিকদের কাছে তুলে ধরতে গিয়ে বলেন ওরিয়েন্টাল ক্লাবে ৪৭ তম দুর্গোৎসব এবার নবদ্বীপের মৃৎশিল্পী দ্বারা তিরুপতি অবয়বমায়ের বিগ্রহ তৈরি করা হবে এবং তৈরি করতে গেলে প্রচুর সময় লাগবে তার জন্যই অগ্রিম পূজার কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। প্যান্ডেল ও আলোকসজ্জা পশ্চিমবঙ্গ থেকে আসবে।এই বৎসর পূজাচলাকলীন সময়ে চলবে বিভিন্ন সামাজিক কাজ, এছাড়াও বিলোনীয়া বাসীকে পূজোর আনন্দ উপভোগ করার আমন্ত্রণ জানানো হয়।

হাসপাতালে

● প্রথম পাতার পর

সুপার স্পেশালিটি পরিষেবা চালুর ক্ষেত্রে তিনি বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডঃ মানিক সাহার অনুপ্রেরণায় এ কাজ দ্রুত সম্ভব হয়েছে। বর্তমানে উন্নত মানের বহু যন্ত্রপাতি থাকায় হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবার কাজকে আরো এগিয়ে সম্ভব হয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো মস্তিষ্কে এনজিওগ্রাম করার যন্ত্রটি। এই যন্ত্রটি থাকায় সঠিক রোগ নির্ণয় করে অস্ত্রোপচার ছাড়াই ওই দুই রোগীর চিকিৎসা করা সম্ভব হয়েছে।

তিনি এও বলেন জিবি হাসপাতালে যন্ত্রটি পরিচালনার দায়িত্ব রয়েছেন নিউরোলজিস্ট ডক্টর আবীর লাল নাথ। মাসখানেক হয়েছে তিনি হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। ওপেন সার্জারি ছাড়াই ক্লোজ সার্জারির কোয়েলিং এর মাধ্যমে দুইটি রোগীর মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের মত সমস্যার সমাধান করলেন। এ বিষয়ে বলতে গিয়ে ডক্টর আবীর লাল নাগ বলেন একজন রোগীর বয়স সত্তর উর্ধ। তার হার্টের সমস্যা রয়েছে। সিটি স্ক্যান করে দেখা গেল তার মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হচ্ছে।

এই পরিস্থিতিতে তাকে ওপেন সার্জারি করা সম্ভব নয়। তাই বাধ্য হযে কয়েলিং এর মাধ্যমে এই কাজ করতে হয়েছে। অনেকটা হার্টএ যেভাবে এনজিওগ্রাম করা হয় ঠিক সেই রকমই পায়ের আটারি দিয়ে ক্যাথ ল্যাবের মাধ্যমে এ কাজ করতে হয়। ঠিক একইভাবে ৩৬ বছরে ওই যুবককেও কয়েলিং করা হয়েছে মস্তিষ্কে। বর্তমানে তারা দুজনই সুস্থ রয়েছেন। তিনি বলেন ১৯ এবং ২২ জুন এরা হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। সিটি স্ক্যান করার পর দেখা গেল মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ জনিত সমস্যা। তবে কি কারনে এই রক্তক্ষরণ হচ্ছে তার কারণ নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে এনজিও গ্রামের মাধ্যমে। এরপরে বিশিষ্ট নিউরো সার্জন ডক্টর সিদ্ধা রেড্ডি সহ অন্যান্য চিকিৎসকদের পরামর্শ নেওয়া হয়। পরে এই পদ্ধতিকে কাজে লাগানো হয়।

ডক্টর আবীর লাল বলেন তিনি এই কাজে অ্যানেস্সিয়া চিকিৎসক ডক্টর সুরজিৎ পাল , কার্ডিয়লজিস্ট ডক্টর অনিন্দ্য সুন্দর ত্রিবেদীও ডক্টর রাকেশ দাস সহ অন্যান্য চিকিৎসকে নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীর সহযোগিতা পেয়েছেন বলেই এ কাজ করা সম্ভব হয়েছে। তার জন্য তিনি সকলকে ধন্যবাদ জানান। জিবি হাসপাতালের মেডিকেল সুপার ডক্টর সঞ্জীব দেববর্মা বলেন রোগীর মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হলে আগে নিউরো সার্জনের কাছে যেতে হতো। ওপেন সার্জারি ছাড়া এই সমস্ত রোগীর প্রাণ সংশয় ছিল।

এখন এই কাজটা করলেন নিউরোলজিস্টারা। তার সফল দৃষ্টান্ত হিসেবে তুলে ধরলে তরুণ নিউরোলজিস্ট ডক্টর আবীর লাল নাথ। তিনি ওপেন সার্জারি ছাড়াই ক্লোজ সার্জারির কয়েলিং এর মাধ্যমে দুইটি রোগীর মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের মত সমস্যার সমাধান করে তাদের প্রাণে বাঁচালেন। যে দুজন রোগীর মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণের মতো সমস্যার সমাধান থেকে রক্ষা পেলে তারা হলেন ৭০ বছর বয়সী উদয়পুরের বাসিন্দা মালতি দেব। অপরজন ৩৬ বছরের বয়সি বাংলাদেশের বাসিন্দা রাজেশ দেবনাথ। বর্তমানে তারা দুজনেই সুস্থ রয়েছেন বলে জানান তিনি।

রাজ্যের অর্থনৈতিক বিকাশে ব্যাংকগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুন।। রাজ্যের অর্থনৈতিক বিকাশে ব্যাংকগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। রাজ্য সরকার যেসমস্ত ক্ষেত্রগুলিকে অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করছে সে সম্পর্কে ব্যাংকগুলিকে অবগত হয়ে লক্ষ্যমাত্রা স্থির করে কাজ করতে হবে। তবেই এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়া সম্পব হবে। আজ সচিবালয়ের ২নং সভাকক্ষে ১৪৩তম স্টেট লেভেল ব্যাঙ্কার্স কমিটির সভায় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। সভায় সর্বশেষ স্টেট লেভেল ব্যাঙ্কার্স কমিটির বৈঠকে বিভিন্ন বিষয়ে যেসমস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল তা কতটুকু অগ্রসর হয়েছে তার পর্যালোচনা করা হয়। সভায় আলোচনায় অংশ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ব্যাংকগুলিকে এনপিএ কমানোর পাশাপাশি সিডি রেশিও বাড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। ক্ষুদ্র, মাঝারি, ছোট শিল্পক্ষেত্রে ঋণ প্রদানে ব্যাংকগুলির বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা (অ্যানুয়েল টার্গেট) ১০০ শতাংশ পূরণে আরও কার্যকরি ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে ব্যাংকগুলিকে। পাশাপাশি অটল পেনশন যোজনায় কভারেজের সংখ্যা বাড়াতে ব্যাংকগুলিকে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনা এবং স্টার্ট আপ ইণ্ডিয়া যোজনায় ঋণ গ্রহণ করে বেকার যুবক যুবতীদের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার বিরাট সুযোগ রয়েছে। তাই এই দুটি যোজনায় বেশি সংখ্যক ঋণ প্রদানের জন্য ব্যাংকগুলোকে সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করার আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী।

সভায় স্টেট লেভেল ব্যাঙ্কার্স কমিটির কনভেনার বিকাশ দাস জানান, ২০২২-২৩ অর্থবর্ষের অ্যানুয়েল ক্রেডিট প্ল্যানে ব্যাংকগুলি প্রাইমারি ক্ষেত্র সহ প্রতিটি ক্ষেত্রে ১০০ শতাংশ ডিসবার্সমেন্টের লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবর্ষের মার্চ, ২০২৩ পর্যন্ত কৃষি, ক্ষুদ্র, ছোট, মাঝারি শিল্প সহ অন্যান্য প্রাইমারি সেক্টরগুলির জন্য ৮৭০৭.৪৪ কোটি টাকা ব্যাংকগুলি ডিসবার্স করেছে। ২০২২-২৩ অর্থবর্ষের মার্চ, ২০২৩ পর্যন্ত ৬০ হাজার ২৭১ জন কিষাণ ক্রেডিট কার্ড প্রাপ্ত কৃষককে মোট ৩৩০.৩৪ কোটি টাকা প্রদান করেছে ব্যাংকগুলি। এসএলবিসি'র কনভেনার আরও জানান, ২০২২-২৩ অর্থবর্ষের মার্চ, ২০২৩ পর্যন্ত ৯১ জন এসসি ও এসটি মহিলা সুবিধাভোগীকে মোট ১১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকার ঋণ দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনায় এপ্রিল, ২০২২ থেকে মার্চ ২০২৩ পর্যন্ত ব্যাংক এবং অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে ৩ লক্ষ ৫৫ হাজার ৯৬০ জন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট হোল্ডারকে ২৩৯২.৯১ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করেছে। তিনি জানান, সামাজিক সুরক্ষা স্কিম যেমন, প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বীমা যোজনায় এখন পর্যন্ত ১০ লক্ষ ২২ হাজার ৯৩০টি অ্যাকাউন্ট, প্রধানমন্ত্রী জীবন জ্যোতি বীমা যোজনায় ৩ লক্ষ ৬৪ হাজার ২১৪টি অ্যাকাউন্ট এবং অটল পেনশন যোজনায় ১ লক্ষ ৭২ হাজার ৮০৭টি অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রতিটি সামাজিক সুরক্ষা স্কিমে নতুন অ্যাকাউন্ট আরও বেশি পরিমাণে খোলার জন্য ব্যাংকগুলিকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

সভায় স্টেট লেভেল ব্যাঙ্কার্স কমিটির কনভেনার জানান, ২০২২-২৩ অর্থবর্ষের মার্চ, ২০২৩ পর্যন্ত বিভিন্ন ব্যাংকের মাধ্যমে ৪১৫ জন শিক্ষার্থীকে ২০২১.৭৪ লক্ষ টাকার শিক্ষা ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবর্ষের মার্চ, ২০২৩ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ৬১৮৮টি গৃহ ঋণের জন্য ব্যাংকগুলি ৬৮১.৭১ কোটি টাকা মঞ্জুর করেছে। এছাড়াও ত্রিপুরা গ্রামীণ জীবিকা মিশন দ্বারা লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত ১৮ হাজার ৮০০টি স্বসহায়ক দলের অ্যাকাউন্টের মধ্যে ১৮ হাজার ৯৪টি অ্যাকাউন্টের জন্য ২৮৯.৮৭ কোটি টাকা ব্যাংকগুলি মঞ্জুর করেছে। সভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের প্রমোদনগর, ধূমাছড়া, ফটিকরায়, করমছড়া ও গণ্ডাছড়ায় ব্যাংকের নতুন শাখা খোলার জন্য ব্যাংকগুলিকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এছাড়াও উদয়পুরের গর্জনমুড়া এলাকার জনগণের দাবি অনুযায়ী সেখানে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকের একটি শাখা খোলার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যাংক আধিকারিকদের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি আরও বলেন, রাজ্যের প্রতিটি জেলায় বিশেষ করে জেলা হাসপাতাল ও মহকুমা হাসপাতালগুলির পাশে এটিএম কাউন্টার স্থাপনের জন্য ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংক, ত্রিপুরা কোঅপারেটিভ ব্যাংক সহ অন্যান্য ব্যাংকগুলিকে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

স্টেট লেভেল ব্যাঙ্কার্স কমিটির ১৪৩তম সভায় মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও মুখ্যসচিব জে কে সিনহা, প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের প্রধান সচিব বি এস মিশ্রা, শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের প্রধান সচিব কে এস শেঠি, নগরোন্নয়ন দপ্তরের সচিব অভিষেক সিং, মুখ্যমন্ত্রীর সচিব ড. প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী, কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রকের ফিনান্স সেবা দপ্তরের অধিকর্তা ড. প্রশান্ত কুমার গোয়েল, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকের জেনারেল ম্যানেজার সতবন্ত সিং মাহাতো, পা'ব ন্যাশনাল ব্যাংকের জেনারেল ম্যানেজার কনোয়ালজিৎ শৌরে, নাবার্ডের জেনারেল ম্যানেজার লোকেন দাস, পা'ব ন্যাশনাল ব্যাংকের জোনাল ম্যানেজার চিত্তর'ন পুষ্টি সহ এসএলবিসি কমিটির আওতাভুক্ত বিভিন্ন ব্যাংকের প্রতিনিধি এবং বিভিন্ন দপ্তরের পদস্থ আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

ক্যান্সার আক্রান্ত দীপঙ্কর সরকারের চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুন।। মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু কর্মসূচিতে প্রত্যাশী মানুষের ভীড় ক্রমশ বাড়ছে। আজও রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত জনসাধারণ একরাশ প্রত্যাশা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহার সাথে সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎকারের সময় জনসাধারণ তাদের অভাব, অভিযোগ ও সমস্যার কথা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তুলে ধরেন। তাদের অধিকাংশই চিকিৎসার সাহায্য ও কর্মসংস্থানের আর্জি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে কথা বলেন। মুখ্যমন্ত্রী আলাদা আলাদাভাবে প্রত্যেকের সমস্যার কথা শুনে সমস্যা নিরসনে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সচিব ও আধিকারিকদের নির্দেশ দেন।

আগরতলার বনমালীপুরের বাসিন্দা পেশায় টমটম চালক রাহুল সাহা ও তার স্ত্রী আজ চিকিৎসায় সাহায্যের আর্জি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করেন। সম্পতি রাহুল সাহার একটি টিউমারের অপারেশন হয়। রাহুল সাহা মুখ্যমন্ত্রীকে জানান, অপারেশনের খরচ মেটাতে তার আয়ের একমাত্র উৎস টমটমটি বিক্রি করে দিতে বাধ্য হন। রাহুলবাবুর সমস্যার কথা শুনে মুখ্যমন্ত্রী সাথে সাথে তার প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের জন্য উপস্থিত সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকদের নির্দেশ দেন। কৃষ্ণনগরের হারাধন সংঘ এলাকার বাসিন্দা অটো চালক অমিত দে ও তার স্ত্রী তাদের ১৬ বছর বয়সী কন্যাসন্তান অমৃতা দে'র কিডনিজনিত রোগে আক্রান্ত চিকিৎসার জন্য সাহায্যের আর্জি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে কথা বলেন। বহিঃরাজ্যের চিকিৎসকগণ অমৃতার কিডনি ট্রান্সপ্ল্যান্ট করার পরামর্শ দিয়েছেন। তেমনি কমলপুরের মানিকভাণ্ডারের বাসিন্দা কৃষিজীবী রহমতউল্লা খান তার ১৫ বছর বয়সী কন্যা সন্তান রোশনী খানের চিকিৎসার সাহায্যের আর্জি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন। রোশনী হাত-পা খিচুনী ও শ্বাসকষ্টজনিত রোগে ভুগছে। মুখ্যমন্ত্রী অমৃতা এবং রোশনীর চিকিৎসা সংক্রান্ত কাগজপত্র দেখে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের নির্দেশ দেন।

জিবি ৭৯টিলার বাসিন্দা আশালতা তলাপাত্র আজ তার স্বামীর চিকিৎসার সাহায্যের আর্জি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এসেছিলেন। আশালতাদেবীর স্বামী দীপঙ্কর সরকারের বেন টিউমারের অপারেশন হয় এবং ক্যান্সার ধরা পড়ে। বর্তমানে জিবি হাসপাতালে তার চিকিৎসা চলছে। আর্থিক অনটনের কারণে তার স্বামীর চিকিৎসার পাশাপাশি তাদের একমাত্র কন্যাসন্তানের পড়াশুনার খরচ চালাতে সমস্যা হচ্ছে জেনে মুখ্যমন্ত্রী তৎক্ষনাৎ ক্যান্সার হাসপাতালের মেডিকেল সুপারকে দীপঙ্করের চিকিৎসা ব্যবস্থা করার জন্য উদ্যোগ নিতে বলেন। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তর থেকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের জন্য দপ্তরের সচিবকে নির্দেশ দেন। রামনগরের বাসিন্দা সুমন সরকার তার ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত বাবার চিকিৎসার সাহায্যের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এলে মুখ্যমন্ত্রী ক্যান্সার হাসপাতালের মেডিকেল সুপারকে সুমনের বাবার চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন।

মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু কর্মসূচিতে আজ আগরতলার সূর্য চৌমুহনীর বাসিন্দা শ্যামলিকা রায় তার ছেলের কর্মসংস্থান এবং আর কে মিশনের বাসিন্দা সাথী দাস কর্মসংস্থানের আর্জি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ হন। দু'জনের ক্ষেত্রেই মুখ্যমন্ত্রী প্রয়োজনীয় সহায়তার আশ্বাস দেন। মুখ্যমন্ত্রীর সাথে জনগণের সাক্ষাতের সাপ্তহিক কর্মসূচিতে মুখ্যমন্ত্রীর সচিব ড. প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী, শিক্ষা দপ্তরের সচিব শরদিন্দ চৌধুরী, সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের সচিব তাপস রায়, আগরতলার অটল বিহারী বাজপেয়ী রিজিওন্যাল ক্যান্সার হাসপাতালের মেডিকেল সুপারিটেনডেন্ট ডা. শিরমনি দেববর্মা, জিবিপি হাসপাতালের ডেপুটি মেডিকেল সুপারিটেনডেন্ট ডা. শঙ্কর চক্রবর্তী সহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

কুমারঘাটে

● প্রথম পাতার পর

বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে বেশ কয়েকজন পুন্যার্থী প্রাণ হারিয়েছেন। আহত হয়েছেন আরো বেশ কয়েকজন। এই ঘটনায় আমি অত্যন্ত মর্মাহত। নিহতদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি এবং আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি। তিনি আরও বলেন, এই কঠিন সময়ে ত্রিপুরা সরকার নিহতদের পরিবারের পাশে রয়েছে। আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন তিনি। তিনি বলেন, ত্রিপুরা সরকার এবং বিদ্যুৎ নিগম সমস্ত রকম ভাবেই আহত এবং নিহতদের পাশে থাকবে। তিনি জানান, দফতরের কাজে ত্রিপুরার বাইরে থাকায় ঘটনার খবর পেয়েই তিনি স্থানীয় বিধায়ক ভগবান চন্দ্র দাস এবং কুমারঘাটস্থিত বিদ্যুৎ নিগমের ডিজিএমের সাথে কথা বলেছেন। কিভাবে এমন মর্মান্তিক ঘটনা ঘটলো, এ বিষয়ে তদন্ত করে দ্রুত ত্রিপুরা সরকারের কাছে রিপোর্ট জমা দেওয়ার জন্যও ডিজিএমকে নির্দেশ দিয়েছেন ।এদিন মুখ্যমন্ত্রী সামাজিক মাধ্যমে এক বার্তায় বলেন, আজ কুমারঘাটে উল্টোরথ টানার সময় এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন বেশ কয়েকজন পূণ্যার্থী এবং আহত হয়েছেন আরও কয়েকজন। এই ঘটনায় আমি অত্যন্ত মর্মাহত ।শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাই। পাশাপাশি, আহত ব্যাক্তিদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করি। ত্রিপুরা সরকার এই কঠিন সময়ে তাদের পাশে রয়েছে। এদিকে, পরিবহণ মন্ত্রী সহ মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্যরা ওই ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। শোক জানিয়েছেন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক এবং সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব এবং তিপরা মথার সুপ্রিমো তথা এমডিসি প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণও। প্রদ্যোত তিপরা মথার সকল বিধায়ক এবং এমডিসি-দের নিহত এবং আহতদের পরিবারের পাশে দাড়ানোর নির্দেশ দিয়েছেন। এদিকে, ঘটনার পর মন্ত্রী টিংকু রায়, ঊনকোটি জেলাশাসক, মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক জেলা হাসপাতালে ছুটে গেছেন। মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক(ডা.) মানিক সাহা ট্রেনে চেপে কুমারঘাটের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছেন। জি বি হাসপাতালে স্থানান্তর হওয়া রোগীদের চিকিৎসার খোঁজ নিতে ছুটে গেছেন বিজেপি প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য।

দপ্তরের

● প্রথম পাতার পর

জনগণ। অবিলম্বে এ ব্যাপারে প্রশাসনকেপ্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জোরালো দাবি উঠেছে। এলাকাবাসী অভিযোগ করেছেন নির্বাচনের আগে এলাকার রাস্তাটি সংস্কারের জন্য রাজনৈতিক দলের নেতা মাতব্বররা সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু ভোটের বৈতরণী পার হওয়ার পর কেউ রাস্তাটির সংস্কারের জন্য উদ্যোগ দিচ্ছে না।

ছন্দপতন

● প্রথম পাতার পর

বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। মৌসম বিভাগ জানিয়েছে, আজ বিকেল সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত আগরতলায় ২৪.৬ এম এম এবং কৈলাসহরে ৭.২ এমএম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে।

রাজ্য সরকার

● প্রথম পাতার পর

কুমারঘাট পৌঁছেই মুখ্যমন্ত্রী প্রথমে কুমারঘাটের গীতাঞ্জলী অডিটরিয়ামের কাছে দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। এরপর মুখ্যমন্ত্রী কুমারঘাট মহকুমা হাসপাতাল ও ফটিকরায় প্রথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এই ঘটনায় আহতদের দেখতে যান ও তাদের শারীরিক অবস্থার খোজ খবর নেন। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা মন্ত্রী টিংকু রায়, উনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দু দাস, বিধায়ক ভগবানচন্দ্র দাস, ত্রিপুরা শিল্প উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান নবাদল বণিক, ঊনকোটি জেলার জেলাশাসক তড়িৎ কান্তি চাকমা, ঊনকোটি জেলার পুলিশ সুপার কান্তা জাঙ্গির, কুমারঘাট মহকুমার মহকুমা শাসক সুব্রত দাস প্রমুখ ।উল্লেখ্য, অন্যান্য বছরের মতো এবছরও ঊনকোটি জেলার কুমারঘাটে স্থানীয় ইসকনের উদ্যোগে আজ উল্টোরথের আয়োজন করা হয়েছিল। এই উল্টোরথ উৎসবে অগণিত ভক্তপ্রাণ পুণ্যার্থীর সমাগম হয়েছিল। বিকেলের দিকে উত্তর পাবিয়াছড়ার দিকে যাওয়ার সময় গীতাঞ্জলী অডিটরিয়ামের কাছে জাতীয় সড়কের উপর রথে বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হয়ে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে সাথে সাথেই অগ্নিনির্বাপকের উদ্ধারকারী দল নিহত ও আহতদের দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যায়। প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী এই দুর্ঘটনায় এখন পর্যন্ত ২ জন শিশু সহ ৭ জন নিহত ও ১৬ জন আহত হয়েছেন। আহতদের কুমারঘাট, ফটিকরায়, কৈলাসহর ও আগরতলার হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে।

অবরোধ

● প্রথম পাতার পর

বৃষ্টির জলে বক্স কালভার্টের দুপাশের রাস্তা চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়ে। এমনকি বক্স কালভার্টের দুপাশের রাস্তা এতটাই কর্দমাক্ত হয়েছে যে, প্রতিদিন দুর্ঘটনা ঘটছে। তাঁদের আরও অভিযোগ, এবিষয়ে একাধিকবার পূর্ত দপ্তরে মৌখিক ও লিখিত অভিযোগ করা হলে তারা জানিয়েছিল তিন দিনের মধ্যে রাস্তা সংস্কার করা হবে। কিন্তু দেখা গেছে, একমাস অতিক্রম হলেও তারা রাস্তা সংস্কারে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না। তাই, জনগণ বাধ্য হয়ে বুধবার সকালে রাস্তা সংস্কারের দাবিতে সড়ক অবরোধ করেন। রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন স্থানীয় মানুষ। তাঁদের দাবি,অতিসত্বর রাস্তা সংস্কার করা হোক। এই অবরোধের জেরে রাস্তার দুই ধারে যান চলাচল স্তব্দ হয়ে পড়েছিল। তাতে যাত্রী দূভর্গে চরমে পৌঁছেছিল ।অবরোধের খবর পেয়ে প্রসাশনের পদস্থ আধিকারিকরা ছুটে গেছেন। তাঁরা অবরোধকারীদের সাথে কথা বলেন এবং রাস্তা সংস্কার করা হবে তা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ওই আশ্বাসের ভিত্তিতে অবরোধ প্রত্যাহার করেন স্থানীয় মানুষ।

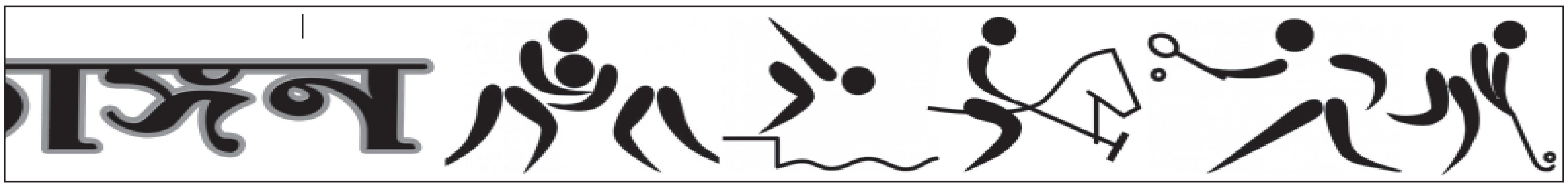

সি-ডিভিশন : সাই এসটিসি-কে হারিয়ে প্রথম জয়ের স্বাদ ওরিয়েন্টাল ক্লাবের

ওরিয়েন্টাল: ৩ (বিতেন্দ্র, প্রনয়ন, প্রশান্ত) সাই এসটিসি: ০

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুন।। মরশুমে প্রথম জয়ের স্বাদ পেয়েছে ওরিয়েন্টাল ফুটবল ক্লাব। প্রথম ম্যাচে হার, দ্বিতীয় ম্যাচে ড্র-এর পর তৃতীয় ম্যাচের মাথায় প্রথম জয়ের স্বাদ তাদের মনোবল অনেকটা বাড়িয়ে দিয়েছে। গ্রুপ লীগের পরবর্তী দুটি ম্যাচে বড় ব্যবধানে জয় পেলে হয়তো মূল পর্বে খেলার ছাড়পত্র পেয়ে যেতে পারে। তবে এর জন্য অবশ্যই পরবর্তী ম্যাচগুলোর দিকে নজর রাখতে হবে। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত সি ডিভিশন লিগ ফুটবলের গ্রুপ এ-র খেলায় ওরিয়েন্টাল ফুটবল ক্লাব ৩-০ গোলের ব্যবধানে সাই এসটিসি-কে পরাজিত করেছে। বিজিত সাই এসটিসি-র পক্ষে এটি চলতি গ্রুপ লিগ ফুটবলে প্রথম পরাজয়। পর পর দুটি ম্যাচে ইকফাই ও জম্পুইজলা-র সঙ্গে ড্র-এর পর আজ, বুধবার ওরিয়েন্টাল -এর কাছে হেরে সাই এসটিসি-কে অনেকটা পিছিয়ে পড়তে হয়েছে। স্থানীয় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে বিকেলের খেলা আক্রমণ ও পাল্টা আক্রমণের মধ্য দিয়ে এগুলে ৩৫ মিনিটের মাথায় বিতেন্দ্র রিয়াং এর গোলে ওরিয়েন্টাল ফুটবল ক্লাব ১-০তে এগিয়ে যায়। প্রথমার্ধে ওরিয়েন্টাল বীতেন্দ্রর গোলেই লিড পায়। দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকেই দুদলের খেলোয়াররা গোলের সন্ধানে যথেষ্ট চেষ্টা করলেও শেষ পর্যন্ত ৫৭ ও ৬৮ মিনিটের মাথায় ওরিয়েন্টাল ফুটবল ক্লাবের প্রণয়ন দত্ত ও প্রশান্ত নোয়াতিয়া পরপর দুটি গোল করে ব্যবধান বাড়িয়ে ৩-০ করে নেয়। পরবর্তী সময়ে দুদলের খেলোয়াড়রা ক্রমশ চেষ্টা করে গেলেও চতুর্থ গোলের সন্ধান কেউ দিতে পারেনি। তবে খেলার দুই অর্থে বিজিত সাই এস টি সি-র মাটম জমাতিয়া ও শান্ত জমাতিয়াকে রেফারী হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করেন। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন রেফারি বিশ্বজিৎ দাস, শিবজ্যোতি চক্রবর্তী, চিরঞ্জিত দেববর্মা ও হরি শর্মা।

আমবাসায় সিনিয়র টি-২০ টানা জয়ে এগিয়ে যুবসমাজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুন।। জয়ের ধারা অব্যহত রাখলো যুব সমাজ ক্লাব। টানা ২ ম্যাচে জয় পেয়ে ফাইনালে যাওয়ার দৌড়ে এককদম এগিয়ে গেলেন মনিষ রুদ্র পাল-রা। মহকুমা ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সিনিয়র টি-২০ ক্রিকেটে। দশমীঘাট মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে বুধবার যুব সমাজ ক্লাব ৫ রানে পরাজিত করে ভি কে নগর স্পোর্টস দলকে। যুব সমাজ ক্লাবের গড়া ১৩২ রানের জবাবে ভি কে নগর স্পোর্টস ৮ উইকেট হারিয়ে ১২৭ রান করতে সক্ষম হয়। এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে যুবসমাজ ক্লাব নির্ধারিত ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে ১৩২ রান করে। দলের পক্ষে ওপেনার সাগর দেব ৪৪ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৫, মনিশ রুদ্র পাল ১৫ বল খেলে ৫ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৩, ফনি ভূষন দেব ২৬ বল খেলে ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৮ এবং করণ পাল ১২ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৩ রান করেন। ভি কে নগর স্পোর্টস দলের পক্ষে সুকান্ত পাল ৩৩ রানে ৩ টি,কনভ চক্রবর্তী ২৩ রান দিয়ে ২ টি এবং টুপাই দেব ৩০ রান দিয়ে ২ টি উইকেট পেয়েছেন। জবাবে খেলতে নেমে ভি কে নগর স্পোর্টস দল নির্ধারিত ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে ১২৭ রান করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে রোনি রায় ২১ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারি ও ৩ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৩, শুভদীপ দেব ৩৫ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৩, দুর্জয় চক্রবর্তী ১৬ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৮ এবং উত্তম দাস ১৫ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৬ রান করেন। যুব সমাজ ক্লাবের পক্ষে রাহুল পাল ২০ রানে ২ টি এবং প্রাণতোষ দেব ২৫ রানে ২ টি উইকেট পেয়েছেন। ভি কে নগর স্পোর্টস দল প্রথম ম্যাচে জয় পেলেও এদিন পরাজিত হওয়ায় কিছুটা পিছিয়ে পড়লো। আজ যুব সমাজ ক্লাব খেলবে ভেনাস ক্লাবের বিরুদ্ধে।

শান্তির বাজারে চ্যালেঞ্জার ট্রফি : জনকের পারফরম্যান্সে খেতাবের দোরগোড়ায় কসমোপলিটন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুন।। জনক রিয়াং-এর অলরাউন্ড পারফরম্যান্স। করলেন ঝড়ো শতরান। পাশাপাশি বল হাতে তুলে নিলেন বিপক্ষের ৩ উইকেট। জনকের দুরন্ত অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে জয় পেলো কসমোপলিটন ক্লাব। পরাজিত করলো ব্রু জোয়াইন মথৌ দলকে। ৮৮ রানে। মহকুমা ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত চ্যালেঞ্জার ট্রফি সিনিয়র ক্রিকেটের সুপার লিগে। বাইখোরা স্কুল মাঠে কসমোপলিটন ক্লাবের গড়া ২৫৮ রানের জবাবে ব্রু জোয়াইন মথৌ দল ১৭০ রান করতে সক্ষম হয়। বিজয়ী দলের জনক রিয়াং ১২০ রান করেন। বুধবার সকালে বৃষ্টির জন্য নির্ধারিত সময়ের অনেক পর খেলা শুরু হয়। ফলে ওভার কমিয়ে আনা হয় ২৩ এ। সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে কসমোপলিটন ক্লাব নির্ধারিত ওভারে ৬ উইকেট হারিয়ে ২৫৮ রান করে। দলের পক্ষে জনক রিয়াং ৬৩ বল খেলে ১৪ টি বাউন্ডারি ও ৬ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১২০ (অপ:), বিভাষ বৈদ্য ৪২ বল খেলে ৭ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৬৪, রাহুল হুসেন ১৮ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৩ এবং ঋতম মজুমদার ৪ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৭(অপ:) রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১৭ রান। ব্রু জোয়াই মথৌ দলের পক্ষে এন বিশ্বনাথন দেওয়ান ৪৫ রান দিয়ে ৩ টি উইকেট পেয়েছেন। জবাবে খেলতে নেমে ব্রু জোয়াইন মথৌ দল ২২.১ ওভারে সবকটি উইকেট হারিয়ে ১৭০ রান করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে এন বিশ্বনাথন দেওয়ান ৩৬ বল খেলে ৯ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৫৮, রাম কিশোর রিয়াং ২২ বল খেলে ৬ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৮, উমেশ রিয়াং ১৩ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৫ এবং অমল রিয়াং ১০ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১২ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১৫ রান। কসমোপলিটন ক্লাবের পক্ষে জনক রিয়াং ১৩ রানে ৩ টি এবং সম্রাট মজুমদার ৩৬ রানে ৩ টি উইকেট পেয়েছেন।

দলিপ ট্রফি শুরুতেই মনিশংকরের চমক প্রথম ইনিংসেই পাঁচ উইকেট দখল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুন।। শুরুতেই মনির দুর্দান্ত চমক। আমাদের মনি। পুরো নাম মনি শংকর মুরাসিং। প্রথম ম্যাচের প্রথম ইনিংসে একেবারে পাঁচ উইকেট দখল। জাতীয় ক্রিকেটে, দলীপ ট্রফির আসরে পূর্বাঞ্চলের হয়ে মনি শংকর আজ প্রথম দিনেই ভীষণ আলোচিত নাম। সেন্ট্রাল জোনের বিরুদ্ধে ইস্ট জোনের খেলা। আলু-র ক্রিকেট স্টেডিয়ামে দলীপ ট্রফির প্রথম ম্যাচ। টস জিতে সেন্ট্রাল জোন প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। বিবেক সিং, হিমাংশু মন্ত্রী, কুনাল চান্দেজা পাশাপাশি রিঙ্কু সিং এর মত ব্যাটসম্যানরাও যখন ব্যাট হাতে মারকুটে ভূমিকায়, তখন রুদ্রমূর্তি ধারণ করে মনিশঙ্কর মুরাসিং। একাই ৫ উইকেট তুলে নেয় স্রেফ ৪২ রানের বিনিময়ে। সেন্ট্রাল জোন ৭১.৪ ওভার খেলে ১৮২ রান সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে রিংকু সিং সর্বাধিক ৩৮ রান পায়। এছাড়া হিমাংশু মন্ত্রীর ২৯ রান, উইকেট রক্ষক উপেন্দ্র যাদবের ২৫ রান, ওপেনার বিবেক সিং-এর ২১ রান উল্লেখযোগ্য। মনিশঙ্করের পাঁচ উইকেটের পাশাপাশি শাহবাজ পেয়েছে রিংকু সিং ও শুভম শর্মার দুটি উইকেট। এছাড়া ঈশান পোড়েল ও শাহবাজ নাদিম পেয়েছে একটি করে উইকেট। জবাবে ব্যাট করতে নেমে দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে ইস্ট জুন ১২ ওভার ব্যাটিং এর সুযোগ পায়। ইতোমধ্যে দুই উইকেট হারিয়ে ইস্ট জুন ৩২ রান সংগ্রহ করেছে। শান্তনু মিশ্র ছয় রানে এবং অধিনায়ক ঈশ্বরণ শূন্য রানে প্যাভিলিয়নের ফিরলেও সুদীপ কুমার ঘরামী ১৯ রানে এবং স শাহবাজ নাদিম ৬ রানে উইকেটে রয়েছেন। সেন্ট্রাল জোনের আবেশ খান একাই দুটি উইকেট পেয়েছেন।

PUBLIC NOTICE

04(Four Nos.) eligible beneficiaries of PMAY-G under Silachari R.D Block are dead and no legal heir as per record of VC. It has been learnt from the Village Committees that the households had no legal heir. Therefore, claims are hereby invited from genuine legal heir households by submitting his/her identity Proof and other relevant documents till 29/06/2023 which may be communicated to the office of the BDO Silachari R.D Block through = Email: bdosilachari@rediffmail.com, Phone no. 9615436385 or in written application for validating the claims. Non-claimant. of the PMAY(G) (AWASS+) houses from genuine household will be permanently deleted from PWL,
Following are the details of the beneficiaries:-

Sl. No.	Beneficiary Name	PMAYG ID	Address as per Record
1	Chaila fru Mog Chudhary.	TR117281746	Ailmara
2 .	Chendao mog	TR117284544	Ailmara
3	Indubilash Chakma	TR118081328	Ailmara
4	Muna Rani Sen	TR136679219	Silachari

ICA/D-501/23

Block Development Officer *
Silachari R. D. Block

PNIT NO: e-PT- XV/EE/RD/ABS/2023-24 DATED-23/06/2023

On behalf of the 'Governor of Tripura' the Executive Engineer, R.D Ambassa Division, Ambassa, Dhalai District, Tripura invites e-tender from eligible bidders up to 3.00 P.M. on 06/07/2023 for 06(Six) nos. Construction work at different site under RD Ambassa Division. For details visit website https://tripuratenders.gov.in and contact at M-09436183234 (during office hours only). Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

[Er.B. Sutradhar]
Executive Engineer
R.D. Ambassa Division

ICA/C-1198/23

PNIT NO: e-PT-XIV/EE/RDD/ABS-DIVN/JNR/2023-24, DATED-19/06/2023

On behalf of the 'Governor of Tripura' the Executive Engineer, R.D Ambassa Division, Dhalai District, Tripura invites e-tender from eligible bidders up to 3.00 P.M. on 03/07/2023 for 02 (Two) Nos. civil work, namely, (1) Creation of Drinking Water Source at Ambassa Cotony JB School (2) Creation of Drinking Water Source at Saikarbari J.B. School of Setrai VC. For details visit website https://tripuratenders.gov.in and contact at M-08732042622 (during office hours only). Any subsequent corrigendum will be available in the website only. Also everyone is requested to give up the use of plastic for the sake of the earth.

[Er.B. Sutradhar]
Executive Engineer
R.D. Ambassa Division

ICA/C-1197/23

CORRINGENDUM

Please read "Name of work:- Development of Banamalipur Dhighi under AMC word No- 29/ SH:- Providing C.C Pavement with skin reinforcement, chequered tiles, Grill, hand.rail etc" instead of "Construction of Double storied shelter house for Urban Homeless (SUH)__at Ambassa Municipal Council under Urban Development Department, Engineering Wing, Agartala" in the Annexure-V Page-122 & Annexure-VII Page-121 of DNIeT No:- 01 /EE-IV/ UDD/EW/2023-24 and PNIT No:- 01 /EE-IV/UDD/EW/2023-24 Dated 20/06/2023 Vide Memo No:- 4(4)-UDD/EW/2023-24/17959-74, Dated-20/06/2023 of this office.
All other terms and condition will remain unchanged.

ICA/C-1194/23

Executive Ehgineer
Urban Development Department
Agartala West Tripura

NOTICE INVITING TENDER (NIT)
PNIe-T NO:- 23/EE/PNIe-T/MECH.DIVN/AGT/2023-24 Dated : 22/06/2023

The Executive Engineer, Mechanical for the following work: Division, Agartala on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online item rate e-tender in single bid system from Original Equipment Manufacturer (OEM) of Lift/ Original Equipment Manufacturer (OEM) authorized dealer or service provider or the firm having license/authorization issued by Government for maintenance of lifts or any reputed firm having specified experience in maintenance of lifts for the following work :

SL.NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID
1	Comprehensive Annual Maintenance Contract (CAMC) for 05 (Five) Nos. Elevators (Otis make) of different capacity installed at different locations in High Court of Tripura, Agartala for a period of 02(two) years. DNIe-T No:29/B/DNIeT/SE-IV/PWD(R&B) / 2023-24	₹ 29,23,141.00	₹ 58,463.00	730 (Seven Hundred & Thirty) days	Up to 15.00 Hrs on 07/07/2023.	At 15.30 Hrs 07/07/2023

Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in

ICA/C-1191/23

Executive Engineer
Mechanical Division, Agartala

No F.5 (10)/BDO/MDI/BEUP/2023-24 / 11646 Dated, 23/06/2023.
"SHORT NOTICE INVITING SHORT QUOTATION"

On behalf of Governor of Tripura the undersigned invites sealed Quotation of rate in the plain paper for procurement of Musical Instruments, Sewing Machine and Sports Goods for the financial year 2023-24 under Mandwi RD Block, West Tripura from Registered traders / Cooperatives dealing offices for Solid Waste Management Programme.
The Tender Box will be kept opened for dropping of quotation by the intending Quotationer in the office chamber of the undersigned (in the chamber of the Auditor) fromdated 27/06/2023 to 30/06/2023 up to 3.00 pm(office hours and offige days only, excluding govt. Holiday).

(Joydeep Debbarma, TCS)
Block Development Officer
Mandwi R.D. Block
West Tripura

ICA/C-1180/23

PNIeTNo: 34/ EE/CCD/PWD/2023-24, Dated. 22/06/2023

The Executive Engineer, Capital Complex Division, PWD (Buildings), Capital Complex, Agartala, West Tripura on behalf of the ' Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender in single bid system from the eligible Central & State Public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors/Firms/Private Ltd. Firm/Agencies_ of Appropriate Class Division, Kunjaban, Agartala during the year 2023-24/SH:- Protection work with 'PVC wire crates, earth filling, palisading work etc. For Details visit website https://tripuratenders.gov.in. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
DNIeT No: 27/DNIT/EE/CCD/PWD/2023-24
Estimated Cost: & 7,28,777.00 Earnest Money: = 14,576.00 .00 and Time for completion will be 90 (Ninety) Days.
Last date & time for online Bidding: 13 /07/2023 Upto 3.00 PM

ICA/C-1175/23

Executive Engineer
Capital Complex Division, PWD(Buildings)
Agartala, West Tripura

ত্রিপুরা সরকার
অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণী কল্যাণ দপ্তর
এয়ারপোর্ট রোড, গোর্খাবস্তি আগরতলা

ড. বি. আর. আম্বেদকর স্মৃতি মেধা পুরস্কারের জন্য আবেদন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণী ভুক্ত ত্রিপুরায় স্থায়ীভাবে বসবাসকারী যে সকল মেধাবী ছাত্রছাত্রী ২০২৩ ইং শিক্ষাবর্ষে রাজ্যের কোন স্বীকৃত বিদ্যালয় হতে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় কম পক্ষে গড়ে ৬০ শতাংশ নম্বর পেয়ে (সব বিষয়ে অবশ্যই পাশ করতে হবে) ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে তাদের অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণী কল্যাণ দপ্তর থেকে ড. বি. আর. আম্বেদকর স্মৃতি মেধা পুরস্কার প্রদান করা হবে। ছাত্রছাত্রীরা আগামী ০৫/১০/২০২৩ ইং তারিখের মধ্যে **(bms.tripura.gov.in) Portal** এ **Online** এর মাধ্যমে আবেদন করতে পারবে। আবেদন করার পরবর্তীতে নিম্নে উল্লেখিত বিষয়গুলির প্রত্যয়িত নকল কপি যথাক্রমে (১) মার্কসিট (২) আধার কার্ড (৩) ব্যাংক একাউন্টের বিস্তারিত বিবরন (৪) ও বি সি সার্টিফিকেট (৫) রেশন কার্ড (৬) **BMS Acknowledgement Slip** সহ আবেদনপত্র নিজ নিজ বিদ্যালয় প্রধানদের কাছে আগামী ১৫/১০/২০২৩ ইং তারিখের মধ্যে জমা করার জন্য বলা হচ্ছে। এখানে উল্লেখ্য কেবল মাত্র অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণীভুক্ত ছাত্রছাত্রীরাই নিম্ন হারে এই পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

- যারা মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে তাদের প্রত্যেককে ১,৫০০/- টাকা হারে আর্থিক পুরস্কার-সহ শংসা পত্র প্রদান করা হবে।
- **Tripura Board of Secondary Education (TBSE)** কর্তৃক পরিচালিত মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় যে সমস্ত ও বি সি সম্প্রদায়ভুক্ত ছাত্রছাত্রী বর্তমান শিক্ষাবর্ষে ১ম থেকে ১০ম এর মধ্যে স্থান পেয়েছে তাদের আম্বেদকর স্বর্ণপদক প্রদান করা হবে। এই পুরস্কার প্রাপক ছাত্রছাত্রীদের ক্ষেত্রে ও **BMS Portal** এ **Online** আবেদন প্রযোজ্য। এই সকল ও বি সি ছাত্রছাত্রীদের কে আগামী ৩০/১০/২০২৩ ইং তারিখের মধ্যে সরাসরি নিম্ন স্বাক্ষর কারির অফিসে তাদের **BMS Acknowledgement Slip** সহ আবেদনপত্র জমা করার জন্য বলা হচ্ছে। আবেদন পত্রের সঙ্গে (১) মার্কসিট (২) আধার কার্ড (৩) ব্যাংক একাউন্টের বিস্তারিত বিবরন (৪) ও বি সি সার্টিফিকেট (৫) রেশন কার্ড এর প্রত্যয়িত নকল কপি সহ সাদা কাগজে দরখাস্ত করে আবেদনপত্রটি জমা করার জন্য বলা হচ্ছে।
- সমস্ত হাই/হাইয়ার সেকেন্ডারী স্কুলের প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকাদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে, তারা যেন যোগ্যতা সম্পন্ন আবেদনকারী ও বি সি ছাত্রছাত্রীদের আবেদন পত্র গুলো আগামী ২০/১০/২০২৩ ইং তারিখের মধ্যে **Offline mode** - এ **verification** করে স্ব স্ব **SDM Office** এ জমা করেন।
- এই ক্ষেত্রে মহকুমা শাসক গনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে অনুরোধ করা হচ্ছে যে তারা যেন প্রয়োজনীয় তদন্তক্রমে সমস্ত দরখাস্ত আগামী ৩০/১০/২০২৩ ইং তারিখের মধ্যে **BMS Portal** এ **as a cheeker level Verification** শেষ করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

উপরিউক্ত বিজ্ঞাপন মূলে কোন আবেদনকারীর আবেদপত্র উল্লেখিত তারিখ ও নিয়ম অনুসারে দপ্তরের গোচরে না এলে পরবর্তী পর্যায়ে কোন আবেদন বিবেচনার প্রশ্নে দপ্তর কোন অবস্থাতেই দায়ী থাকবে না।

বিস্তারিত জানার জন্য লগ-ইন করুন www.obcw.tripura.gov.in, (0381)232-9034, e-mail - dir.obcw-tr@gov.in, Whatsapp Number - 8798224220

27/06/23
(নির্মল অধিকারী)
অধিকর্তা
অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণী কল্যাণ দপ্তর

ICA/D-510/23

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION
AGARTALA

PNIe-T- No: 02/EE/Div-II/AMC/2023--24 Dated:- 21-06-2023

Sl. No.	D.N.I.e-T No.	Estimate Cost	Earnest Money	Time of Completion
1	DNIe-T No:02/DIV-II/AMC/2023-24	Rs.12,15,210.00	Rs.24,304.00	30 (thirty) days
2	DNIe-T No:03/DIV-II/AMC/2023-24	Rs.13,24,571.00	Rs.26,491.00	60 (sixty) days

Last date and time for document downloading / bidding: **05-07-2023 at 14.00 Hrs /15.00 Hrs.**
Other necessary details information can be seen in the office hours of the undersigned.
Bid forms and other details can be obtained from website https://tripuratenders.gov.in

21/06/23
Executive Engineer,
Division No-II,
Agartala Municipal Corporation

আগরতলায় উল্টো রথ ঘিরে ব্যাপক উচ্ছ্বাস। বুধবার তোলা ছবি নিজস্ব।

ঔষধ বিক্রয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে তৃণমূলস্তরে সচেতনতা প্রয়োজন ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুন।। ঔষধের দাম একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে বেধে দিয়ে সাধারণ মানুষের জন্য বিভিন্ন ঔষধকে সহজলভ্য করে দেওয়ার ক্ষেত্রে ন্যাশন্যাল ফার্মাসিউটিক্যাল অথরিটি (এনপিপিএ) কাজ করে চলেছে। কিন্তু সাধারণ মানুষ এসম্পর্কে খুব একটা অবগত নন। আমাদের রাজ্যেও ত্রিপুরা স্টেট ফার্মাসিউটিক্যাল প্রাইস মনিটরিং এণ্ড রিসোর্স ইউনিট (টিপিএমআরইউ) এই কাজ করছে। এই ব্যবসায় বিশ্বাসযোগ্যতা, নজরদারি ও স্বচ্ছতা খুবই প্রয়োজন। আজ প্র'ভবনের ১নং হলে আয়োজিত 'ফি'শেন অব সিলিং প্রাইসেস আণ্ডার এনএলইএম ২০২২-এনসিউরিং এফরডেবিলিটি' শীর্ষক সেমিনারের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। এই সেমিনারের আয়োজন করেছে ত্রিপুরা স্টেট ফার্মাসিউটিক্যাল প্রাইস মনিটরিং এণ্ড রিসোর্স ইউনিট।

আমাদের দেশে টিপিএমআরইউ'র উল্লেখযোগ্য কাজের প্রশংসা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ঔষধ বিক্রয়ের উপর এধরণের নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে ত'ণমূলস্তরে সচেতনতা প্রয়োজন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী যে স্বচ্ছতার উপর জোর দিচ্ছেন রাজ্য সরকারও সেই নীতি অনুসরণ করে চলেছে এবং স্বাস্থ্যক্ষেত্রকে অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করছে। ইতিমধ্যে আয়ুমান ভারত প্রকল্পে রাজ্যে ১৩ লক্ষ কার্ড বিলি করা হয়েছে এবং প্রায় ২ লক্ষ আবেদন মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। রাজ্যে শুধু ঔষধ বিক্রি নয় ঔষধ তৈরীর সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে তিনি স্বাস্থ্য দপ্তরকে নির্দেশ দেন। এতে রাজ্যে নতুন শিল্প ও গড়ে উঠবে। প্রসঙ্গক্রমে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, উত্তর পূর্বা'লের রাজ্যগুলির মধ্যে ড্রাগ বাজেয়াপ্তকরণের ক্ষেত্রে ত্রিপুরা দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। এব্যাপারে জিরো টলারেন্স এর উপর জোর দিয়ে তিনি বলেন, রাজ্য সরকার চেষ্টা করছে রাজ্যের প্রতিটি জেলায় একটি ডি-এডিকশান সেন্টার খুলতে।

সেমিনারে অন্যান্যদের মধ্যে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এনপিপিএ-এর ডাইরেক্টর রতন কুমার খাটওয়ানি, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের সচিব ডা. দেবাশিস বসু, স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তা তথা টিপিএমআরইউ-র চেয়ারম্যান ড. শুভাশিস দেববর্মা, রাজ্যের ডেপুটি ড্রাগ কন্ট্রোলার তথা টিপিএমআরইউ-র মেম্বার সেক্রেটারি কা'ন সিনহা, বিভিন্ন ফার্মাসিউটিক্যাল সংস্থার প্রতিনিধি ও রিপস্যাট-এর ছাত্রছাত্রীরা। অনুষ্ঠানের শুরুতেই অতিথিদের রিসা, মারক ও গাছের চারা দিয়ে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। স্বাগত ভাষণ রাখেন ডেপুটি ড্রাগ কন্ট্রোলার কা'ন সিনহা এবং ধন্যবাদ 'পন করেন স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডা. শুভাশিস দেববর্মা। এনপিপিএ-র অধিকর্তা রতন কুমার খাটওয়ানি এনপিপিএ'র কাজকর্ম সম্পর্কে আলোচনা করেন। সেমিনারে এনপিপিএ ও টিপিএমআরইউ'র কাজকর্ম সম্পর্কিত দু'টি সংক্ষিপ্ত ভিডিও দেখানো হয়।

বিদ্যালয় চত্বরে নেশা সামগ্রীর ছয়লাপ, উদ্বিগ্ন অভিভাবকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৮ জুন।। বিদ্যালয় চত্বরে নেশা সামগ্রীর ছয়লাভ। নেশায় আসক্ত হচ্ছে বিদ্যালয়ের কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীরা। ঘটনা, মুঙ্গিয়াবাড়ী দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় সংলগ্ন এলাকায়। এগুলির প্রতিবাদে এবার ময়দানে অভিভাবক মহল সহ বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। সংবাদে প্রকাশ, মুঙ্গিয়াবাড়ী দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় সংলগ্ন এলাকায় বেশ কয়েকটি দোকানে দীর্ঘদিন ধরেই ধূমপানের সামগ্রী (সিগারেট) এবং বিভিন্ন ক্ষতিকারক পানমসলা সহ নেশা জাতীয় সামগ্রী বিক্রি করছিল একাংশ অসাধু দোকানীরা। এতে করে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরাও দিনের পর দিন এগুলিতে আসক্ত হয়ে পড়ছে। ফলে বাধ্য হয়ে বুধবার দিন এলাকার একাংশ অভিভাবক মহল এগুলির প্রতিবাদ করে এবং ওই দোকানগুলিতে হানা দেয় এবং ওই সকল অসাধু দোকানী"দের কড়া ভাষায় হুঁশিয়ারি দিয়ে বলে যাতে আগামী দিন বিদ্যালয় সংলগ্ন এলাকায় এ ধরনের নেশা সামগ্রি বিক্রি না করে তারা। উল্লেখ্য, আইন অনুযায়ী যেকোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ২০০ গজের মধ্যে নেশা সামগ্রী বিক্রি করা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। এ সম্পূর্ণ ঘটনার ব্যাপারে মুঙ্গিয়াবাড়ী দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল শ্রী মনোজ দেববর্মা বলেন,,,, এব্যাপারে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং এই বিষয়ের উপর সচেতনতামূলক কর্মসূচিও গ্রহণ করা হবে বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে।

উৎসাহ উদ্দীপনায় রাজ্যজুড়ে পালিত হল উল্টো রথ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুন।। প্রাকৃতিক দুর্যোগ উপেক্ষা করে জগন্নাথ জিও মন্দির সহ সর্বত্রই উল্টোরথ ভক্ত প্রাণ মানুষের অংশগ্রহণের ভাব গম্ভীর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়। বৃষ্টিস্নাত উলটোরথ! আগরতলায় ঐতিহ্যের রথযাত্রা মানে জগন্নাথ জিউ মন্দিরের রথ।

প্রতিবছরের মতো এবারও রথের আয়োজন হয় সেখানে। জগন্নাথ ধামে অগণিত ভক্তদের ভিড়। বৃষ্টি যেন বারবার সবকিছু উলটপালট করে দিচ্ছিল। কিন্তু বৃষ্টি বাধার কারণ নয়, বৃষ্টি মাথায় অগণিত ভক্তদের টানে জগন্নাথ সুভদ্রা বলরাম রথে চড়ে ঘুরলেন রাজধানীর বিভিন্ন পথ।গত কয়েক দশক ধরে এ রথযাত্রা ব্যাপক সাড়া ফেলেছে আগরতলায়। ২০ জুন রথযাত্রা। আজ নিয়ম ও রীতিনীতি মেনে হলো উলটোরথ। বৃষ্টি ভিলেন হলেও ভক্তজোরে সবই যেন জগন্নাথ কৃপায় মলিন হয়ে গেলো মিলনের উৎসবে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ উপেক্ষা করে জগন্নাথ জিও মন্দির সহ সর্বত্রই উল্টোরথ ভক্ত প্রাণ মানুষের অংশগ্রহণের ভাব গম্ভীর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়। বৃষ্টিস্নাত উলটোরথ! আগরতলায় ঐতিহ্যের রথযাত্রা মানে জগন্নাথ জিউ মন্দিরের রথ। প্রতিবছরের মতো এবারও রথের আয়োজন হয় সেখানে। জগন্নাথ ধামে অগণিত ভক্তদের ভিড়। বৃষ্টি যেন বারবার সবকিছু উলটপালট করে দিচ্ছিল। কিন্তু বৃষ্টি বাধার কারণ নয়, বৃষ্টি মাথায় অগণিত ভক্তদের টানে জগন্নাথ সুভদ্রা বলরাম রথে চড়ে ঘুরলেন রাজধানীর বিভিন্ন পথ।গত কয়েক দশক ধরে এ রথযাত্রা ব্যাপক সাড়া ফেলেছে আগরতলায়। ২০ জুন রথযাত্রা। আজ নিয়ম ও রীতিনীতি মেনে হলো উলটোরথ। বৃষ্টি ভিলেন হলেও ভক্তজোরে সবই যেন জগন্নাথ কৃপায় মলিন হয়ে গেলো মিলনের উৎসবে।

তিপ্রা মথায় ভাঙ্গন প্রমোদনগর কেন্দ্রে

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৮ জুন।। তিপ্রামথা দলে ভাঙ্গন অব্যাহত, আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে কল্যাণপুর প্রমোদনগর বিধানসভা কেন্দ্রের পাহাড় থেকে সমতল সর্বত্রই ক্রমান্বয়ে শক্তি বৃদ্ধি করে চলেছে শাসক বিজেপি দল। শাসক বিজেপি দলের সাংগঠনিক কর্মসূচির নামে একদিকে চলছে প্রায় প্রতিনিয়ত শক্তি বৃদ্ধি, আর অন্যদিকে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর সংগঠন এক প্রকার দুমড়ে মুচড়ে যাচ্ছে।

বুধবার এরকম'ই এক প্রক্রিয়ার অঙ্গ হিসেবে রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল তিপ্রামথা দলের অন্যতম শক্ত ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত কল্যাণপুর প্রমোদনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উত্তর মহারানীপুরে এক প্রকার ধ্বসের সূত্রপাত তিপ্রামথা শিবিরে। এদিন কল্যাণপুর প্রমোদনগর বিধানসভার উত্তর মহারানীপুর এলাকায় আয়োজিত এক সভার মধ্য দিয়ে তিপ্রামথা দল থেকে ৮ পরিবারের ২১ জন ভোটার বিজেপি দলে সামিল হয়েছেন। নবাগত"দের ভারতীয় জনতা পার্টির পরিবারে বরণ করে নেন খোয়াই জেলা জনজাতি মোর্চার সহ-সভাপতি প্রণজিৎ দেববর্মা, দলের উত্তর মহারানীপুর শক্তি কেন্দ্রের প্রমুখ শীতেশ দেববর্মা, শক্তি কেন্দ্রের কো-অর্ডিনেটের রতন দেববর্মা প্রমুখরা। বৃষ্টি বিঘ্নিত এই সভায় নবাগতদের ভারতীয় জনতা পার্টিতে স্বাগত জানিয়ে বিজেপি দলের নেতৃত্বদের বক্তব্য হচ্ছে বিগত বিধানসভা নির্বাচন বা এর বেশ কিছুদিন আগে থেকেই তিপ্রামথা দল রাজ্যের একটা ভালো সংখ্যক জনজাতিদের বিভ্রান্ত করেছিলেন, মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রলোভনের ফাঁদে ফেলে মথা রাজ্য ব্যাপি একটা অসহনীয় পরিস্থিতি তৈরি করেছিল বলে জনজাতি নেতৃত্বদের অভিযোগ। আজকের এই দল ত্যাগ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে উপস্থিত নেতৃত্বরা স্পষ্ট ভাষায় দাবি করেন উত্তর মহারানীপুর সহ কল্যাণপুরের বিভিন্ন জনজাতি অধ্যুষিত এলাকা গুলোর মধ্যে তিপ্রামথা দলের সংগঠনে ধ্বস নামা শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা।।

ঈদ-উ্-জোহা (বকরিদ) উপলক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রীর শুভেচ্ছা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুন।। ঈদ-উ্-জোহা (বকরিদ) উপলক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা মুসলিম সম্পদায়ের জনগণসহ সকল রাজ্যবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। শুভেচ্ছা বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'ঈদ-উ্-জোহা (বকরিদ) হচ্ছে ত্যাগ, তিতিক্ষা ও আত্মশুদ্ধির উৎসব। আত্মশুদ্ধি, সংযম ও ত্যাগের মধ্য দিয়ে রচিত হয় আমাদের পারস্পরিক সৌহার্দ্য। রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নের ধারায় উৎসবের এই বার্তা প্রসারিত হোক। আমি রাজ্যের জনগণের সুস্থতা ও সুন্দর জীবন প্রত্যাশা করছি।'

লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে ময়দানে শাসক দল

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২৮ জুন।। বেশ কিছুদিন আগে থেকেই ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পরছে শাসকদল বিজেপি। লক্ষ্য একটাই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে পুনরায় দিল্লির মসনদে বসানো এবং রাজ্য থেকে দুটি লোকসভা আসন মোদিকে উপহার দেওয়া। রাজ্যের বিরোধী দলগুলি এই লক্ষ্যে এখনো শীত ঘুমে থাকলেও শাসক দল বিজেপি কিন্তু একে হালকাভাবে না নিয়ে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে কাজ করে চলছে। দলের সবগুলো মোর্চার পাশাপাশি যুব মোর্চাও এই ক্ষেত্রে অনেকটাই এগিয়ে। তাই আজ তাদের বিভিন্ন রকম কর্মসূচি তৈরি করতে বিজেপি দক্ষিণ জেলা কার্যালয়ে ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার দক্ষিণ জেলা কমিটি এবং পদাধিকারীদের নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন যুব মোর্চার দক্ষিণ জেলা কমিটির সভাপতি বিপুল ভৌমিক সহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নেতৃত্বরা। লক্ষ্য একটাই নরেন্দ্র মোদিকে পুনরায় দিল্লির মসনদে বসানো এবং রাজ্য থেকে দুটি পদ্মফুল উনাকে উপহার দেওয়া। আর সেই লক্ষ্যেই আলোচনা এবং কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন যুব মোর্চার দক্ষিণ জেলা সভাপতি বিপুল ভৌমিক।

বিলোনীয়া মহকুমায় ১৩টি সীমান্ত গ্রামে হবে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নামের ফলক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২৮ জুন।। স্বাধীনতার ৭৫ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে আজাদী কি অমৃত মহোৎসব কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে ৭৫ টি সীমান্ত গ্রামে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি পালন করা হবে। যার নামকরণ করা হয়েছে '৭৫ সীমান্ত গ্রাম ক্রান্তি বীরো কে নাম'। রাজ্যের ৭৫ টি সীমান্ত গ্রামকে এর জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে। আগামী ১৫ ই আগস্ট এর মধ্যে এই কর্মসূচি সম্পন্ন করা হবে। এছাড়াও '৭৫ সীমান্ত গ্রাম ক্রান্তি বীরোকে নাম' এই কর্মসূচির রাজ্যভিত্তিক উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার সাব্রুম মহকুমার ভারত বাংলাদেশ মৈত্রী সেতু প্রাঙ্গনে। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা। আগামী জুলাই মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহকে লক্ষ্য মাত্রা নিয়ে এবং এই কর্মসূচিকে সফল ও সার্থক রূপ দিতে আজ দক্ষিণ জেলার জেলা সদর বিলোনিয়া সার্কিট হাউজে রাজ্যের সমবায় ও সংখ্যালঘু দপ্তরের মন্ত্রী শুক্লা চরণ নোয়াতিয়ার পৌরোহিত্যে মহকুমা শাসক, ব্লক আধিকারিক, জনপ্রতিনিধি এবং বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকদের নিয়ে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। মন্ত্রী ছাড়া ও এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিধায়িকা স্বপ্না মজুমদার, বিধায়ক মাইলাফ্রু মগ, এবং জেলাশাসক ও অতিরিক্ত জেলা শাসক। এই বৈঠকে কর্মসূচি পালনের জন্য জেলা ও মহকুমা পর্যায়ের কমিটি গঠন করা হয়। এছাড়াও বৈঠকে দক্ষিণ জেলার ১৩ টি গ্রাম পঞ্চায়েত কে এই কর্মসূচির জন্য চিহ্নিত করা হয়। এর মধ্যে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার সাব্রুম মহকুমার অন্তর্গত শ্রীনগর, আমলীঘাট, ইন্দিরা নগর, দোলবাড়ি, বৈষ্ণবপুর এবং কৃষ্ণনগর এই ছয়টি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং বিলোনিয়া মহকুমার রাজনগর ব্লকের অন্তর্গত লক্ষীপুর উত্তর শ্রীরামপুর রাধানগর এবং জয়চাঁদপুর অপরদিকে ঋষ্যমুখ ব্লকের হরিপুর, বাঁশপদুয়া এবং অভয়নগর গ্রাম পঞ্চায়েত এই ৭ টি গ্রাম পঞ্চায়েত কে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই বিষয়ে দক্ষিণ জেলার জেলাশাসক সাজু ওয়াহিদ এ এই কর্মসূচি নিয়ে সরকারের বিভিন্ন দিকগুলি তুলে ধরেন। পাশাপাশি মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া কর্মসূচি গুলির সঠিক এবং সফল রূপায়ণের জন্য সর্বস্তরের জনপ্রতিনিধি, সরকারি আমলা এবং সর্বোপরি জনগণের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন।

বাইখোড়ায় অনুষ্ঠিত উল্টো রথ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২৮ জুন।। বাইখোড়া ইস্কন পরিচালিত জগন্নাথ জিও মন্দিরের প্রভুজি করুনেশ্বর মাধব দাসের উদ্যোগে অন্যান্য বছরেরন্যায় এইবছরও রথ যাত্রা অনুষ্ঠিত করাহয়। দক্ষিন ত্রিপুরার মধ্যে বাইখোড়া ইস্কন পরিচালিত জগন্নাথ জিও মন্দিরের রথযাত্রা সবচেয়ে বড় আকারের হয়েথাকে। এই রথ যাত্রাকে কেন্দ্রকরে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তথেকে ও বহিরাজ্যথেকেও ভক্তদের সমাগম ঘটে। প্রভুজি করুনেশ্বর মাধবদাসের উদ্যোগে আয়োজিত রথযাত্রা থেকে শুরু করে উল্টো রথযাত্রা পর্যন্ত বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান করেথাকে। তারপাশাপি ভগবান জগন্নাথ , বলরাম ও শুভদ্রা যতদিন পর্যন্ত মাসির বাড়ীতে থাকেন ততদিন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পাশাপাশি মাসির বাড়ীতে আগত ভক্তদের জন্য প্রসাদের ব্যাবস্থা করাহয়েছে। আজকের দিনে উল্টো রথযাত্রাকে কেন্দ্রকরে হাজারো হাজারো ভক্তবৃন্দের জন্য প্রসাদের ব্যাবস্থা করাহয়। আজকের এই উল্টো রথযাত্রায় অংশগ্রহন করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক, মনু বিধানসভাকেন্দ্রের বিধায়ক মাইলাফ্রু মগ, বাগমা বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া সহ অন্যান্যরা। আজকের এই রথযাত্রাকে কেন্দ্রকরে আগত ভক্তবৃন্দদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দিপনা লক্ষ্যকরাযায়।

ফের ইউক্রেনকে সামরিক সাহায্য ঘোষণা আমেরিকার

পেন্টাগন, ২৮ জুন (হি.স.): রাশিয়ার হুমকির তোয়াক্কা না করেই ইউক্রেনের দিকে ফের সাহায্যের হাত বাড়িয়েছে আমেরিকা। মঙ্গলবার জেলেনস্কি বাহিনীর জন্য ৫০ কোটি ডলারের সামরিক প্যাকেজ ঘোষণা করল পেন্টাগন। এক বিবৃতি দিয়ে পেন্টাগন জানায়, অত্যাধুনিক সরঞ্জাম ও শক্তিশালী এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম দেওয়া হবে কিয়েভকে। ফলে রুশ হামলার আরও জোরালো পালটা জবাব দিতে পারবে ইউক্রেন। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির ।এর আগেও বিরাট সামরিক প্যাকেজ দিয়ে কিয়েভকে সাহায্য করেছিল ওয়াশিংটন। সেই সময় রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন হুমকি দিয়েছিলেন, ইউক্রেনকে অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করলে ভয়ঙ্কর প্রত্যাঘাত করা হবে। কিন্তু সেই হুমকির তোয়াক্কা না করেই ফের সাহায্যের হাত বাড়িয়েছে আমেরিকা। মঙ্গলবার জেলেনস্কি বাহিনীর জন্য ৫০ কোটি ডলারের সামরিক প্যাকেজ ঘোষণা করল পেন্টাগন। এতে থাকছে ব্র্যাডলি ও স্ট্রাইকারের মতো সাঁজোয়া গাড়ি। রয়েছে অত্যাধুনিক রকেট সিস্টেম, গোলাবারুদ ও মিসাইল ইত্যাদিও। এদিন এক বিবৃতি দিয়ে পেন্টাগন জানায়, অত্যাধুনিক সরঞ্জাম ও শক্তিশালী এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম দেওয়া হবে কিয়েভকে। ফলে রুশ হামলার আরও জোরালো পালটা জবাব দিতে পারবে ইউক্রেন ।এদিকে, নিজের টুইটার হ্যান্ডেলে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি লেখেন, 'এই ৫০ কোটি ডলারের সামরিক প্যাকেজের জন্য আমি আমেরিকার কাছে কৃতজ্ঞ। হিমারসের (রকেট সিস্টেম) জন্য গোলাবারুদ, যুদ্ধযান ও অন্যান্য সরঞ্জাম আমাদের আরও শক্তিশালী করে তুলবে।' তবে আমেরিকার এই পদক্ষেপ রাশিয়ার সঙ্গে হোয়াটহাউসের বিরোধ আরও জোরাল করবে ।উল্লেখ্য, ২০২২ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি ইউক্রেনে 'বিশেষ সামরিক অভিযান' শুরু করে রাশিয়া। লড়াইয়ের শুরুর দিকেই কৃষ্ণসাগরের বন্দর শহর খেরসন দখল করে নিয়েছিল রুশ ফৌজ। তারপর শহরটি ফের দখল করতে লড়াই শুরু করে জেলেনস্কি বাহিনী।

নির্যাতিতা গৃহবধূ সিডিপিওর দ্বারস্থ

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৮ জুন।। তথাকথিত সভ্য সমাজে গৃহবধূ নির্যাতন যেন ট্রেডিশনে পরিণত হয়েছে! আবারো নির্যাতনের শিকার এক গৃহবধূ। নির্যাতনের শিকার গৃহবধূ সিডিপিও-র দ্বারস্থ। ঘটনা, তেলিয়ামুড়া মহকুমার অন্তর্গত মুঙ্গিয়াকামি এলাকায়। সংবাদে প্রকাশ, তেলিয়ামুড়া মহকুমার অন্তর্গত মুঙ্গিয়াকামি এলাকার বাসিন্দা এক গৃহবধূ নিজ স্বামী কর্তৃক নির্যাতনের শিকার হয়ে এসডিপিও র দ্বারস্থ হয় বুধবার। উল্লেখ্য, প্রায় দশ বছর পূর্বে তেলিয়ামুড়া মহকুমার অন্তর্গত মুঙ্গিয়াকামি এলাকার বাসিন্দা ঊষারাণী দেববর্মার সামাজিকভাবে বিবাহ হয় অমরপুর থানা এলাকার বৃহমনি জমাতিয়ার সঙ্গে। বর্তমানে তাদের একটি কন্যা সন্তানও রয়েছে। কিন্তু, বিয়ের কিছু বছর পর থেকেই ওই গৃহবধূকে আচমকাই নির্মমভাবে নির্যাতন চালাতে শুরু করে তার স্বামী বৃহমনি। পরবর্তীতে স্বামীর হাতে নির্যাতনের শিকার হয়ে তেলিয়ামুড়া মহকুমার অন্তর্গত মুঙ্গিয়াকামি এলাকা স্থিত নিজ বাবার বাড়িতে চলে আসে ওই গৃহবধূ। পরবর্তীতে বুধবার স্বামীর হাতে নির্যাতনের শিকার ওই গৃহবধূ মুঙ্গিয়াকামি স্থিত অজিত মোহন জমাতিয়ার নিকট এব্যাপারে একটি লিখিত অভিযোগ জানায়। অভিযোগ হাতে পেয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন সিডিপিও।

অ্যাসপিরেশন্যাল জেলা হিসেবে ধলাই জেলার সামগ্রিক বিকাশে সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়েছে ঃ সাংসদ রেবতী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুন।। আমবাসা টাউনহলে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প নিয়ে গতকাল এক সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরের উদ্বোধন করেন সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা। অনুষ্ঠানে ধলাই জেলায় এবছরের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ১৮ জন ক'তি ছাত্রছাত্রীকে সংবর্ধনা 'পন করা হয়। তাছাড়াও জেলায় কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণে যারা সাফল্যের সাথে কাজ করেছেন তাদেরকেও সংবর্ধনা 'পন করা হয়। এ উপলক্ষে আমবাসা টাউনহল প্রাঙ্গণে বিভিন্ন দপ্তরের ১৬টি স্টল খোলা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলার বিভিন্ন ব্লকের প'ায়েত সমিতি ও বিএসি'র চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানগণ, জেলাশাসক ও সমাহর্তা ডা. সিদ্ধার্থ শিব জয়সবাল এবং বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ।

শিবিরের উদ্বোধন করে সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা বলেন, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের জনমুখী প্রকল্পগুলি সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করে তুলতে এধরণের শিবিরের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। রাজ্য সরকার এসমস্ত প্রকল্পের সুবিধা রাজ্যের প্রান্তিক জনপদগুলিতে পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে। এসমস্ত প্রকল্প রূপায়ণের ফলে গ্রামীণ এলাকার জনগণ উপক'ত হচ্ছেন। তিনি বলেন, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের প্রকল্পগুলি সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত করতেই এই শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। দেশের ১১২টি অ্যাসপিরেশন্যাল জেলার মধ্যে ধলাই জেলা রয়েছে। তাই ধলাই জেলার সামগ্রিক বিকাশে সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়েছে। ধলাই জেলায় পরিকাঠামো উন্নয়ন, গুণগত শিক্ষার সম্পসারণ, স্বাস্থ্য পরিষেবার সম্পসারণ সহ ক'ষি, বন, মৎস্য, প্রাণীপালনকে ভিত্তি করে মানুষের আর্থসামাজিক মান উন্নয়নে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। অনুষ্ঠানে সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা জেলায় সাংসদ তহবিলে ৯টি প্রকল্পের উদ্বোধন করেন।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আমবাসা বিএসি'র চেয়ারম্যান পরিমল দেববর্মা। স্বাগত বক্তব্য রাখেন জেলাশাসক ও সমাহর্তা ডা. সিদ্ধার্থ শিব জয়সবাল। অনুষ্ঠানে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে জেলার ক'তি ছাত্রছাত্রীদের হাতে অতিথিগণ শংসাপত্র ও মারক উপহার তুলে দেন। অনুষ্ঠানে ৫০ জন দিব্যাঙ্গজনকে চলনসামগ্রী দেওয়া হয়। জেলার ১২১টি হেলথ এণ্ড ওয়েলনেস সেন্টারের মধ্যে ৪৪টি সেন্টারকে ১০০ শতাংশ টিকাকরণের জন্য পুরস্ক'ত করা হয়েছে। এই সেন্টারগুলির প্রতিনিধির হাতে অতিথিগণ মানপত্র তুলে দেন। নেশামুক্ত ত্রিপুরা অভিযানে বিশেষ সাফল্যের জন্য আমবাসা মহকুমার এসডিপিও সুমন মজমদারকে পুরস্ক'ত করা হয়েছে। তাছাড়াও উল্লেখযোগ্য সাফল্যের জন্য অনুষ্ঠানে নয়নতারা স্বসহায়ক দলকে পুরস্ক'ত করা হয়। সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা স্বসহায়ক দলের সদস্য সদস্যাদের হাতে ৬ লক্ষ টাকার চেক তুলে দেন। সচেতনতা শিবিরে স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে ৩০ জন রোগীর চিকিৎসা করে বিনামূল্যে ঔষধ দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে আমবাসা পুর পরিষদ এলাকার বর্জ্য পদার্থ সংগ্রহকারী ১১ টি দলকে ভ্যান তুলে দেওয়া হয়। সাংসদ তহবিলের অর্থে এই সহায়তা দেওয়া হয়েছে।

শিবনগর মডার্ন ক্লাব ও আমরা তরুণ দলের শারোদৎসবের পূজা প্যান্ডেলের খুঁটি পূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে বুধবার। ছবি নিজস্ব।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।